~*MASUD RANA SERIES*~

Aliar O Shen (Part II) By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:
Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)
Email:
anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন; আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু নামের নিচে ঠিকানাটিও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং [illegible] পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। —লেখক।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পূর্বাভাষ

উ সেন—সে তো কবেই মারা গেছে। হার্মিস—কুখ্যাত ইউনিয়ন কর্সের নেতৃস্থানীয় অপরাধীদের নিয়ে গড়া একটি সংগঠন। উ সেন মারা যাবার পর তারও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। সও মং—উ সেনের ছদ্মনাম, তাও মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু হঠাৎ এক এক করে আবার সব জ্যান্ত হয়ে উঠতে শুরু করলো।

মাঝ আকাশে একটা বোয়িং হাইজ্যাক করতে গিয়ে মাসুদ রানার হাতে নিহত হলো কয়েকজন লোক, মারা যাবার আগে তাদেরই একজন 'সও মং' নামটা বলে গেল। সেই সাথে ঝড় উঠলো রানার মনে। সও মং মানে তো উ সেন, তবে কি উ সেন বেঁচে আছে? কিন্তু তা কি করে হয়, তাকে তো নিজের হাতে খুন করেছিল ও। তারপর মনে পড়লো, উ সেনকে গুলি করেছিল সে, গুলি লেগেও ছিলো, কিন্তু মারা গিয়েছিল কিনা জানা হয়নি। শুনেছিল বটে উ সেন মারা গেছে, কিন্তু সেটা যে মিথ্যে রটনা ছিলো না তা কে বলবে?

ইতিমধ্যে অনেকগুলো বিমান হাইজ্যাক হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না উ সেন বা তার কোনো উত্তরাধিকারী সও মং নাম ধারণ করে হার্মিসকে আবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ফাণ্ড সংগ্রহ করছে।

রানা যখন সও মং রহস্য নিয়ে চিন্তিত, এই সময় সি. আই. এ.-র নতুন চীফ কলিন ফর্বস উপযাচক হয়ে ওকে একটা গল্প শোনাতে এলেন।

মলিয়ের ভ্যান নামে এক লোক টেক্সাসে একটা র‍্যাঞ্চ তৈরি করেছে, খাঁ খাঁ মরুভূমির মাঝখানে, দুর্ভেদ্য দুর্গই বলা যায়। বিরাট সন বাসনা ছিলো, বিক্রি করে দিয়ে এই র‍্যাঞ্চের ভেতর রহস্যময় জীবন-

যাপন করছে লোকটা। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের একটা হলো, এক মেয়েকে কিডন্যাপ করে আটকে রেখেছে। মেয়েটার জন্ম ফ্রান্সে, তবে আমেরিকার নাগরিক, নাম বান্না বেলাডোনা। ছোটোবেলা থেকে এতিমখানায় মানুষ সে, মা-বাবার পরিচয় জানা যায়নি, অজ্ঞাত পরিচয় এক আত্মীয় তার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ চালিয়েছে। আত্মীয়টি মারা যাবার সময় তার বিশাল ধন-সম্পত্তি সব মেয়েটির নামে উইল করে দিয়ে গেছে। শোনা যায় মলিয়ের খানের তিনটে দুর্বলতার একটা হলো বান্না বেলাডোনা, বাকি দুটো আইস ক্রীম আর দুষ্প্রাপ্য প্রিন্ট। অভিযোগ থাকলেও, মলিয়ের খানের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। সি. আই. এ. সহ অন্যান্য আরো দুটো প্রতিষ্ঠান তদন্ত করার জন্যে টেক্সাসে এজেন্ট পাঠিয়েছে, ফিরে আসেনি কেউ। কিছু দিন পর পর প্রত্যেকের লাশ পাওয়া গেছে লুসিয়ানার এক জলাভূমিতে। এই রকম এক লাশের কাপড় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটা চিঠির ছেঁড়া খানিকটা অংশ, সেটা পড়ে জানা যায় সও মং বা উ সেনের পুনরুত্থান বাস্তব সত্য। ইউনিয়ন কর্সের হামিস পুনর্গঠিত হয়েছে, মানবজাতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর কোনো ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ওরা। ওদেরকে দমন করার জন্যে সি. আই. এ. রানার সাহায্যপ্রার্থী।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এসপিওনাজ জগতে নিরপেক্ষতা [বজা]য় রাখার নীতিতে অটল। অতীতে সি. আই. এ.-র সাথে কাজ [ক]রতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে রানার, নতুন করে ওদের সাথে [জ]ড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে ওর ছিলো না। কিন্তু নবাগত সি. আই. [এ]. চীফকে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে হলো, [আ]লাপে তিনি স্বীকারও করলেন যে অতীতে রানার সাথে তারা

ন্যায্য ব্যবহার করেননি। তাছাড়া, ঢাকা থেকে বি. সি. আই. চীফ তাঁর প্রিয় এজেন্টকে মেসেজ পাঠিয়ে জানালেন হামিসের বিরুদ্ধে লাগতে হলে সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য দরকার হবে ওর। কাজেই সি. আই. এ.-র অনুরোধে সাড়া দিতে রাজি হলো রানা। অবশ্য মিঃ কলিন ফর্বস সাহায্য না চাইলেও হামিসের বিরুদ্ধে লাগতে হতো ওকে, কারণ সও মং নাম ধারণ করে অপরাধ জগতে যে-ই এসে থাকুক, সে যে রানার মৃত্যু চাইবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রয়াত অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের মেয়ে রিটা হ্যামিলটনকে সহকারিণী হিসেবে পেলো রানা। প্রথমেই কেমন যেন তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেলো রিটার আচরণে, পরে যখন রানার প্রতি আকৃষ্ট হলো সে, সবিনয় ভদ্রতার সাথে তাকে দূরে থাকার পরামর্শ দিলো রানা। মলিয়ের খানকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নতুন পরিচয় গ্রহণ করলো ওরা—প্রফেসর গ্রেগ লুগানিস এবং মিসেস লুগানিস। অপ্রকাশিত এক সেট হোগার্থ প্রিন্ট রয়েছে ওদের কাছে। হেনরি ডুপ্রে সহ একদল গুণ্ডা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করলো ওদেরকে। ওরা পালিয়ে গেল, কিন্তু আবার ধরা পড়তে হলো মৃত্যুফাঁদে। তারপর সাহসে বুক বেঁধে সরাসরি সিংহের খাঁচায় হাজির হলো ওরা, খান র‍্যাঞ্চে। ছদ্ম পরিচয় ঝেড়ে ফেলে নিজের পরিচয়ে মলিয়ের খানের সামনে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। সাদর অভ্যর্থনা জানালো মলিয়ের খান, হোগার্থ প্রিন্টগুলো পাবার আশায় লোভে চকচক করে উঠলো তার চোখ। কঙ্কালসার পিয়েরে লাচাসির সাথে পরিচয় হলো, গাড়ি দুর্ঘটনায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। দু'জনের মধ্যে একজন সও মং হতে পারে, কিন্তু কে বোঝার কোনো উপায় নেই। রানাকে একটা প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে প্ররোচিত করলো মলিয়ের খান। পিয়েরে

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

ল্যাচাসি নাকি দুনিয়ার সেরা ড্রাইভারদের একজন, তাকে হারাতে পারলে প্রিন্সের দাম বাবদ এক মিলিয়ন ডলার ছাড়াও অতিরিক্ত আরো এক মিলিয়ন পাবে রানা। আর যদি ল্যাচাসি জেতে, প্রিন্সের জন্যে এক পয়সাও রানার কপালে জুটবে না, প্রিন্সের দাম নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।

রিটাকে নিয়ে খান, আর বেলাডোনাকে নিয়ে রানা ট্র্যাকটা ঘুরে ফিরে দেখতে বেরিয়েছিলো। নিরিবিলিতে মেয়েটার সাথে কথা হলো রানার। সি. আই. এ.-র তথ্য নির্ভুল, সত্যি তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে মলিয়ের খান। বেলাডোনার প্রচুর টাকাও হজম করে ফেলেছে সে। হার্মিসের কঠিন ফাঁদে আটকা পড়েছে বেচারি, বেরুবার পথ নেই। এরা যে লোক ভালো নয়, এদের উদ্দেশ্য যে খারাপ, বেলাডোনাও তা জানে। কিন্তু কে যে আসল নেতা, খান নাকি ল্যাচাসি, ঠিক বুঝতে পারে না। তবে শুধু খান বা ল্যাচাসি নয়, দলের আরো অনেকেই তাকে বিয়ে করতে চায়। অনেকটা যেন ঝোঁকের মাথায় রানাকে একটা গোপন পথ দেখালো বেলাডোনা, এই পথ দিয়ে কনফারেন্স সেন্টারে যাওয়া যায়। পথটা দেখাবার পর ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো সে, খান জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রানার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটা, বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিলো: প্রথম সুযোগেই যেন ওরা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ট্র্যাকটা ঘুরেফিরে দেখা শেষ করে আবার রানা মলিয়ের খানের সাথে মিলিত হলো। ঠিক হলো কাল সকালে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতা। রিটাকে নিয়ে গেস্ট কেবিনে ফিরে যাচ্ছে রানা। প্রিয় পাঠক, এবার আপনি নিজেই দেখুন এখন কি ঘটে।

এক

'এখন আমরা কি করবো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রিটা, স্যাবে বসে মলিয়ের খান আর পিয়েরে ল্যাচাসির উদ্দেশে হাসিমুখে হাত নাড়ছে। 'একে প্রতিযোগিতা বলে? এতো স্রেফ জুয়া!... না। জুয়া-ও নয়, খুন করার পাঁয়তারা। রানা, ওরা তোমাকে মেরে ফেলার ফাঁদ পেতেছে!'

'চুপ করে বসে থাকো, সিট বেল্ট বাঁধো, আর হোঁচট খাওয়ার জন্যে তৈরি হও।' রানার ঠোঁট প্রায় নড়লোই না বলা যায়। জোর গলায় খানের উদ্দেশে বললো ও, 'সকালে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। সার্কিটে। ঠিক দশটায়।' কোমরে হাত দিয়ে পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিয়ের খান।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নাড়লো সে। স্যাবের সামনে পিক-আপ ট্রাকটা রয়েছে, গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে।

র‍্যাঞ্চ দেখে ফেরার পর কফি আর ব্র্যাণ্ডি পরিবেশন করা হয়েছিল, তখনই মলিয়ের খান আর পিয়েরে ল্যাচাসি ক্ষমা চেয়ে নেয়। 'জমিদারি থাকার এই এক জ্বালা,' রানাকে বললো খান, 'কাজ-

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পত্র নিয়ে একদিন বসতেই হয়—আজ সেই দিন। তবে আপনারাও তো ক্লান্ত, বিছানায় এক হওয়ার সময় হয়েছে। বিশেষ করে আপনার গভীর একটা ঘুম হওয়া দরকার, মি: রানা। কাল আপনার রেস আছে।'

'বিছানায় এক হওয়ার, নাকি বিছানার সাথে এক হওয়ার?' যদিও হাসিমুখে করা হলো, প্রশ্নটা রানার তীক্ষ্ণ।

চট্ করে একবার রিটার দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসলো ঝান। 'দুঃখিত, স্লিপ অভ টাং,' বললো সে, রানার সংশোধনীটা মেনে নিলো।

এরপর ধন্যবাদ জানালো রানা, বললো গাইড লাগবে না, ওরা নিজেরাই গেস্ট কেবিনে যেতে পারবে। কিন্তু পিক-আপটা তারপরও থাকলো, ঝানও হাঁ-না কিছু বললো না।

গাইড থাকা মানে, রানা ভাবছে, বনভূমির ভেতর পথ হারিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। অথচ গোটা র‍্যাকটাকে চারদিক থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা খুব জরুরী। কাল কি হয় না হয় বলা যায় না, সুযোগ নিতে হলে আজ রাতেই। পরে আর সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে।

র‍্যাকটাকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করেছে মেইন হাইওয়ে, বাঁক নিয়ে সেটায় ওঠার পরপরই মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে পিক-আপের একেবারে পিছনে চলে এলো সাব। পিক-আপকে অনুসরণ করে কেবিনে ফিরতে পারে ওরা, পরে আবার ফাঁকা রাস্তায় সাব নিয়ে বেরুতে পারে, কিন্তু রানার সন্দেহ ওদেরকে পৌঁছে দেয়ার পরও পিক-আপ ফিরে যাবে না। 'আমার ধারণা, জঙ্গলের ভেতর কোথাও লুকিয়ে থাকবে ড্রাইভার,' রিটাকে বললো ও। 'আমাদের ওপর

নজর রাখার জন্যে আজ রাতে ওকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আজ বিকেলে যা দেখেছি বা দেখিনি তা থেকে ধরে নেয়া চলে ইলেকট্রনিক্সের চেয়ে জ্যান্ত মানুষের ওপর বেশি ভরসা রাখে ঝান।' বিকেলে ওরা আড়িপাতা যন্ত্রের সন্ধানে কেবিনের চারদিকে তল্লাশি চালিয়েছিল, কিছুই চোখে পড়েনি। 'লোকের কোনো অভাব নেই তার, তাছাড়া হাইওয়ে প্যাট্রল তো আছেই।'

অন্ধকার গাড়ির ভেতর নড়েচড়ে বসলো রিটা। 'তারমানে আমরা বন্দী।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত, হ্যাঁ। যদিও, হাতে সময় নেই বললেই চলে। ল্যাবরেটরীটা একবার দেখা দরকার। কনফারেন্স সেন্টারে কিভাবে আমরা ঢুকবো সেটাও তোমাকে একবার দেখাতে চাই। ভুল হলো, তুমি না—একা আমি ঢুকবো। এই, সিট বেল্ট শক্ত করে বেঁধেছো তো?'

সম্ভবত নার্ভাস বোধ করছে বলেই রেগে গেল রিটা। 'এক কথা দু'বার বলবে না। কি করতে চাইছো শুনি?'

'যাই করি, দেখতে পাবে। আজ যা শুনেছি, তারপর আর বিবেকের কামড় খেতে হবে না।' আপনমনে হাসলো রানা। 'কিছু লোককে খুন করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

হাইওয়ে ছেড়ে এলো ওরা, বাঁক নিয়ে ঢালের দিকে এগোচ্ছে, আর চার মাইলটাক সামনে। আগে শালাকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাই, ভাবলো রানা, ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম টিপে নাইট-ফাইণ্ডার গ্লাস রিলিজ করলো। গাড়িতে সব সময় থাকে এটা, সাথে চারকোণা কম্পার্টে একটা কন্ট্রোল বক্স আছে, এক দিকে প্যাড লাগানো, মাথায় পরা যায়। ফোকাস আর উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করা

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

হয় ডান দিক থেকে, সামনের দিকে বেরিয়ে আছে ছটো লেন্স, ছোটো এক জোড়া বিনোকিউলারের মতো। এক হাত দিয়ে সেট-টা মাথায় পরলো রানা, সুইচ অন করলো।

অন্ধকারে গাড়ি চালানোর কয়েক শো ঘণ্টা অভিজ্ঞতা রয়েছে রানার, নাইটফাইণ্ডারের সাহায্য নিয়ে। গ্লাসগুলোর সাহায্যে, অন্ধকার যতোই গাঢ় হোক, সব কিছু প্রায় দিনের মতোই উজ্জ্বল দেখা যায়। অন্তত একশো গজ দূরে কি আছে দেখতে পাওয়া ড্রাইভারের জন্যে কোনো সমস্যা নয়।

সিস্টেমটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে পিক-আপের আরো কাছাকাছি চলে এলো রানা। ঢাল থেকে এখন আর মাত্র এক মাইল দূরে ওরা। রিটার উত্তেজনা উপলব্ধি করে হাসলো ও, কি করতে যাচ্ছে সং-ক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো। 'একটু পরই আরো গাঢ় হবে অন্ধকার। কিছু অ্যাকশন দেখার সুযোগ হবে তোমার। তারপর আলোর বন্যা য়ে যাবে। ভাগ্য ভালো হলে, পিকাপটার তেমন ক্ষতি না করে াস্তা থেকে বিদায় নেবে লোকটা। ওটা আমাদের দরকার।'

জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। 'রেডি, রিটা। হোল্ড ন।' বোতাম টিপে স্যাবের আলো নিভিয়ে দিলো রানা, নাইট-াইণ্ডারে চোখ। মুহূর্তের জন্যে রাস্তার একধারে সামান্য একটু রে গিয়ে আবার সিধে হলো পিক-আপ। আকস্মিক অন্ধকারে াবের কাঠামো অস্পষ্টভাবে হয়তো দেখতে পাচ্ছে, তবে ঘাবড়ে রছে ড্রাইভার।

পিছনে বেশিক্ষণ থাকলো না রানা। রাস্তার একপাশে সরে এসে কৌশলভঙ্গিতে এক্সিলারেটরে চাপ দিলো। রেভ কাউন্টারের টা দ্রুত উঠতে শুরু করে তিন হাজারের ঘর ছাড়িয়ে গেল, সেই

সাথে সচল হয়ে উঠলো টার্বো চার্জার।

তীব্রবেগে ছুটলো স্যাব, অনায়াসে পাশ কাটাচ্ছে পিক-আপকে। ছটো গাড়ির মাঝখানে সামান্যই ফাঁক, সেটা আরো কমিয়ে আনলো রানা, ফলে রাস্তার কিনারার সরে গিয়ে ট্রাক থামাতে বাধ্য হলো ড্রাইভার। অন্ধকারে খুব বেশি কিছু দেখতে পায়নি সে, হয়তো ঘন কালো একটা কাঠামোকে স্যাৎ করে পাশ কাটাতে দেখেছে। পর-মুহূর্তে অবশ্য হেডলাইটের আলোয় স্যাবটাকে পরিষ্কারই দেখতে পেলো সে, যদিও চোখের পলকে সামনের অন্ধকারে আবার সেটাকে অদৃশ্য হতেও দেখলো, পিছনে কোনো আলো নেই।

'লোকটা এতোক্ষণে স্পীড বাড়াচ্ছে, আমাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে,' বললো রানা। 'শক্ত হও।' ব্রেক চাপলো ও, গিয়ার বদল করলো, হুইল ঘোরালো ছ'হাতে। পিছলে গেল চাকা, যদিও রানার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে গাড়ি। আবার গিয়ার বদলে স্যাবকে ডান দিকে ঘোরালো ও, ঘুরে গিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে ছুটলো গাড়ি। মাত্র কয়েক গজ, তারপরই দাঁড়িয়ে পড়লো।

'এই এলো বলে।' অভিজ্ঞ ফাইটার পাইলটের মতো শান্ত আর নির্লিপ্ত রানা, যেন শত্রুঘাঁটিতে হামলা করার জন্যে এক ঝাঁক প্লেন-কে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোটো একটা বোতামের কাছে নেমে গেল হাত, গিয়ার লিভারের ঠিক নিচে। পিক-আপের আলো দেখা গেল, দ্রুত উজ্জ্বল হচ্ছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্যাবকে পরি-ষ্কার দেখতে পাবে ড্রাইভার।

এখনো অন্ধকারে রয়েছে ওরা, বোতামটায় চাপ দিলো রানা। স্যাবের নাম্বার প্লেট একটা ঢাকনির মতো খুলে গেল, ভেতরে একটা এয়ারক্রাফট লাইট, বাম্পারের নিচে এবং নাম্বার প্লেটের পিছনে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ফিট করা। দপ্ করে জ্বলে উঠলো চোখ ধাঁধানো সাদা আলো।

আলোর টানেল গ্রাস করলো পিক-আপকে। কল্পনায় দেখতে পেলো রানা হুইলের সাথে কুস্তি লড়ছে ড্রাইভার, নিজের অজান্তেই এক হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছে, ব্রেক আর ক্লাচ চেপে ধরেছে দুই পায়ে।

রাস্তার একদিকে সরে গেল পিক-আপ, একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেলো। আলোর বন্যা থেকে বেরুতে পারলেও, এখনো চোখে কিছু দেখছে না ড্রাইভার। ভুল দিকে হুইল ঘোরালো সে, রাস্তার ধারে লাটিমের মতো ঘুরতে শুরু করলো পিক-আপ। রাস্তার উঁচু কিনারার সাথে বাড়ি খেলো পিছনের চাকা, গাছপালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের চাকা। মনে হলো জঙ্গলের ভেতর একটা দৈত্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন কয়েকটা সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল, বার কয়েক উল্টে যাবার উপক্রম করলো গাড়িটা, তারপর একটা গাছের সাথে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'হেল!' ক্ষোভ প্রকাশ করলো রানা, এক ঝটকায় মাথা থেকে খুলে ফেললো নাইটস্কাইওয়ার। 'কোথাও যাবে না,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো রিটাকে, ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো ফ্ল্যাশলাইট, হোলস্টার থেকে আরেক হাতে চলে এলো ভি-পি-সেভেনটি অটোমেটিক। লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নেমে ছুটলো পিক-আপের দিকে।

আশ্চর্য একটা দৃশ্য—ঠিক যেন গাছে চড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পিক-আপটা, খানিকটা উঠে এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। একটা পাশ অনেক জায়গায় তুবড়ে গেছে। তবে কোথাও ভাঙা কাঁচ দেখলো না রানা। ছোট্ট ক্যাব-এর ভেতর ড্রাইভারকে দেখে 'হুস' করে আওয়াজ করলো মুখ দিয়ে। সিটের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে

রয়েছে লোকটা, মাথাটা এমনভাবে ঝুলছে যেন কোনো অবলম্বন নেই। গাছের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ভেঙে গেছে ঘাড়।

টানা-হ্যাঁচড়া করে দরজাটা খুললো রানা, ড্রাইভারের পাল্স্ দেখলো। তাৎক্ষণিক মৃত্যু, কি ঘটছে বুঝতেই পারেনি লোকটা। দু'-এক সেকেণ্ডের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। লোকটাকে মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছে ওর ছিলো না। সামান্য দু'একটা আঘাত পেলেই যথেষ্ট ছিলো।

ব্যাজ দেখে জানা গেল ড্রাইভার খান সিকিউরিটি-র লোক ছিলো। লাশটা ট্রাক থেকে নামানোর সময় হোলস্টারটাও দেখলো রানা, ভেতরে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন, পয়েন্ট ফরটি-ফোর ম্যাগনাম—মডেল টোয়েনটি-নাইন—রয়েছে। ওর সন্দেহই তাহলে ঠিক, ওদের-কে পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্ব আজ রাতে এই লোকের ওপরই ছিলো।

কাঁধে করে খানিকদূর বয়ে এনে ঘাসের ওপর লাশটা নামালো রানা। টর্চের আলো ফেলে আশপাশের গাছগুলো ভালো করে দেখে রাখলো, পরে ফিরে এসে যাতে খুঁজে পায়। গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে গোপন করলো লাশটা, তারপর স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন নিয়ে ফিরে এলো পিক-আপের কাছে, স্টার্ট নেয় কিনা দেখবে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিলো, গাছের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে পিছিয়ে এলো পিক-আপ, মনে হলো এখনো এটাকে দিয়ে কাজ হবে। ট্যাংক প্রায় অর্ধেকের মতো ভরা, আর সব গজ রিডিংও স্বাভাবিক। আলো থেকে দূরে রাখলো চোখ, পিক-আপটাকে স্যাবের পাশে নিয়ে এলো রানা।

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com ©

'পারবে, ট্রাকটাকে সামলাতে?' রিটাকে জিজ্ঞেস করলো ও। স্যাব থেকে নেমে এসেছে সে।

রিটা এমনকি জবাব দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলো না, সোজা পিক-আপে উঠলো, দায়িত্ব নেয়ার জন্যে তৈরি। রানার নির্দেশ পেলো সে, তার পিছু পিছু ঢাল বেয়ে উঠবে রানা, কেবিনের সামনে থামতে হবে তাকে।

স্যাবে উঠে প্রথমে রানা নাম্বার প্লেটটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনলো, এয়ারক্রাফট লাইট নিভিয়ে হেডলাইট জ্বালালো, তারপর চালু করলো এঞ্জিন। ধীরে ধীরে পিক-আপ চালালো রিটা। ওটার পিছু পিছু, কোনো ঘটনা ছাড়াই, ঢালের ওপর উঠে এলো স্যাব। এক সময় ওরা কেবিনের সামনে পৌঁছুলো।

এতোক্ষণে রানা ব্যাখ্যা করলো ঠিক কি করতে চায় ও। কোন্ পথে যাবে ওরা তাও ঠিক করা হলো। আগের জায়গাতেই রেখে যাওয়া হবে স্যাবটাকে, তালা মারা এবং অ্যালার্ম সেনসর সেট করা অবস্থায়। অভিযানে বেরুবে ওরা পিক-আপ নিয়ে।

'পিকাপে ঝান সিকিউরিটির প্রতীক আঁকা রয়েছে, কেউ এটাকে বাধা দেবে বলে মনে হয় না।' তোবড়ানো পিক-আপের গায়ে মৃদু চাপড় মারলো রানা।

ঢাল থেকে খুব তাড়াতাড়ি কনফারেন্স সেন্টারের দিকে নেমে যাবে ওরা, রিটাকে ওখানে টানেলে নামার কৌশলটা শেখানো হবে। মনোরেল স্টেশনটাকে একবার চক্কর দিয়ে, সবশেষে, ফিরে আসবে ল্যাবরেটরী এলাকায়।

'কাছাকাছি কোথাও পিকাপটা লুকিয়ে রাখবো, ভেতরে ঢুকবো পায়ে হেঁটে,' সাবধান করে দিলো রানা। 'তারপর, এখানে ফেরার

সময়, রাস্তার ধারের দুর্ভাগা বস্তুটিকে আবার একটা অ্যাক্সিডেন্টের সাথে জড়াতে হবে।'

'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট ...?' তাকিয়ে থাকলো রিটা।

'রাস্তার কিনারা থেকে কতো গাড়িই তো খাদে পড়ে যায়।'

অ্যালার্ম সিস্টেমের সেনসর-গুলো জ্যান্ত করলো রানা, তালা দিলো গাড়িতে। নিহত ড্রাইভারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন হাতে নিয়ে পিক-আপে উঠতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও।

'রানা। কি ব্যাপার?'

চিন্তাটা হঠাৎ করে খেলে গেছে মাথায়। 'রিটা, পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে আমাদের বোধহয় বিছানায় ডামি রেখে যাওয়া উচিত। ঝান বা ম্যাচাসি আমাদের জন্যে কি চিন্তা করে রেখেছে কেউ জানি না আমরা। বিছানায় কিভাবে ডামি সাজাতে হয় তোমার জানা আছে?'

ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো রিটা, সেই কৈশোর থেকে একবারও ধরা না পড়ে দক্ষতার সাথে কাজটা করে আসছে সে। ঘুরে দাঁড়ালো, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল স্যাণ্ড ক্রীকের দিকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে ফেটারম্যান-এ ঢুকলো রানা, ভারি চাদরের তলায় বালিশগুলোকে মানুষের আকৃতিতে সাজাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। কেবিনের ভেতর অন্ধকার, ফুলে থাকা আকৃতিটাকে মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

পিক-আপের কাছে ফিরে এসে রানা দেখলো রিটা আগেই পৌঁছে গেছে।

'ওরা যদি কেউ আসে,' কৌতুক করে বললো রিটা, 'যে-কোনো একটা বিছানায় একজনকেই শুয়ে থাকতে দেখবে। বলতে পারো,

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

কি ভাববে ওরা ?'

'ভাববে তোমাকে আমি পটাতে পারিনি।'

'অথচ তা সত্যি নয়। কিন্তু না, আমার ধারণা ওরা ভাববে তুমি একটা অক্ষম পুরুষ।'

'ভাবতে দাও,' হেসে বললো রানা, পিক-আপে উঠতে গেল। 'ইচ্ছে করলে তুমিও তা ভাবতে পারো।'

'ধ্যেৎ, আমি কেন তা ভাবতে যাবো। আমি জানি তুমি কি...।' পিছন থেকে রানার কোমরে হাত রাখলো রিটা, কাছে টানলো। 'নিশ্চয়ই বলবে না কেউ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে ?' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুরে রিটার মুখোমুখি হলো রানা, অমনি মুখ তুলে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্যে পায়ের পাতার ওপর উঁচু হলো রিটা।

মাথা পিছিয়ে নিলো রানা। ওর ঠোঁটের নাগাল না পেয়ে থতমত খেয়ে গেল রিটা, তারপর আবেদন ভরা চোখে তাকালো সে। 'রানা ?'

'দুঃখিত,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রানা, আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালো, উঠে বসলো পিক-আপে।

পাশের সিটে উঠে বসলো রিটাও, রাগে আর অপমানে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর, সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি।

পরিচয়ের প্রথম দিকে রিটার ব্যবহারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এক সাথে কাজ করতে হলে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হওয়া দরকার, তাই ভদ্রতা বজায় রেখেই একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল রানা। ফল হয় বাড়ো খারাপ, যাচ্ছেতাই বলে রানাকে রীতিমতো

অপমান করে রিটা। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে রিটা, কিন্তু অপমানটার কথা রানা ভোলেনি।

'টেনশন থাকলে ঝেড়ে ফেলো,' মৃদু কণ্ঠে বললো ও। 'আমার ওপর ভরসা রাখো। বিপদ এলে নিজের আগে তোমাকে রক্ষা করবো।' পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা। 'দেখো দেখি, সব নেয়া হয়েছে তো ?'

ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো রিটার পেশীতে।

ভি পি-সেভেনটি রয়েছে রানার নিতম্বের কাছে হোলস্টারে, নিহত ড্রাইভারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা পায়ের কাছে মেঝেতে। রিটার সাথেও একটা রিভলভার রয়েছে। পিক-লক আর টুলস-এর কিটা নিতে ভোলেনি রানা, ভোলেনি গ্যাব থেকে টর্চ আনতে। রানার দিকে তাকালো না রিটা, তবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো।

পিক-আপ ছেড়ে দিলো রানা। প্রসঙ্গটা ও-ই আবার তুললো, ইতি টানার জন্যে। বললো, 'দেখো সিস্টার, রাগ পুষে রেখো না। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দাও।' অপরাধ যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এভাবে কোনো মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, কাজেই ক্ষমা-প্রার্থনা বিধেয়।

'তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ,' রাগ নয়, বিস্ময়ও নয়, উপলব্ধির শান্ত প্রকাশ। যদিও মনে মনে বলা রিটার বাকি কথাগুলো রানা শুনতে পেলো না, 'তোমার সংস্পর্শে এলে ভালো না বেসে উপায় নেই, মাসুদ রানা! তোমাকে পাবার জন্যে দরকার হলে আমি তপস্যা করবো।'

খুক্ করে কেশে রানা শুরু করলো, 'দেখো সিস্টার...!'

'খবরদার!' চোখ রাঙালো রিটা। 'আবার যদি সিস্টার বলো...।'

'সবচেয়ে ভালো হতো তোমাকে যদি মিস্টার বলা যেতো…।'

'ভুলে যাচ্ছো কেন, সেক্ষেত্রে আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতাম। বেলাডোনাকে তুমি একা…।'

'ভালো কথা মনে করেছো,' হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়লো রানা। 'সময়ের আগে আমাদের যদি পালাতে হয়, বান্দা বেলাডোনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো আমরা, কেমন?'

'আগে দেখো নিজেরাই উদ্ধার পাই কিনা …।'

ঢাল বেয়ে নেমে এলো ওরা, নাম মাত্র চালু এঞ্জিন প্রায় কোনো শব্দই করছে না। পথে চাকা গড়াবার অস্পষ্ট আওয়াজের সাথে বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শোনা যাচ্ছে, মাথার ওপর খিলান আকৃতির ঝাড় গাছের পাতা কাঁপছে খস খস শব্দে। পিক-আপের শুধু সাইডলাইটগুলো জ্বালানো।

অপ্রশস্ত আরেক রাস্তায় নেমে এলো পিক-আপ। ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে পুরোপুরি উঠে এসেছে চাঁদ। শুধু চাঁদের আলোতেও চালানো যায়, কিন্তু তাতে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করা হবে, কাজেই হেডলাইট অন করলো রানা। ডান দিকে বাঁক নিলো গাড়ি, উঠে এলো হাইওয়েতে, আর পনেরো মাইল এগোলে প্রধান প্রাচীরের কাছাকাছি এবং কনফারেন্স সেন্টারকে ঘিরে থাকা জঙ্গলের পাশে পৌঁছে যাবে ওরা।

টানেলের মুখটা খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। মুখ খোলার কৌশলটা রিটাকে দেখাবার পর আবার রাস্তায় ফিরে এলো রানা, তারপর সারাক্ষণ র‍্যাঞ্চের আউটার পেরিমিটারের কাছাকাছি থাকলো। 'কনফারেন্সটা আমাদের ভালোই তুলেছে,' রিটাকে বললো ও, আগের চেয়ে আরো সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। 'ডেলিগেটরা এসে পৌঁছুবার আগেই জায়গাটা একবার দেখে রাখতে পারলে ভালো হতো। হ্যারিস যদি বড় ধরনের কোনো অপারেশনের প্ল্যান করে থাকে, এজেন্টদের ব্রিফিং করার জন্যে কনফারেন্স সেন্টার আদর্শ জায়গা।'

'ওরা কাল রাত থেকে আসতে শুরু করবে,' বললো রিটা, কণ্ঠস্বর থেকে কৌতুকের ভাব লুকোতে পারলো না।

'কি?'

'তোমার বান্ধবী বেলাডোনা বললো। ডিনারের আগে, পাউডার রুমে। প্রথম দলটা আসবে প্লেনে করে, কাল সন্ধ্যায়—তার মানে আজ সন্ধ্যায়—,' দু'জনেই খেয়াল করলো, ইতিমধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

'মরে না গেলে ওদের সভায় হাজির থাকবে বান্দা।'

মনো-রেল স্টেশনটা ফাঁকা, কোথাও কেউ নেই; যদিও জায়গামতো বসানো ভেহিকেল র‍্যাম্পসহ ট্রেনটাকে দেখে মনে হলো যে-কোনো মুহূর্তে ছাড়ার জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে। কোনো গার্ড বা ঝান প্যাট্রল কার, কিছুই দেখা গেল না। রাস্তার ওপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো রানা, তারপর সাদা বাড়ি টারা-র লন ঘিরে থাকা বেড়া ছাড়িয়ে এলো। বড়সড় বাড়িটা আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আরো দু'মাইল এগিয়ে ঘন গাছপালার বেষ্টনীর কাছে পৌঁছে গেল গাড়ি, ল্যাবরেটরীর পিছনের বিল্ডিংটাকে আড়াল করে রেখেছে এই বেষ্টনী, ফাঁক-ফোকর দিয়ে লোকজনকে ভেতরে কাজ করতে দেখলো ওরা। পিছনের দিকটা মনে হলো নির্জন, তবে ছোটো বিল্ডিংটা ক্রীস্টমাস ট্রি-র মতো জ্বলছে।

গাছপালার আড়ালে পিক-আপ রাখলো ওরা, বড় বিল্ডিংটা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

থেকে চল্লিশ ফুটের মতো দূরে। কাছ থেকে বোঝা গেল, ওটা একটা ওয়্যার হাউস। এককোণে, কার্ণিশওয়ালা ছাদের নিচে উঁচু স্লাইডিং ডোর। পাশাপাশি অনেকগুলো জানালা, লোহার বার দিয়ে শক্তভাবে আটকানো। কিন্তু কাছ থেকেও ভেতরটা দেখা গেল না অন্ধকারে।

সতর্কতার সাথে সামনে বাড়লো ওরা, ঘাড় আর মাথা নিচু করে। চোখ কুঁচকে চাঁদের আলোর ভেতর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেললো রানা, ছায়ার ভেতর স্থির দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না। একইভাবে ওদের পিছন দিকটায় লক্ষ্য রাখছে রিটা, ভোঁতা-নাক রিভলভারটা ধরে আছে শক্ত হাতে।

ওয়্যারহাউস আর ছোটো ল্যাবরেটরী বিল্ডিংটার মাঝখানে একটা ফাঁক আছে। মাঝ বরাবর দৃষ্টি লম্বা করে রানা দেখলো দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ আছে, সম্ভবত সরু একটা প্যাসেজ। একটু পরই ল্যাবরেটরীর প্রথম জানালার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে, ঘাসের ওপর লম্বাটে একটা নকশা, আরেকটু হলে গাছের বেষ্টনী ছুঁয়ে দিতো।

দু'জন জানালার দু'ধারে, ধীরে ধীরে সিধে হলো। উঁকি দিলো একসাথে।

অনেকগুলো মেয়ে, সচল মেশিনে কাজ করছে, প্রত্যেকের পরনে সাদা ওভারঅল, হাতে চামড়া সেঁটে থাকা রাবার গ্লাভ, মাথায় জড়ানো কাপড়ের ভেতর ঢাকা সমস্ত চুল। সবার পায়ে এক ধরনের ছোটো বুট, হাসপাতালের অপারেটিং থিয়েটারে দেখা যায়। শান্ত পরিবেশ, দক্ষ হাতে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে মেয়েগুলো।

'আইস ক্রীম প্ল্যান্ট,' ফিসফিস করলো রিটা। 'খুকী রিটাকে

একবার এইরকম একটা ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একেবারে শেষ মাথায় ওটা কি বলো তো? পাস্তুরাইজার—ওখানেই সব মেশানো হয়; দুধ, ক্রীম, চিনি আর ফ্লেভার।'

বোবার অঙ্গভঙ্গি আর নেহাত প্রয়োজনীয় দু'চারটে শব্দের সাহায্যে আইস ক্রীম ফ্যাক্টরীর কোন্ অংশের কি কাজ ব্যাখ্যা করলো রিটা। রানার ভুরু সামান্য একটু কুঁচকে থাকলো, মেশানোর পর পাস্তুরাইজারে সব কিভাবে গরম করা হয় সে-সম্পর্কে রিটার অভিজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেছে। গরম করার উদ্দেশ্য জীবাণু নিধন। তারপর সব ভ্যাট-এ ভরা হয়। ভ্যাট থেকে পাঠানো হয় পাইপে, ঠাণ্ডা করার জন্যে। পাইপ থেকে চলে যায় স্টেনলেস স্টীলের তৈরি বিশাল ট্যাংকে, এই ট্যাংক-ই স্রোতটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে ফ্রিজারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আছে অসংখ্য ইউনিট, ওখানে আকৃতি পায় আইস ক্রীম, প্রান্ত জোড়া সচল একটা বেল্ট ওগুলোকে পৌঁছে দেয় ধাতব দরজা লাগানো হার্ডেনিং রুমে—আইস ক্রীম শক্ত করা হয় ওখানে। জানালা থেকে ওরা দেখলো, প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

মাথা নামিয়ে ইঙ্গিত করলো রানা, নিচু হয়ে জানালাটাকে পাশ কাটিয়ে ওর পাশের দেয়ালে চলে এলো রিটা। 'মনে হচ্ছে সবটুকুই তোমার জানা। বলতে পারো সিস্টেমটা কতোটুকু প্রফেশনাল?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট। ওরা এমনকি খাঁটি ক্রীম আর দুধ ব্যবহার করছে। কেমিক্যাল নয়।'

'মাত্র একবার একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুঁ মেরে এতো কিছু শিখে ফেললো খুকী?'

নিঃশব্দে হাসলো রিটা। 'আইস ক্রীম আমি পছন্দ করি,' ফিস-

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ফিস করে বললো সে। 'আগ্রহ থাকলে খোকাও শিখতে পারতো। ওটা যে প্রফেশনাল সেট-আপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছোটো বটে, তবে প্রফেশনাল।'

'বাজারে ছাড়ার জন্যে প্রচুর পরিমাণে বানাতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকালো রিটা, বললো, 'ছোটো আকারে, হ্যাঁ পারবে। তবে ওরা সম্ভবত স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে।'

রিটার হাত ধরে টানলো রানা, পরবর্তী সেকশনের দিকে এগোলো। এদিকের জানালাগুলো আকারে ছোটো, উঁকি দিয়ে এবার ওরা বড় একটা ল্যাবরেটরী দেখলো। প্রচুর জায়গা নিয়ে বসানো হয়েছে গ্লাস টিউবিং, ভ্যাট, জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ল্যাবরেটরীটা খালি, শুধু দূর প্রান্তের দরজায় ঝান সিকিউরিটির একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'শালা একটা বাধা,' রিটার কানে কানে বললো রানা। 'যদি ধরে নিই কিছু ঘটছে, তো ওখানেই। আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে, বুঝলে। অপর দিকে যেতে হলে···।'

'পিক-লক বের করো,' রানার হাত ছুঁয়ে বললো রিটা। 'দেখি ওয়্যারহাউসের ভেতর ঢোকা যায় কিনা। আর তুমি শেষ মাথায়, কোণে চলে যাও, দেখো জানালা খুলে ঢোকা যায় কিনা।'

দেয়াল ধরে পিছিয়ে এলো ওরা। সাইডিং ডোরের কাছে এসে পিক-লক কিট-টা হাত-বদল করলো রানা, সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠা রিটাকে পিছনে ফেলে সামনে এগোলো, জানালা গুণতে গুণতে হিসেব পাবার চেষ্টা করছে ল্যাবরেটরীর পাশের কামরা কোথায় শুরু হয়েছে। দু'বার ভুল করার পর ঠিক জানালাটা খুঁজে পেলো ও। বাঁ দিকের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাতেই মলিয়েরের

ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসিকে দেখতে পেলো ও—ছোটো একটা চেম্বারে পায়চারি করছে দু'জন। চেম্বারটা যে আসলে একটা সেল, বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো রানার। প্যাড লাগানো সেল। সেলের মাঝখানে মেঝের সাথে আটকানো নরম দুটো চেয়ার রয়েছে, দুটোতেই বসে রয়েছে ঝানের দু'জন ইউনিফর্ম পরা কর্মচারী। প্রাণবন্ত আলোচনা চলছে, কর্মচারীদের সাথে ঝান আর ল্যাচাসির।

রানা, এখনো মাথা নামিয়ে, জানালায় কান ঠেকিয়ে কোনো রকমে শুনতে পেলো কথাগুলো, কিন্তু অর্থ করতে পারলো না, তারপরই আলোচনার মাঝখানে স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো ঝান। তারপর, হঠাৎ, গম্ভীর হয়ে উঠলো সে, যেন এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আর হয় না।

'তাহলে, জনি,' চেয়ারে বসা লোকদের একজনকে বললো সে, 'তুমি আমাকে তোমার বাড়ির চাবি দেবে, গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেবে ভেতরে, আর তারপর আমি তোমার স্ত্রীর ওপর জোর খাটালেও তুমি আপত্তি করবে না, তাই তো?'

জনি নামের লোকটা একগাল হাসলো। 'আপনার যা খুশি, বস। যান না, যান; কেউ আপনাকে বাধা দিচ্ছে না।' স্পষ্ট স্বরে, পরিষ্কার উচ্চারণে, সুস্থ অবস্থায় সজ্ঞানে কথা বলছে সে, নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

অপর লোকটা যোগ দিলো আলোচনায়, 'সবাই খুশি থাকলেই আমি খুশি। শুধু বলে দিন কি করতে হবে। নিন না, নিন, আমার চাবিটাও নিয়ে যান। কোনো সমস্যা নেই। গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে যান। লোকের কিসে আনন্দ শুধু সেদিকটা দেখি আমি। আমাকে যা করতে বলা হবে ঠিক তাই করবো।' স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলছে সে, কোনো হুমকি, চাপ বা প্রভাবের মুখে বাধ্য হয়ে নয়।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'তারপরও কি তুমি কাজ করবে এখানে?' প্রশ্নটা এলো পিয়েরে ল্যাচাসির কাছ থেকে।

'কেন করবো না।' দ্বিতীয় লোকটা বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'এখানের কাজ ছাড়তে আমার খুব খারাপ লাগবে। এখানকার পরিবেশ, সব কিছু আমার ভারি ভালো লাগে,' প্রথম লোকটা অর্থাৎ জনি বললো।

'মন দিয়ে আমার কথা শোনো, জনি।' হেঁটে জানালার পাশে চলে এসেছে মলিয়ের খান, কাঁচ আর পর্দা না থাকলে বাইরে থেকে তাকে ছুঁতে পারতো রানা। 'তোমার কি একটুও দুঃখ বা রাগ হবে না আমি যদি তোমার স্ত্রীকে রেপ করি, আর তারপর তাকে খুন করে ফেলি? রাগ বা ঘৃণা, কিছুই হবে না?'

'করে ফেলি না বলে-করে ফেলুন, মিঃ খান, প্লিজ।' লোকটা শুধু যে হাসছে তাই নয়, তার চেহারায় অকৃত্রিম আবেদনের ভাব ফুটে উঠলো। 'বলেছি তো, আপনার সুখই আমার আনন্দ। এই নিন, চাবি। বলেছিলাম না, দেবো?'

ঘরের আরেকপ্রান্ত থেকে মলিয়ের খানের দিকে তাকালো পিয়েরে ল্যাচাসি। তার কণ্ঠস্বর শান্ত হলেও, বাইরে থেকে প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। 'দশ ঘণ্টা, খান। দ-শ ঘ-ণ্টা! অথচ এখনো ওদের দু'জনের ওপরই প্রভাব রয়েছে।'

'বিস্ময়কর। যা আশা করেছি তারচেয়ে অনেক ভালো।' মলিয়ের খান তার গলা চড়ালো, 'জনি, তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালোবাসো। তোমাদের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তোমরা খুব সুখী দম্পতি। কেন তুমি আমাকে এ-ধরনের জঘন্য একটা কাজ করতে দেবে?'

'কারণ সব দিক থেকে আপনি আমার চেয়ে বড়, মিঃ খান। আপনি হুকুম করবেন, আমি পালন করবো। দুনিয়াটাই তো এভাবে চলেছে।'

'মিঃ খানের হুকুম তোমার মনে কোনো প্রশ্ন তুলবে না?' জিজ্ঞেস করলো ল্যাচাসি, তার সরু গলা কানের জন্যে অত্যাচার বিশেষ।

'কিসের প্রশ্ন? এই না আমি বললাম, দুনিয়াটাই চলছে এভাবে? আর্মিতে কি হয়? সিনিয়র অফিসারের কাছ থেকে অর্ডার পান আপনি, তার অর্ডার পালন করেন।'

'কোনো প্রশ্ন ছাড়াই?'

'একশোবার।'

'একশোবার।' অপর লোকটা মাথা ঝাঁকালো। 'তাই তো নিয়ম। আমরা নিয়মের দাস।'

জানালার কাছ থেকে বিড়বিড় করে কি যেন বললো খান, শুনতে পেলো না রানা। তবে ঘন ঘন মাথা নাড়তে দেখে বুঝলো, লোক দুটোর প্রতিক্রিয়া বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

একপাশে খানিকটা ঘুরলো ল্যাচাসি, মুহূর্তের জন্যে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠার সাথে রানার মনে হলো কাঁচ ভেদ করে তার দৃষ্টি সরাসরি ওর ওপর নিবদ্ধ হলো। 'হতে পারে অবিশ্বাস্য, খান, হতে পারে প্রায় অলৌকিক—কিন্তু সত্যিকার ব্রেক-থ্রু। উই হ্যাভ ডান ইট, ফ্রেণ্ড। অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। ফলাফলটা কি দাঁড়াবে ভাবো একবার!'

খানকে মনে হলো গভীর চিন্তায় মগ্ন, কথা বলছে ঘোরের মধ্যে, 'ফলাফল সম্পর্কেই ভাবছি আমি…,' বাকিটা রানা শুনতে পেলো না, জানালা থেকে মাথা নামিয়ে পিছিয়ে এলো ও, দেয়াল ঘেঁষে নরম

aimsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

পায়ে ফিরে চললো। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, শরীরটা শক্তভাবে সেঁটে গেল দেয়ালের সাথে। ওর দিকে কি যেন আসছে। অভ্যাসবশতঃ আগেই হাতে চলে এসেছে ভি-পি-সেভেনটি।

গার্ড? কিন্তু পাহারায় থাকার সময় এতো জোরে কেউ হাঁটে না। তারপর রানা চিনতে পারলো। রিটা।

'চলো ভাগি। জলদি!' রীতিমতো হাঁপাচ্ছে রিটা। 'একজন গার্ড আরেকটু হলে দেখে ফেলেছিল আমাকে। আর ওই ওয়্যারহাউসে—ফ্রিজিং ইউনিটে এতো আইসক্রীম আছে গোটা টেক্সাস রাজ্যে এক মাস সাপ্লাই দেয়া যাবে।'

ওরা যখন পিক-আপের কাছে পৌঁছুলো, ততোক্ষণে ওভারটাইম খাটতে শুরু করেছে রানার মাথা। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো ও, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর ক্লাচ ছেড়ে ধীরগতিতে এগোলো।

রাস্তা ফাঁকা। 'ওরা তাহলে আইসক্রীম স্টক করছে,' হাইওয়ে থেকে বাঁক নেয়ার পর বললো ও।

'হ্যাঁ।' ইতিমধ্যে দম ফিরে পেয়েছে রিটা। ওয়্যারহাউসের ভেতর অনেকগুলো প্রকাণ্ড আকারের রেফ্রিজারেটর আছে, আমি মাত্র তিনটেতে উঁকি দিয়েছি। তারপরই গার্ডটা ভেতরে ঢুকলো। ভাগ্যিস রেফ্রিজারেটরের কোনো দরজা খুলে রাখিনি···কি যে ভারি জক একটা। মেইন ডোর-টাও প্রায় বন্ধ করে রেখেছিলাম, শুধু মাথা গলাবার মতো একটু ফাঁক ছিলো···।'

রানা জানতে চাইলো, 'গার্ড বা আর কেউ তোমাকে দেখেছে?'

'না।'

'ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। গার্ড ছাড়া আর কেউ ছিলো না। দেখতে পেলে বুলেটের

মতো ছুটে আসতো। প্রকাণ্ড একটা কোল্ড স্টোরের গায়ে লেপ্টে ছিলাম ভয়ে। দরজা খুলে উঁকি দিলো সে, তারপর ফিরে গেল···ল্যাবরেটরী সেকশনের দিকে।'

'গুড। এবার আমার তরফ থেকে কিছু দুঃসংবাদ শোনার জন্যে তৈরি হও।' চালের কাছে পৌঁছুলো পিক-আপ, ওপরে ওঠার সময় কি কি দেখেছে আর শুনেছে সব রিটাকে বললো রানা।

'প্যাড লাগানো সেল? সেলে দু'জন লোক, অস্বাভাবিক যে-কোনো হুকুম মানার জন্যে একপায়ে খাড়া? স্ত্রীকে রেপ করে মেরে ফেললেও আপত্তি নেই!' শিউরে উঠলো রিটা।

রিটা যে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়নি সেজন্যে কৃতজ্ঞবোধ করলো রানা। 'হ্যাঁ, দেখে লোক দু'জনকে অত্যন্ত সুস্থ আর স্বাভাবিকই মনে হলো বটে। কান আর ল্যাচাসি যে ওদেরকে কিছু দিয়েছে, বোঝার কোনো উপায় নেই। বলতে শুনেছি দশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রভাবের মধ্যে রয়েছে ওরা। আর যদি প্যাড লাগানো সেলের কথা মনে রাখো, বুঝতে অসুবিধে হয় না লোক দু'জনকে আসলে হিউম্যান গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'চোখের মণি পর্যন্ত ওষুধে ঠাসা?'

'হ্যাঁ। চিন্তার বিষয় হলো, ওদের চেহারায় বা কথায় ব্যাপারটা ধরা পড়ে না। হুকুম শুনছে, পালন করছে, বাস। যুক্তি বা বিবেকের ধার ধারছে না। কেন, রিটা? মানুষকে ওরা বিচার বুদ্ধিহীন খুনী বানাতে চাইছে, কিংবা এ-ধরনের অন্য কিছু? কেন?'

'কিভাবে?' জবাব জানা নেই, রিটাও প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। 'এই, তুমি থামছো কেন?'

রানা বললো রিটাকে পিক-আপে বসে থাকতে হবে। 'ড্রাইভার-

amsimon@yahoo.com www.murchona.com©

কে ঢালের মাথায় নিয়ে যাবো আমরা, আর কোনো উপায় নেই। গাড়ির পিছনে আমিই ওকে তুলবো। এ-ধরনের কাজে তোমার হাত না লাগালেও চলবে।'

রানাকে মহৎপ্রাণ, সাহসী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করার পর রিটা জানালো, তাকে লাশ দেখে ভয় পাবার পাত্রী মনে করার কোনো কারণ নেই। যদিও রানার সাথে তর্ক না করে ক্যাবেই বসে থাকলো সে। নেমে গেল রানা, লাশ নিয়ে ফিরে এলো একটু পরই। ট্রাকের পিছন থেকে নেমে আবার গাছপালার ভেতর ফিরে গেল ও, চিহ্ন থাকলে নষ্ট করে আসবে।

'ওরা যদি এমন কোনো ওষুধ বানিয়ে থাকে, বাইরে থেকে যার প্রভাব ধরা পড়ে না…,' রানা ফিরে আসতেই শুরু করলো রিটা।

'হ্যাঁ।' ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে পিক-আপ। 'হ্যাঁ।' এরই মধ্যে সামান্য হলেও যেন অর্থবহ হয়ে উঠছে ধারণাটা। 'কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। চোখ ঢুলুঢুলু নয়, মুখে কথা আটকাচ্ছে না, হাত কাঁপছে না। ওষুধ দেয়ার পরও যদি মানুষ স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারে…।'

'শুধু একটা ব্যাপার বাদে,' চিন্তার ঘোড়াটিকে রানার সাথে রিটাও ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। 'তারা এমন সব হুকুম পালন করতে রাজি, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে-গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হবে, বা মনে বাধার সৃষ্টি হবে…।'

'হাজার অস্ত্রের সেরা অস্ত্র হতে পারে,' বললো রানা। তারপর, কেবিনের সামনে পৌঁছে, জিজ্ঞেস করলো, 'আইসক্রীম, তাই না? তোমার ধারণা ওটাই ডেলিভারি সিস্টেম?'

মুহূর্তের জন্যে কাঁপ উঠলো রিটার শরীরে, যেন গা ঘিন ঘিন

করছে। 'পরিমাণে বিষটা যথেষ্ট?'

'আমি ভেবেছিলাম আইস ক্রীম তুমি পছন্দ করো।'

'করতাম। এখন ঘেন্না লাগছে।'

গাড়ি থেকে নামলো ওরা, লাশটাকে ক্যাবে এনে হুইলের পিছনে বসাতে রানাকে এবার সাহায্য করলো রিটা। পিক-আপে নিজেদের কিছু রয়ে গেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলো রানা, ড্রাইভারের হোলস্টারে ফেরত দিলো রিভলভারটা। লাশের পাশে বসে হুইল ধরলো রানা, এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। রিটা জেদ ধরে চেপেচুপে রানার পাশে বসলো। লাশের ওপর ঝুঁকে ট্রাক ছেড়ে দিলো রানা, ধীরগতিতে ঢাল বেয়ে নামতে লাগলো ওরা।

ঢালগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে খাড়া সেটার মাথায় পৌঁছে হ্যাণ্ডব্রেকের সাহায্যে পিক-আপ দাঁড় করালো রানা, নামতে সাহায্য করলো রিটাকে। সাবলীলভাবে চালু রয়েছে এঞ্জিন, চাকাগুলো রয়েছে একটু তেরছাভাবে। রিটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো ও, পথ থেকে যেন সরে থাকে সে। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লো ও, তারপর হ্যাণ্ডব্রেক ছেড়ে দিলো।

কয়েক গজ এগোলো ট্রাক, তারপর লাফ দিলো রানা। ঘাসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো পিক-আপের গতি বাড়ছে, রাস্তার এক-দিক থেকে চলে যাচ্ছে আরেক দিকে।

কি ঘটবে দেখার জন্যে এতোই মগ্ন, খেয়ালই নেই যে পাশে চলে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরেছে রিটা।

হেডলাইটের আলোর ওপর চোখ রেখে পিক-আপের গতি ঠাহর করছে ওরা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ট্রাকটা, অস্থির এবং দিক-ভ্রান্ত। প্রথম কর্কশ আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারলো, গাছের গায়ে

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

ধাক্কা খেয়েছে। হেডলাইটের আলো পুনো ছুটোছুটি করার ভঙ্গিতে নাচলো কিছুক্ষণ। শব্দ শুনে বোঝা গেল গাছের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে একটু একটু করে ভাঙছে পিক-আপ।

ব্যাপারটা শেষ হতে প্রায় বিশ সেকেণ্ডের মতো সময় লাগলো। দূর থেকে বোঝা গেল না ট্রাকটা উল্টে গেছে কিনা, তবে সংঘর্ষ বা পতনের জোরালো একটা আওয়াজ পেলো ওরা। ট্যাংক বোধহয় ফেটে গিয়েছিল, দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

'রানা, গাছগুলোকে জ্যান্ত মনে হচ্ছে আমার,' বিড়বিড় করে উঠলো রিটা।

'শুধু জ্যান্ত নয়, প্রাচীন মানুষ ওগুলোকে পবিত্র বলেও মনে করতো,' বললো রানা। আগুন জ্বলে ওঠায় জঙ্গলের ভেতর নানা-রকম ছায়া আর নড়াচড়া লক্ষ্য করলো ও, সব কেমন যেন পুরনো আর ভীতিকর। 'আধুনিক মানুষও—কেউ কেউ। গাছ তো আসলে-ও জ্যান্ত জিনিস। কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি।'

'চলো ফিরি।' রানার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো রিটা, হন হন করে এগোলো, যেন দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না। 'গোটা র‍্যাঞ্চ থেকে দেখা যাবে এই আগুন। দেখো না কতো তাড়াতাড়ি লোক চলে আসে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে রিটাকে ধরে ফেললো রানা, দু'জন পাশা-পাশি কেবিনের দিকে উঠতে শুরু করলো ওরা।

'কয়েকটা ব্যাপারে মাথা ঘামানো দরকার,' স্যাণ্ড-ক্রীকের দরজায় পৌঁছে বললো রিটা।

'ঠিক বলেছো। প্রথম যে চিন্তাটা খোঁচা দিচ্ছে, কেন এখুনি আমরা পালাবার চেষ্টা করছি না? যোগাযোগ করার কোনো উপায় নেই,

কাজেই আমাদেরকে বেরুতে হবে। তারপর পুলিশের সাহায্যে, দল-বল নিয়ে ফিরে আসা যাবে···।' বলার সময়ই জানে রানা, এটা কোনো উপায় নয়।

'এখুনি যদি এখান থেকে পালাতে পারি তো আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না।' হঠাৎ উঁচু হলো রিটা, চুমো খেলো রানার ঠোঁটে, আলতোভাবে। কাছে সরে এসে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল, আলতোভাবে তাকে দূরে সরিয়ে রাখলো রানা। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিটা। 'আমি জানি, রানা। আমি জানি। আমাকে তুমি সহ্য করতে পারছো না। ভয় পাচ্ছো—আবার যদি অপমান করে বসি। যেমন জানি, নিরেট কোনো প্রমাণ হাতে না পেলে এই জায়গা ছেড়ে তুমি পালাবে না।'

মৃদু হেসে রানা বললো, দেরি করে হলেও রিটা তাকে চিনতে শুরু করেছে।

'তোমার সম্পর্কে আরো কিছু জানি আমি, মাসুদ রানা,' সহাস্যে বললো রিটা। 'ড্রাগন লেডি বান্না বেলাডোনাকে এ-সবের সাথে ঠিক কিভাবে জড়াবে ভেবে পাচ্ছো না তুমি। সে-ও যে জড়িত, তোমার নিজের এই বিশ্বাস তুমি মেনে নিতে পারছো না···।'

'পাগল নাকি!' জোর করে হাসলো রানা।

'যদি জড়াতে পারো, সবচেয়ে সুখী হবো আমি। গুডনাইট, রানা। ভালো ঘুমিয়ো।'

স্যাবকে পাশ কাটিয়ে হাঁটা ধরলো রানা, সোজা যাচ্ছে ফেটার-ম্যানের দিকে। দরজার হাতলে হাত দিয়েছে, এই সময় অপর কেবিনের ভেতর থেকে শুরু হলো রিটার আর্তচিৎকার।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

দুই

চিৎকারের পর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়েছে, স্যাণ্ড ক্রীকের দরজায় পৌঁছুলো রানা, হাতে ভি-পি-সেভেনটি।

বাঁ পায়ের প্রচণ্ড লাথিতে ভেঙে গেল হাতল, কব্জা থেকে প্রায় খসে পড়লো দরজার কবাট। লাফ দিয়ে দোরগোড়ায় পৌঁছুলো রানা, পরমুহূর্তে স্যাঁৎ করে সরে গেলো একপাশে, দু'হাতের মুঠোর ভেতর ভি-পি-সেভেনটি, ঠোঁট থেকে বেরুতে যাচ্ছে হুঙ্কার, 'হল্ট!'

কিন্তু সামনে শুধু একা রিটাকে দেখলো ও, বেডরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেছে শরীরটা, কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

লিভিংরুমে ঢুকে এগোলো রানা। রিটার কাঁধ খামচে ধরলো—জন্তু, সরীসৃপ, মানুষ, বেডরুমের ভেতর যাই থাক গুলি করার জন্যে তৈরি।

তারপর, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে, সে-ও এক পা পিছিয়ে এলো। গোটা কামরা জ্যান্ত হয়ে আছে—আকারে বড়, গাঢ় রঙের, বিষাক্ত পিঁপড়েতে। মেঝে, দেয়াল, সিলিং—সব ঢাকা পড়ে গেছে।

পিঁপড়ের সচল স্তূপে বিছানাটা সম্পূর্ণ কালো।

কয়েক হাজার হবে, সবচেয়ে ছোটোগুলোও লম্বায় এক ইঞ্চির কম নয়, গায়ে গায়ে জড়িয়ে থেকে বিছানায় ওঠার জন্যে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করছে। বিছানার ওপর দলাটে পাহাড়ের মতো লাগছে ডামিটাকে।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো রানা, তারপর ঝুঁকে পরীক্ষা করলো দরজার কবাট আর মেঝের মাঝখানে কতোটুকু ফাঁক।

'সম্ভবত হার্ভেস্টার, রিটা। হার্ভেস্টার অ্যান্ট। নিজেদের এলাকায় নেই, কাজেই খাবার খুঁজছে।'

ওগুলো যদি হার্ভেস্টার হয়, ভাবলো রানা, নিজেদের ইচ্ছায় বা দুর্ঘটনাবশতঃ এখানে আসেনি। হার্ভেস্টার পিঁপড়েরা শুকনো এলাকায় বাস করে এবং খাওয়ার জন্যে বীজ জমা করে রাখে। মরুভূমি থেকে এতোদূর আসবে না ওগুলো—অন্তত একসাথে এতোগুলো আসবে না।

ব্যাখ্যা করার সময় খানিক ইতস্তত করলো রানা, হার্ভেস্টার পিঁপড়ের একটা মাত্র হুল যদি ফোটে ব্যথায় ছটফট করবে মানুষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এখানে ওগুলো সংখ্যায় কয়েক হাজারই শুধু নয়, নিজেদের পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে থাকায় উত্তেজিত হয়ে আছে, হন্যে হয়ে খুঁজেও খাবার পাচ্ছে না। অস্থির এই বিষাক্ত পিঁপড়ের গোটা কয়েক কামড় খেলে মৃত্যু হবে ভারি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

'সমস্যার একটাই সমাধান আছে।' রিটাকে জড়িয়ে ধরে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা, চট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিলো লিভিংরুমে দু'একটা পিঁপড়ে ঢুকে পড়েছে কিনা। তারপর

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বন্ধ করে দিলো দরজা।

রিটাকে নিজের কেবিনে নিয়ে এলো রানা, মেইন রুমে থাকতে বললো তাকে। 'চোখ-কান খোলা রেখে, সাবধানে, কেমন?' ছুটে বেডরুমে ঢুকলো, ব্রিফকেসটা দরকার।

ব্রিফকেস খুলে ফল্স্ বটম সরালো, ভেতর থেকে বের করলো ছোটো একটা ডিটোনেটর আর ইঞ্চি দুয়েক ফিউজ। ব্যস্ত হাতে ডিটোনেটরের ভেতর ফিউজ ঢোকালো, তারপর সতর্কতা অবলম্বনের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে দাঁত দিয়ে ডিটোনেটরে চাপ দিলো যাতে ফিউজটা আটকে থাকে। ওকে যারা ট্রেনিং দিয়েছে সেই ইনস্ট্রাক্টর-রা দেখলে হাঁ হয়ে যেতো। শুধু দাঁত নয়, ইকুইপমেন্ট-টাও বাতিল হয়ে যেতে পারে।

ব্রিফকেস থেকে এরপর একটা ব্যাগ বের করলো রানা, ভেতরে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। জিনিসটা নরম, খানিকটা নিয়ে গোল পাকালো, হাতের তালুতে গলফ বলের আকৃতি পেলো সেটা।

ফিউজ আর ডিটোনেটর প্লাস্টিকের কাছ থেকে দূরে রেখে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ও। আবার রিটাকে সাবধান করে দিলো, জায়গা ছেড়ে নড়বে না সে, মাথা তোলা বারণ। লিভিংরুমে না থেমে চলে এলো স্যাবের পাশে। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাচ্ছে, একটা কাজ শেষ করার আগেই জানে এরপর কি করতে হবে। অ্যালার্ম সেনসরগুলো অফ করলো, তালা খুললো বুটের।

প্লাস্টিকের পাত্রে দু'গ্যালন পেট্রল সব সময় রাখে ও।

স্যাণ্ড ক্রীকের দরজায় পৌঁছে পেট্রল ভরা পাত্রের ছিপি খুললো, প্লাস্টিক বলটাকে চাপ দিয়ে বসিয়ে বন্ধ করে দিলো মুখ। ফিউজের কাছ থেকে এখনো দূরে রেখেছে এক্সপ্লোসিভ, বেডরুমে থেমে প্লাস্টি-

কের ভেতর শক্তভাবে সেঁধিয়ে দিলো ডিটোনেটরটা। এখন একটাই সমস্যা, ফিউজে আগুন দেয়ার সময় পেট্রল যেন জ্বলে না ওঠে।

সাবধানে বেডরুমের দরজা খুললো রানা। অশ্লীল ঢেউয়ের আকৃতি নিয়ে গোটা কামরা আলোড়িত হচ্ছে, মোটা তাজা কালো পিঁপড়ের সাগর যেন। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ওর। পেট্রল ভরা পাত্রটা দরজার ঠিক ভেতরে রেখে পকেট থেকে ডানহিল লাইটার বের করলো। পেট্রল আর লাইটারের মাঝখানে হাতের আড়াল তৈরি করলো, তারপর লাইটার জ্বাললো। আগুনের শিখা দেখা গেল। ফিউজে ঠেকাতেই জ্বলে উঠলো সেটা।

দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করলো রানা, তা না হলে বাতাসের ধাক্কায় হাতে তৈরি বোমাটা পড়ে যেতে পারে। ধীর পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো ও। হাঁটবে, কক্ষনো দৌড়াবে না, পই পই করে শেখানো হয়েছে ওকে। দৌড়ালে জ্যান্ত ফিউজের কাছাকাছি আছাড় খেয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

কেটারম্যানের দরজার কাছে মাত্র পৌঁচেছে রানা, ভোঁতা একটা আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো বোমটা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আগুনে বলের মতো নিক্ষিপ্ত হলো পেট্রল, কেবিনের ছাদ ভেদ করে শূন্যে উঠে গেল উজ্জ্বল শিখা-য় তৈরি একটা হাত, তারপর ছড়িয়ে পড়লো স্যাণ্ড ক্রীকের ভেতর। চোখের পলকে গোটা কেবিন এক খণ্ড আগুনে পরিণত হলো।

এক ঝটকায় খুলে গেল কেটারম্যানের দরজা। মুহূর্তের জন্যে ভুল বুঝলো রানা, দরজাটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় খুলে গেছে। কিন্তু না, খোলা দরজার সামনে রিটা, কেউ যেন মেঝের সাথে সেঁটে রেখেছে। ধাক্কা দিয়ে তাকে ভেতরে পাঠালো রানা, চরকির মতো ঘুরতে শুরু

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

করে পড়ে গেল সে, ডাইভ দিয়ে তার ওপর পড়লো রানা। আগুনের শিখা আর জ্বলন্ত আবর্জনা বৃষ্টির মতো ঝরছে ফাঁকা জায়গাটায়। রানার নিচে হাঁসফাঁস করছে রিটা।

'নড়ো না, আরো কিছুক্ষণ এভাবে থাকো,' নির্দেশ দিলো রানা।

'যদি বলো সারাজীবন নড়তে পারবো না তাতেও আমি রাজি, রানা!' প্রথমে পিঁপড়ে, তারপর বিস্ফোরণ, দুটো ধাক্কাই সামলে নিয়েছে রিটা, মৃদু হলেও শব্দ করে হাসতে পারলো।

তাড়াতাড়ি একটা গড়ান দিয়ে রিটার ওপর থেকে নামলো রানা। 'শুয়ে থাকো,' বলে দরজার দিকে এগোলো আবার।

চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো জ্বলন্ত জঞ্জাল। গুরুত্ব অনুসারে প্রথমে স্যাবের দিকে দৃষ্টি দিলো রানা, বড় কোনো কাঠ বা জ্বলন্ত কিছু গাড়িটাকে আঘাত করেনি দেখে স্বস্তিবোধ করলো। তারপর ফেটারম্যানকে ঘিরে চক্কর দিয়ে এলো একটা, নিশ্চিন্ত হলো দ্বিতীয় কেবিনটার নাগাল পায়নি আগুন।

এতোক্ষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে রানার মনোযোগ দাবি করলো। প্রথমটা আগেই রানা উপলব্ধি করেছে—পিঁপড়ের এতো বড় একটা কলোনী আপনাআপনি বা দুর্ঘটনাবশতঃ এখানে আসতে পারে না। দ্বিতীয়টা আরো বেশি অর্থবহ—পিঁপড়েগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে হুল ফোটাবার জন্যেই অর্থাৎ এটা একটা হত্যা ষড়যন্ত্র; এবং টার্গেট ছিলো রানা। মনে পড়লো, প্রশ্নের উত্তরে মলিয়ের ঝানকে মিথ্যে কথা বলেছিল ও। ঝান কথাচ্ছলে জানতে চেয়েছিল ওরা দু'জন কে কোন্ কেবিনে থাকছে। হাজার হোক রিটা মেয়ে, তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই ঝানকে জানিয়েছিল স্যাণ্ড ক্রীকে থাকছে ও।

এরইমধ্যে এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। ছুটে আসছে একাধিক গাড়ি।

ঝড় উঠলো রানার মনে। সাহায্য আসছে এ কথা বলা যাবে না, তবে আসছে ওরা। ওরা পৌঁছুবার পর দুটোর একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। রানা আর রিটাকে আহত দেখে ঝান চট্ করে নতুন কোনো বুদ্ধি আঁটতে পারে, সাথে করে নিয়ে আসা খুনীদের দিয়ে বীভৎস কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে। কিংবা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দু'জনকে আলাদা করতে পারে, হয় রানাকে অথবা রিটাকে কেবিন থেকে সরিয়ে টারা-য় তুলতে পারে। যাই ঘটুক, আগামীকাল বা তারপর-দিন দু'জনকে একসাথে থাকার সুযোগ অবশ্যই দেবে না ঝান। দ্রুত একটা প্ল্যান করা দরকার, কাছাকাছি কেউ চলে আসার আগেই।

ছুটে কেবিনে ফিরে এলো রানা, একটা চেয়ারে বসে কড়া ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে ছোটো ছোটো চুমুক দিচ্ছে রিটা। 'আমার কাপড়!' রানা মুখ খোলার আগেই কাঁদ কাঁদ গলায় বললো সে। 'সব গেছে, রানা! একজোড়া প্যান্টি পর্যন্ত নেই।'

একমাত্র সমাধানটা চেপে রাখতে পারলো না রানা। 'চিন্তা করো না, রিটা—তোমার আর বেলাডোনার সাইজ বোধহয় এক।'

ঝাঁঝের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিলো রিটা, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা শুরু করে তাকে থামিয়ে দিলো রানা। ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে, জানালো ও, সেক্ষেত্রে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্যাবের অতিরিক্ত চাবিটা রিটার হাতে গুঁজে দিলো ও। ওকে যদি হঠাৎ করে গা ঢাকা দিতে হয় তাহলে কোথায় লুকানো থাকবে গাড়িটা জানিয়ে রাখলো। যেখানেই থাকুক রিটা, যেভাবেই হোক সেখান থেকে বেরুবার একটা ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হবে।

amarboi@yahoo.com www.murchona.com

'তোমার ইনফরমেশন যদি ঠিক হয়, ডেলিগেটরা যদি আজ রাতে আসতে শুরু করে, চেষ্টা করবো আমি যাতে কাল খুব ভোরে কনফারেন্স সেন্টারে ঢুকতে পারি।' ইতস্তত করলো রানা, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে বান্না বেলাডোনার সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও। 'মাঝরাতে,' বললো ও। 'কাল মাঝরাতে। ওখানে যদি না থাকি আমি, পরের রাতে খুঁজবে আমাকে। যদি দেখো গাড়িটা নেই, ধরে নেবে তোমাকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলে গেছি। কিন্তু রিটা, সেটা হবে একেবারে শেষ উপায়, এবং অবশ্যই আবার আমি ফিরে আসবো—সম্ভবত বি. সি. আই. বা সি. আই. এ. আর স্টেট ট্রুপারদের নিয়ে! কাজেই গা বাঁচিয়ে থেকো।'

কোথায় দেখা হবে, কোথায় লুকানো থাকবে গাড়ি ইত্যাদি বিশদভাবে রিটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে রানা তখনো, এই সময় একজোড়া পিক-আপ আর একটা কার সবেগে ঢুকে পড়লো ফাঁকা জায়গাটায়।

'হে···হেই দেয়ার! মিঃ রানা, মিসেস লুগানিস···আপনারা ভালো তো?' চেঁচামেচি আর ছুটোছুটির মধ্যে মলিয়ের ঝানের ভরাট গলা ভেসে এলো।

দরজার কাছে এলো রানা। 'আমরা এখানে কাভার নিয়েছি। খুব দেখালেন বটে, ঝান! মেহমানদারির এই বুঝি নমুনা?'

'কি!'

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দরজার কয়েক ফুট সামনে উদয় হলো মলিয়ের ঝান। তার পিছনে বান্না বেলাডোনার মুখ, চোখাচোখি হলো রানার সাথে। ওকে সুস্থ দেখে, রানার মনে হলো, মেয়েটার চেহারায় স্বস্তির ছায়া খেলে গেল।

'বলি কি ঘটলো কি এখানে?' নিভন্ত আগুনের দিকে একটা হাত

তুললো ঝান, খানিক আগে যেখানে স্যাণ্ড ক্রীক কেবিনটা ছিলো। ধ্বংসস্তূপের চারদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন। রানা লক্ষ্য করলো, ঝানের লোকেরা তৈরি হয়েই এসেছে। একটা পিক-আপ ট্রাকে প্রেশারাইজড্ ফোমের বড়সড় ট্যাংক দেখা গেল। ঝানের কর্মচারীরা এরই মধ্যে আগুন নেভাতে শুরু করেছে।

'ওখানে, কেবিনের ভেতর···,' শুরু করলো রিটা।

'ছাপোকা ছিলো, অল্প কয়েকটা,' বললো রানা, সহজ ভঙ্গিতে দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে রয়েছে। 'তাই বেরিয়ে গাড়ির কাছে আসি আমি, ওতে সব সময় একটা ফার্স্ট এইড কিট থাকে। পোকা মারার খানিকটা ওষুধ দরকার ছিলো আমার। শব্দ শুনে রিটা ভাবলো চোর-টোর এসেছে।' হেসে উঠলো ও। 'সত্যি মজার ব্যাপার। তাহলে ব্যাখ্যা করতে হয়—আপনাকে বলেছিলাম আমি স্যাণ্ড ক্রীকে আর রিটা ফেটারম্যানে থাকছি, আসলে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আসলে উল্টোটা হবে। কিন্তু আজ রাতে আমরা ফেরার পর, রিটা বললো সে বরং ফেটারম্যানেই থাকবে। স্যাণ্ড ক্রীকের ছবিগুলো নাকি পছন্দ নয় ওর। ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম আমরা, ঘুমে বুজে আসছিল চোখ, কাজেই জিনিস-পত্র-কিছুই সরানো হয়নি। রিটা বললো সকালে যে যার জিনিস সরিয়ে নেবে। রিটার যা কিছু সব ওখানে ছিলো,' ভস্মীভূত স্যাণ্ড ক্রীকের দিকে হাত তুললো রানা। 'আমারগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু পরনের কাপড় ছাড়া রিটার কিছু নেই···।'

'প্রিন্ট?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলো ঝান। 'আমার প্রিন্টগুলো? ওগুলো কোথায়? ওগুলো সব ঠিক আছে তো? আপনি নিশ্চয়ই···?'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'প্রিন্ট ঠিক আছে, এটুকু বলতে পারি।'

'থ্যাঙ্ক দা গুড লর্ড ফর দ্যাট।' খানকে দেখে মনে হলো এইমাত্র ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তার।

'খান,' কঠিন সুরে বললো রানা, 'জাহাজডুবির পর মাতাল নাবিক যেভাবে কথা বলে আপনি ঠিক সেভাবে কথা বলছেন— "ব্র্যাণ্ডির বোতলগুলো ঠিক আছে তো?" অথচ প্রশ্নটা হওয়া উচিত, "ক'জন বাঁচলাম আমরা?" ঠিক না?'

'হ্যাঁ, রানা তো ঠিক কথাই বলছে।' দরজার কাছাকাছি দলটার দিকে এগিয়ে এলো বান্না বেলাডোনা। 'মিঃ খান, মাঝে মাঝে আপনি খেই হারিয়ে ফেলেন। বুঝতে পারছেন না, রানা মারা যেতে পারতো!'

'আরেকটু হলে গিয়েছিলাম। কেবিনগুলোয় রান্নার কাজে কি ব্যবহার করেন আপনারা? বোতলের গ্যাস?'

'সত্যি কথা বলতে কি…,' শুরু করলো খান।

'বুঝলাম, কি ঘটেছে বুঝলাম! কোনো গাধা সিলিণ্ডার লিক করেছে কিনা চেক করেনি। আমি সিগারেট ধরিয়েছিলাম, বেড-রুমের অ্যাশট্রেতে রেখে বেরিয়ে আসি। গাড়ির কাছে শুধু আসতে পেরেছি, এমন সময় হু-উ-প করে আওয়াজ হলো, তাকিয়ে দেখি স্যাণ্ড ক্রীক জ্বলছে।'

'ওহ্, রানা, ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে!' তাকিয়ে দেখলো রানা, শুধু যে হাত-পা কাঁপছে তাই নয়, বান্না বেলাডোনার চোখ জোড়াও ভেজা ভেজা। ওর দিকে মায়াভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, এই দৃষ্টি রানাকে তার চুলের গন্ধ আর চুমোর তৃপ্তি স্মরণ করিয়ে দিলো। বেলাডোনার দিক থেকে চোখ সরানো সত্যি কঠিন

হয়ে উঠলো ওর জন্যে। তারপর খেয়াল করলো ও, ঢাল বেয়ে আরেকটা গাড়ি উঠে আসছে।

খানের দিকে এক পা এগিয়ে থামলো রানা। 'এবার শোনা যাক, খান,' ঝগড়াটে, আক্রমণাত্মক সুরে বললো ও, 'ছারপোকা সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে।'

'ছারপোকা?' নিজের পায়ের চারদিকে তাকালো খান, যেন ভয় করছে মহামারীর ছোঁয়া লাগতে পারে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছারপোকা। বড়, কালো, জঘন্য প্রাণী—এক একটা মস্ত পিঁপড়ের মতো।'

'ওহ্, মাই গড!' এক পা পিছিয়ে গেল মলিয়ের খান। 'হার্ভে-স্টার নয় তো?'

'আমার তাই ধারণা।' রানার চোখ-মুখ রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা। 'চারপাশে ওগুলো বিস্তর আছে, তাই না, খান? তাহলে আমাদেরকে সাবধান করে দেননি কেন? শুনেছি হার্ভেস্টার…নাকি ভুল শুনেছি?'

'হ্যাঁ, হার্ভেস্টারের কামড়ে মানুষ মারা যেতে পারে।' শিউরে উঠলো খান।

'তাহলে? প্রায়ই এদিকে দেখা যায়?'

খান উত্তর দিলো অন্য দিকে তাকিয়ে, 'মাঝে মধ্যে। তবে খুব বেশি নয়।'

'ওখানে কয়েক … ছিলো। দু'জনেই আমরা মারা যেতে পারতাম। অথচ দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটাকে আপনি বেশ সহজ-ভাবেই নিচ্ছেন।'

উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলো খান জানা হলো না, পৌঁছুবার সাথে

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com

সাথে ওদের মনোযোগ কেড়ে নিলো শেষ গাড়িটা। ছইলে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি, সাথে দু'জন সঙ্গী। গাড়িটা তখনও থামেনি, ব্রেক করায় ধুলোর মেঘে ঢাকা রয়েছে, ঝানের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো ল্যাচাসি।

ঝান এতো ব্যস্ততার সাথে চলে গেল, লক্ষ্য করে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। তবে কি ল্যাচাসিই নেতৃত্ব দিচ্ছে?—প্রশ্ন জাগলো মনে। অদূরে দাঁড়িয়ে নিভৃতে আলাপ করছে তারা, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে ল্যাচাসির থুলি।

'আজ রাতে তুমি এখানে নিরাপদ, রানা?' কেবিনে ঢুকেছে বান্না বেলাডোনা।

'এখানে আমরা দু'জন থাকতে পারি,' মাঝখান থেকে তাড়াতাড়ি বললো ব্রিটা। 'টস করে জেনে নেবো কে সোফায় শোবে।'

'তা আমি শুনবো না, মাই ডিয়ার।' বেলাডোনা মিষ্টি করে হাসলো। 'আপনি ভাই টারা-র গেস্টরুমে থাকবেন। তবে প্রথমে দেখতে হবে আপনার কাপড়চোপড়ের কি ব্যবস্থা করা যায়। সাইজ জানতে পারলে আমার বুদ্ধিমতীদের একজনকে শহরে পাঠিয়ে সব আনিয়ে নেয়া যাবে। আর কাজ চালাবার জন্যে আমার কিছু কাপড় নিতে পারবেন···তবে একটু বোধহয় লম্বা আর আঁটসাঁট হবে।'

'আপনার খুব দয়া,' বললো বটে ব্রিটা, কিন্তু প্রায় শুনতে না পাবার মতো করে।

বেলাডোনা ঘুরলো, মণিয়ের ঝান ফিরে এসেছে। 'রাতটুকু মিসেস লুগানিস টারায় থাকবেন, মিঃ ঝান।'

'গুড।' ঝান অন্যমনস্ক। 'মিঃ রানা, আরেক কাণ্ড ঘটেছে। ভারি অপ্রীতিকর। যে লোকটা আপনাদের পথ দেখিয়ে এখানে এনে-

ছিল, যাকে আপনারা অনুসরণ করে এসেছিলেন, পিক-আপ ট্রাক চালিয়ে···।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'সে চলে যাবার পর কি ঘটেছিল?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, কুঁচকালো। 'কি বলতে চান ঠিক বুঝলাম না। হাত নেড়ে গুডনাইট বলে চলে গেল, তারপর আবার কি?'

'তার চলে যাবার পর কিছু শুনেছেন?'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। 'না। দু'জন আমরা আমার কেবিনে ঢুকি, খানিকক্ষণ গান শুনি, গলা ভেজাই—তখনই তো ঠিক করলাম কেবিন বদল করবো। মিসেস লুগানিস বললো স্যাণ্ড ক্রীকের চেয়ে এটাই তার বেশি পছন্দ। আমার মনে হয় ছবিগুলো দেখেই ওর এই ধারণা হয়ে থাকবে—প্রচুর সাদা লোক ঘোড়ায় চড়ে চক্কর দিতে দিতে পাইকারীভাবে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই খুন করছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন, ঝান?'

দৃষ্টিতে অভিযোগ, কণ্ঠস্বরে বিদ্বেষ নিয়ে ঝান বললো, 'আপনাদের গাইড অত্যন্ত ভালো একজন লোক ছিলো···।'

'টমসন?' জিজ্ঞেস করলো বেলাডোনা, সামান্য উদ্বিগ্ন।

মাথা ঝাঁকালো ঝান। 'হ্যাঁ। আমাদের সেরা লোকদের একজন।'

'কি ঘটেছিল?' বেলাডোনা যে ঘাবড়ে গেছে এখন আর তাতে কোনো সন্দেহ নেই, চমকে ওঠা ভাবটা সে গোপন করতে পারলো না।

বড় করে শ্বাস টানলো ঝান। 'মনে হচ্ছে আজ রাতে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। ওই একটাই অসুবিধে ছিলো টমসনকে নিয়ে—মাঝে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

মধ্যেই বেশি খেয়ে ফেলতো।'

'মদ!' রানাও শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। 'মুড ভালো থাকলে অতিরিক্ত কয়েক গ্লাস টানতো। লক্ষণগুলো আমার জানা আছে।' চেহারায় কাতর কোনো ভাব নেই।

'আপনাকে বোধহয় বলে ফেলাই ভালো। টমসনের কাজ ছিলো ...কিভাবে বলা যায়...মানে, আপনাদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিলো তার ওপর। জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলা হয়েছিল তাকে, লক্ষ্য রাখবে আপনাদের যেন কোনো সমস্যা না হয়। এদিকে বুনো জন্তু-জানোয়ার দু'একটা আছে কিনা।'

'হার্ডেসটার পিঁপড়ের মতো?'

'জন্তু-জানোয়ার,' পুনরাবৃত্তি করলো ঝান।

'তার বদলে সে মদ নিয়ে বসে?' জিজ্ঞেস করলো রিটা।

মাথা নাড়লো ঝান। 'বসেনি। খেয়েও যদি থাকে, এখানে আসার আগেই দু'চার গ্লাস খেয়েছিল। হতে পারে আরো খাবার জন্যে যাচ্ছিলো সে।'

'যাচ্ছিলো?' প্রশ্নটা বেলাডোনার।

'রাস্তা থেকে পড়ে গেছে পিক-আপ। ঢালের নিচে, জঙ্গলের কিনারায়—আগুন ধরে গিয়েছিল। এতো তাড়াহুড়ো করে এসেছি আমরা, চোখেই পড়েনি। কিন্তু ল্যাচাসি ঠিকই দেখতে পেয়েছে।'

'আর টমসন?' তাকিয়ে আছে বেলাডোনা।

'দুঃখিত, হানি। জানি ওকে তুমি খুব পছন্দ করতে : টমসন পুড়ে গেছে।'

'ওহ্ মাই গড! আপনি বলতে চাইছেন...?'

'হাঁ। অত্যন্ত দুঃখজনক, অত্যন্ত।' রানার দিক থেকে রিটার

দিকে, তারপর আবার রানার দিকে তাকালো ঝান। 'আপনারা ঠিক বলছেন, কিছুই শোনেননি?'

'কিচ্ছু না।'

'কিছুই না।'

'বেচারা টমসন,' ঘুরে গেল বেলাডোনা, চেহারায় ভাঁজ। 'ওর বউ...।'

'খুব ভালো হয় তুমি যদি খবরটা দাও তাকে, মাই ডিয়ার,' দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে ঘুরে দাঁড়ালো ঝান।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, মিঃ ঝান। আগে মিসেস লুগানিসকে টাররায় পৌঁছে দেয়া দরকার।'

'গুড। ইয়েস।' বোঝাই যায় মলিয়ের ঝান অন্য কিছু নিয়ে চিন্তিত। 'আপনি এখানে নিরাপদ থাকবেন তো, মিঃ রানা?'

রানা জানালো কোনো সমস্যা হবে না, তারপর সহাস্যে জানতে চাইলো, গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন ঠিক আছে কিনা। 'মানে এতো কিছু ঘটে গেল, তাই জানতে চাইছি।'

কেবিন আর হেডলাইটের আলোয় ঠিক বোঝা গেল না, ঝানের মুখে যেন মেঘের ছায়া পড়েই সরে গেল। বিশালদেহী লোকটা জবাব দিলো আকস্মিক উৎসাহের সাথে, 'ওহ্, ইয়েস, মিঃ রানা! টমসনের মৃত্যু...বিদায়, দুঃখজনক বটে, কিন্তু গ্রাঁ প্রি অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। সকাল দশটায়। ল্যাচাসি তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, আমি জানি।'

'তাহলে দেখা হচ্ছে আমাদের। ট্র্যাকে। নাইট, রিটা। যা ঘটেছে ঘটেছে, এ-সব নিয়ে চিন্তা করো না—ঘুমিয়ো।'

'ধ্যেৎ, আমার চিন্তা করার কি আছে।' রিটার মুখে কৃত্রিম হলেও

উজ্জ্বল হাসি।

'আর আমিও কাল তোমার সাথে দেখা করবো, রানা।' রানার গোটা শরীরে চোখ বুলালো বেলাডোনা। বনভূমিতে আলোর কারসাজি ছিলো, কিন্তু এখন বেলাডোনার মায়াভরা চোখের গভীরে কোমল আগুন পরিষ্কারই দেখতে পেলো রানা। তার হাসি যেন অনেক রঙিন সম্ভাবনার আগাম ইঙ্গিত।

সবাই চলে যাবার পর পরীক্ষা করে স্যাবের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা, তারপর ফিরে এলো কেবিনে। দরজায় একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রাখলো, জানালার সরু ফাঁকগুলো বন্ধ করলো মোম দিয়ে। ঘুমের মধ্যে হার্ভেস্টার পিঁপড়ের দ্বিতীয় ডোজ সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠবে।

ব্রিফকেসটা নতুন করে গোছাতে মিনিট দশেক লাগলো। এরপর বিছানায় লম্বা হলো রানা, পুরোদস্তুর কাপড় পরে আছে, হেকলার অ্যাণ্ড কচ অটোমেটিকটা নাগালের মধ্যে।

ষড়যন্ত্র, অশুভশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আভাস দিয়েছিল বানু বেলাডোনা। রানা নিজেও এখন ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছে, যেন গোটা ঝান র‍্যাঙ্কে পাপাচারীরা আড্ডা গেড়েছে, দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। প্রথম দিকে এখানে হাসিসের অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেয়েছিল ও, এখন তীব্র গন্ধ পাচ্ছে। ইউনিয়ন কর্সের সাথে আগেও লড়তে হয়েছে ওকে, ওদের উপস্থিতি সহজেই ধরা পড়ে ওর চেতনায়, ওদের লিডার উ সেন ওরফে সও মং-এর গন্ধও দূর থেকে চিনতে পারতো রানা। এমনকি এখনো, মরুভূমির মাঝখানে বনভূমি ঘেরা ঢালের মাথায় একা বসে, তার গন্ধ পাচ্ছে ও—বহুদূর নরক থেকে উঠে আসছে, যে নরকে ও-ই তাকে পাঠিয়েছিল।

মলিয়ের ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসি। পুরনো শত্রু উ সেনের সাথে এই দু'জনের একজনের সম্পর্ক আছে। কার সাথে? ঝান, নাকি ল্যাচাসি? রানা বলতে পারে না। তবে জানে সত্য চাপা থাকবে না।

ডেলিগেটদের কথা ভাবলো ও, বারো ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছুবে। কারা তারা? কি তাদের উদ্দেশ্য? প্যাড লাগানো সেলের কথা মনে পড়লো, আইস ক্রীম প্ল্যান্টের পাশের ল্যাবরেটরীতে। কি আবিষ্কার করেছে ওরা? কি ধরনের মেডিসিন? এক ধরনের হিপনোটিক ড্রাগ—"হ্যাপি পিল"? খেলে নৈতিক বোধ-বুদ্ধি সব লোপ পায়? বাইরে থেকে দেখলে ওষুধের কোনো প্রভাব ধরা পড়ে না, কিন্তু যে-কোনো আদেশ পালনে সাবজেক্ট অবিশ্বাস্য রকম তৎপর।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো রানা। ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে, খানিক পরই দিনের আলো ফুটবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে লুকাতে হবে ওকে, আক্ষরিক অর্থেই। টানেল হয়ে কনফারেন্স সেন্টারে ঢুকবে। অন্ধকারে আপনমনে হাসলো রানা। গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর প্রহসনের মতো লাগবে যদি দেখা যায় ডেলিগেটরা আসলে সত্যি সত্যি নির্দোষ ব্যবসায়িক আলোচনার জন্যে মিলিত হয়েছে। যদিও ওর ট্রেনিং আর হাসিস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা সেরকম হবে না।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তিন

আকাশ যেন স্বচ্ছ হীরে, উঠে এলো সূর্য, রোদের ভেতর ঝাঁঝালো একটা ভাব দিনের প্রথম প্রহরেই টের পাওয়া গেল। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন ধরে যাবে চারদিকে। বরফ দেয়া পানীয় নিয়ে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে থাকার একটা দিন, সময়কে অগ্রাহ্য করে কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দিতে পারলে মন্দ হতো না, আরো ভালো হতো পাশে যদি গল্প করার কেউ থাকতো—বিশেষ করে পুঁইডাটার মতো কোনো লাবণ্যময়ী···অবাস্তব চিন্তাটাকে বেশি দূর বাড়তে দিলো না রানা।

বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি ও। প্রায় পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়েছে স্যাবকে নিয়ে। এখানকার লোকদের আস্তিনে গোপন কৌশলের কোনো অভাব নেই, তবে এম.আর. নাইনের স্যাব টারবো-ও কম যায় না, তবু অসাবধান হবার ঝুঁকি নিতে চায়নি ও। স্যাবের কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে ওকে। সঙ্গতভাবেই আত্মবিশ্বাসের মাত্রা আগের চেয়ে বেড়েছে ওর। প্রতিপক্ষ শেভরি-আমেরিকান গাড়ির এঞ্জিনে যতোই কারিগরি ফলিয়ে থাকুক, স্যাবের সাথে পেরে ওঠার সুযোগ খুবই কম। পিয়েরে ল্যাচাসি যতো ভালো

ড্রাইভারই হোক, আজ তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

টার্বো-চার্জার সহ সাধারণ একটা স্যাব নাইনহানড্রেড অনায়াসে ঘণ্টায় একশো পঁচিশ মাইল স্পীড তুলতে পারে। আইনে নিষেধ আছে, কমার্শিয়াল মডেলগুলো এই গতিসীমা পেরোতে পারবে না, কাজেই স্যাবগুলোকে সেভাবেই তৈরি করা হয়। কিন্তু তারপরও হাতের কারসাজি থাকে—যে জানে। ফুয়েল লাইন প্রেশার বাড়িয়ে দেয়া যায়, সাহায্য নেয়া যায় স্পেশাল র‍্যালি কনভারশন কিট-এর, গতিসীমা তুঙ্গে উঠে যাবে।

রানা জানে পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার পুলিশ বাহিনী এ-ধরনের পরিবর্তিত স্যাবই ব্যবহার করে। 'যদি একটা কমার্শিয়াল টার্বোকে ধরতেই না পারি, টার্বো আমাদের কি কাজে আসবে?' এফ.বি.আই.-এর একজন সিনিয়র অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল রানাকে।

নিজের স্যাব নিয়ে এরইমধ্যে খোলামেলা একটা রাস্তায় ঘণ্টায় একশো আশি মাইল স্পীড তুলেছে রানা, নতুন ওয়াটার-ইঞ্জেকশন সিস্টেম ফিট করার পর। একই স্পীড আজও না ওঠার কোনো কারণ নেই। চাকা বিস্ফোরিত হবে সে-ভয় নেই রানার, এমনকি টায়ারে ঠিকভাবে লাগা বুলেটও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ ওর ব্যক্তিগত গাড়িটা চলে মিচেলিন অটোপোর্টার টায়ারে। গাড়ি তৈরির কারখানাগুলোয় চাপাস্বরে যে উপাদানের নাম করা হয় তা শুধু অটোপোর্টার টায়ারে আছে।

নো প্রবলেম, ভাবলো রানা, পুরোদমে চালু রয়েছে এয়ার কণ্ডিশনিং, সাইড রোড ধরে সিলভার বীস্টকে অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, সাইড রোডটা সার্কিটের পাশে সমান্তরালভাবে রয়েছে।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মলিয়ের ঝানকে পরিষ্কার দেখা গেল, সাথে বান্না বেলাডোনা আর রিটা, গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের সামনে। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে এরইমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে। ঝানের কর্মচারীদের ডেকে আনা হয়েছে—কে জানে বেঁধে আনাও হয়ে থাকতে পারে—আজকের উত্তেজক প্রতিযোগিতার দর্শক হবার জন্যে।

স্যাব নিয়ে স্লিপ রোডে উঠে এলো রানা, রোডটা পিট-গুলোর দিকে চলে গেছে, থামলো ঝান গ্রুপের সামনে। চারদিকে কোথাও পিয়েরে ল্যাচাসি বা শেলবি-আমেরিকানের ছায়া পর্যন্ত নেই।

'রানা, দেখে মনে হচ্ছে আজকের দিনে তুমিই বাদশা!' বান্না বেলাডোনার হাসি এতো মিষ্টি আর আন্তরিক, পুলকের একটা ধাক্কা অনুভব করলো রানা, চুম্বনের লোভ হলো। পরমুহূর্তে খেয়াল করলো, ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে রিটা।

'মর্নিং, রিটা,' সহাস্যে বললো ও।

আরামের কথা ভেবে হালকা নীল আর লাল ট্র্যাক স্যুট পরেছে রানা, অন্যান্য আর সব কিছুর সাথে স্প্রিংফিল্ড থেকে কেনা হয়েছিল। এয়ার কণ্ডিশনিং থাকলেও, ও জানে, প্রতিযোগিতা শুরুর পর স্টিয়ারিঙের পিছনে রীতিমত ঘামতে হবে ওকে, বিশেষ করে ল্যাচাসি যদি ওর দিকে চাপার চেষ্টা করে।

'মিঃ রানা, আশা করি রাতে আপনার ভালো ঘুম হয়েছে?' স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় হেসে উঠলো মলিয়ের ঝান, রানার পিঠে সশব্দে চাপড় মারলো একটা, জ্বালা ধরে গেল চামড়ায়।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, একেবারে মড়ার মতো।' সরাসরি ঝানের চোখে তাকালো রানা। কাল রাতের উদ্বেগ-উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই চেহারায়।

'দু'একটা প্র্যাকটিস রান হবে নাকি, শুরু করার আগে, মিঃ রানা? এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে বটে পানির মতো সহজ ব্যাপার, কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে শিকেইন আর দূর প্রান্তের আঁকাবাঁকা অংশটুকু সত্যিকার অভিশাপ। আমি জানি, নিজের হাতে তৈরি কিনা।'

'ঠিক আছে, দু'বার চক্কর দিয়ে পরিচয়টা সেরে নিই।' পেট্রল পাম্পের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'তারপর তেল ভরতে পারবো তো?'

'বলেন কি। নিজের হাতে এ-সব কিছুই আপনাকে করতে হবে না। আপনার জন্যে পুরো একদল ক্রু-র ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিঃ রানা।' নিজের পাঁচজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করলো ঝান, সবাই ওভারঅল পরা। 'সত্যিকার গ্রাঁ প্রি। আপনার স্পেয়ার হুইলটা বের করতে চান, যদি মনে করেন বদলানো দরকার? আপনার জন্যে সবরকম সুযোগ-সুবিধেই রাখা হয়েছে।'

'আমি নিজেই পারবো। টেন ল্যাপস, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভুলবেন না, সাহায্য দরকার হলে ক্রু-রা কাছে পিঠেই আছে। ট্র্যাক মার্শালরাও দাঁড়িয়ে থাকবে, যদি বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটে।'

রানা কি ঝানের সুরে বা বলার ভঙ্গিতে কিছু টের পেলো? কোনো আভাস? ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়া হলো ওর বারোটা বাজাবার আয়োজন করে রাখা হয়েছে? অপেক্ষা করো, নিজেরাই দেখতে পাবে। সবশেষে দেখা যাবে ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে গেছে সেরা ড্রাইভার, সেরা গাড়ি নয়।

গ্রুপটার উদ্দেশে হাত নাড়লো রানা, রিটার উদ্দেশে চোখ মট-

amitsumon@yahoo.com www.murchona.com

কালো, তারপর উঠে বসলো স্যাবে। স্টার্ট দেয়ার আগে পোলা-রয়েড সান গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে নিলো।

পজিশন নেয়ার জন্যে গ্রিড-এ যাচ্ছে রানা, এই ফাঁকে দ্রুত এক-বার ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। দু'বার চক্কর দেবে ও—প্রথমবার একটু আস্তে-ধীরে, যেখানে সম্ভব ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে, দ্বিতীয়বার দ্রুতগতিতে, স্যাবকে একশো মাইল স্পীডে হাঁকাবে, তবে তার বেশি নয়। তুরুপের তাসটা হাতে রাখা দরকার। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ফার্স্ট গিয়ার দিলো ও, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করলো, ছেড়ে দিলো গাড়ি। স্পীড বাড়ালো, গিয়ার বদলাচ্ছে। স্পীডমিটারের কাঁটা পঞ্চাশের ঘর ছুঁলো, ফোর্থ গিয়ার দিলো রানা। রেভ কাউন্টারের কাঁটা স্পর্শ করলো তিন হাজারের ঘর। এতোক্ষণে টার্বোর সাহায্য নিলো রানা, বোতাম স্পর্শ করা মাত্র স্পীড পৌঁছে গেল সত্তরে।

প্রথম দফায় রানা সরাসরি ফিফথ্ গিয়ার দিলো না। এঞ্জিনটাকে সামলে রাখলো, অল্প স্পীড তুলে ট্র্যাকের উত্থান-পতন, ঢাল ইত্যাদি অনুভব করলো।

গ্রিড থেকে শিকেইন পর্যন্ত আড়াই মাইল সুন্দর সোজা-সরল ট্র্যাক, কিন্তু শিকেইনে পৌঁছুবার পর গাড়ি এবং ড্রাইভারের টনক নড়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে ট্র্যাক শুধুমাত্র সরু হয়ে গেছে, তারপর নিখুঁত আকৃতি নিয়ে ইংরেজী এস অক্ষরের মতো বাঁক নিতে শুরু করেছে। এস-এর শেষ বাঁক নেয়ার পর রানা উপলব্ধি করলো শিকেইন-এর শেষ মাথায় রয়েছে অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত কীর্তি, ঠিক যেন উটের পিঠে কুঁজ।

বাঁকগুলো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলো না, ঘণ্টায় ষাট মাইল

গাড়ি ছোটাবার সময় শুধু হুইল ঘোরাতে হলো দ্রুত—বাম, ডান, বাম, ডান। বাঁকা স্পয়লার আর স্পয়লারের ওজন স্যাবকে ট্র্যাকের সাথে আঠার মতো সাঁটকে রাখলো। বিপদ টের পেলো রানা ফোলা কুঁজের সাথে ধাক্কা খাবার সময়।

ষাট মাইল স্পীড, এক সেকেণ্ডের জন্যে শূন্যে উঠে গেল গাড়ি। চাকা যদি রাস্তার সংস্পর্শ ত্যাগ করে, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ড্রাইভারের হাতে থাকে কি? তুমুলবেগে চারটে চাকাই ঘুরছে, ঘুরন্ত অবস্থায় রাস্তা স্পর্শ করবে, লাইন-চ্যুতি ঠেকাতে হলে গভীর মনোযোগ এবং দক্ষতা দুটোই দরকার, সেই সাথে বেশ খানিকটা ভাগ্যের সহায়তা। যাতব-মসৃণ সারফেসের সাথে ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠলো।

নিঃশ্বাস ফেললো রানা, সমস্ত বাতাস বের করে দিলো ফুসফুস থেকে, বুঝতে পারছে সত্যিকার স্পীড তুললে কুঁজটা কি ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। বাঁক নেয়া শেষ করে সামনের আরো এক মাইল সোজা ট্র্যাক পেরিয়ে এলো ও। সামনে এবার ডান-হাতি বাঁক, বিপজ্জনক বটে কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়।

গতিসীমা সত্তরেই রাখলো রানা, গিয়ার বদলের কাজটা বাকি থাকলো একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে। বাঁকটা ঘুরতে শুরু করার পূর্ব-মুহূর্তে থার্ড গিয়ার দিলো ও, তবে পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক রাখলো যাতে সামনের দিকে পিছলে যাবার প্রবণতা দেখা না দেয়। এবারও আস্থা দেখালো স্যাব। প্রিয় গাড়ি নিয়ে তুমুল বেগে বাঁক ঘুরতে ভালোবাসে রানা, এ-সময়টায় ওর যেন মনে হয় অদৃশ্য একটা হাত রাস্তার সাথে চেপে রেখেছে গাড়িটাকে।

বাঁক ঘোরার পর দেখা গেল স্পীডমিটারের কাঁটা এখনো ষাটের ঘরে। সামনে আবার আধ মাইল সোজা ট্র্যাক, আরো স্পীড

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তোলা যাবে। ঝোঁকটা দমন করে সত্তরেই থাকলো রানা, ফোর্থ গিয়ার দিলো, আরেক অভিশাপতুল্য ইংরেজী অক্ষর জেড আকৃতির বাঁক ঘুরলো সেকেণ্ড গিয়ারে, ফলে স্পীড কমে গিয়ে দাঁড়ালো পঞ্চাশে।

জেড-টা আসলেও জঘন্য। উচিত ছিলো, নিজেকে তিরস্কার করলো রানা, আরো সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করা। সে অধিকার তার পাওনাও বটে। এই বাঁকটা নেয়ার সময় আক্ষরিক অর্থেই চাকাগুলোকে হিঁচড়ে ঘোরাতে হলো, অথচ এমনকি এই স্পীডেও স্যাবকে আবার ফোর্থ গিয়ারে তোলা সম্ভব নয়।

বাকিটা সহজ—তিন মাইলের মতো সোজা ট্র্যাক, ডান দিকে সহজ বাঁক, দেড় মাইল সরল বিস্তৃতি, এরপর দ্বিতীয় ডান-হাতি বাঁক, শেষ মাইলের মাথায় গ্রিড।

শেষ বাঁকটা, সহজেই আবিষ্কার করলো রানা, খানিকটা ধোঁকায় ফেলে দেবে। আগে থেকে বোঝা যায় না, ঘুরতে শুরু করার পর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তবে যতো তীক্ষ্ণই হোক, সামলাতে না পারার মতো কিছু নয়। প্রথম দৌড়ে, কোণটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে দেখে থার্ড গিয়ার দিলো ও, এঞ্জিনের শক্তি বাড়ালো। সোজা হতে শুরু করায় লম্বা ফিতের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ট্র্যাক, স্পীড আবার বাড়তে শুরু করেছে স্যাবের। স্ট্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে এলো রানা, সামনে শিকেইনের আগে সমতল আড়াই মাইল।

স্ট্যাণ্ড থেকে এক মাইল এসে ফিফথ্ গিয়ার দিলো রানা, দ্বিতীয় দফা দৌড়ের জন্যে স্পীড তুলতে শুরু করলো। স্পীডমিটারের কাঁটা একশোর ঘর ছুঁলো, সাঁৎ করে পিছিয়ে গেল গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। শিকেইন আধমাইল দূরে, স্পীড একশোই রাখলো ও।

সহজ বাঁকগুলো নব্বই-তে পেরোলো, কুঁজটার জন্যে কমিয়ে আনলো সত্তরে, সত্তরেই চড়লো কুঁজের ওপর—কারণ এবার ওটার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। কুঁজের ওপর থেকে লাফ দিলো স্যাব, নিক্ষিপ্ত তীরের মতো সোজা, রানা অপেক্ষা করছে চারটে চাকাই ট্র্যাক স্পর্শ করবে। একযোগে, একসাথে নামলো ওগুলো; সম্ভাব্য লাইন-চ্যুতি এড়াবার জন্যে হালকাভাবে হুইল ঘোরালো ও।

ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আবার একশোয় তোলা হলো স্পীড, নিজের ডান দিকে সরে বসলো রানা যাতে বাঁক নেয়ার সময় প্রচুর জায়গা পাওয়া যায়। পারবো নাহয় বাতিল হয়ে যাবো, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। অভিশাপের সামনে চলে এলো স্যাব, আশি মাইল তীক্ষ্ণ ডান-হাতি বাঁক ঘুরে একই স্পীডে থাকলো রানা, যতোটুকু সম্ভব ডান দিকে কাত করে রেখেছে গাড়িটাকে—নিয়ন্ত্রিত থাকার জন্যে নির্ভর করছে ওজন, ভর, টায়ার আর স্পয়লারের ওপর।

মাথার ওপর ডিসপ্লে স্ক্রীনের সংখ্যা আর কাঁটা এক চুল নামলো না, গোটা বাঁক ঘোরার প্রতিটি মুহূর্তে আশির ঘরে থাকলো। যদিও, যেন খেসারত দেয়ার ভঙ্গিতে, রানার শরীর ডান দিকে কাত হয়ে থাকলো সারাক্ষণ, আর সামান্য একটু বাম দিকে ঘোরার প্রবণতা থাকলো চাকাগুলোর।

পারবে রানা। এই ডান-হাতি বাঁকটাকে, আশি মাইলে নয়, সম্ভবত একশো মাইলেও পেরোনো যাবে, শুধু যদি ডান দিকে সঠিকভাবে পজিশন নেয়া যায়।

জেড আকৃতির বাঁকে ব্যাপারটা অতো সোজা নয়, নিজেকে সাবধান করে দিলো রানা। এখানে তোমাকে গিয়ার বদলাতে হবে, তারপর দ্রুত ব্যবহার করতে হবে অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক, অ্যাক-

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সিলারেটর, ব্রেক—বারবার।

শেষ ছুটো বাঁকের প্রথমটা ঘণ্টায় নব্বুই মাইলে পেরোলো স্যাব, কোনো সমস্যা হলো না; দ্বিতীয় বাঁকের তীক্ষ্ণ কোণে গিয়ার নামালো রানা। শেষ সোজা রাস্তাতেও নব্বুই মাইল গতিতে ঢুকলো স্যাব, পিট আর স্ট্যাণ্ড নিজের দিকে ছুটে আসছে দেখে স্পীড কমাতে শুরু করলো রানা—চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ…ধীরে ধীরে থেমে গেল।

উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে খানের মুখ দেখতে পেলো রানা, ছ'-চোখের মাঝখানে ছোট্ট একটা ভাঁজ। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে পিয়েরে ল্যাচাসি, পরনে পুরোদস্তুর রেসিং ওভারঅল, খান ব্যাঙ্কের প্রতীক চিহ্ন আঁটা। রানাকে সে গ্রাহ্য করলো না, যেন দেখতেই পায়নি। রুপালি শেলবি-আমেরিকান নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো সচল কঙ্কাল, যদিও তার ক্রুরা ব্যস্তভাবে যত্ন নিচ্ছে গাড়িটার।

কয়েক মুহূর্ত স্যাবে বসে থাকলো রানা, শেলবি-আমেরিকানের ওপর চোখ, স্মরণ করার চেষ্টা করছে গাড়িটা সম্পর্কে কতোটুকু কি জানে।

ফোর্ড মাস্টাঙ নিজের যুগে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, উনিশশো চৌষট্টি সালে ট্যুর দ্য ফ্রান্স প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছিল, মাস্টাঙের অন্যান্য সংস্করণগুলোও চমৎকার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে। মাস্টাঙেরই নতুন আধুনিক সংস্করণ শেলবি-আমেরিকান, ডিজাইনের নামকরণ করা হয় জি-টি-থ্রি-হানড্রেড-ফিফটি। যতোদূর মনে পড়ে রানার, আদি পিতা মাস্টাঙের চেয়ে নতুন গাড়িটা হালকা হলেও গতিসীমা একশো ত্রিশের ঘরকে ছাড়িয়ে যাবে।

গাড়িটাকে কাছ থেকে দেখার সময় একটা সন্দেহ জাগলো রানার

মনে, এটা বোধহয় অরিজিনাল নয়। বডিওঅর্ক অত্যন্ত নিরেট লাগলো, কতোটুকু পুরু আন্দাজ করা যায় না। ইস্পাত, ভাবলো ও। দেখতে শেলবি-আমেরিকান, কিন্তু মিলটা শুধু মসৃণ বডি লাইনে। টায়ার-গুলো যে হেভী-ডিউটি বোঝাই যায়। অন্তত বাহন প্রসঙ্গে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপলব্ধি করলো রানা, স্যাবের চেয়ে শেলবি-আমেরিকান অনেক মজবুত আর শক্তিশালী। বনেটের নিচেটা একবার দেখতে পারলে হতো। মলিয়ের খান যে-ধরনের মানুষ, স্যাব টার্বোর বিরুদ্ধে এমন একটা গাড়ি কি ব্যবহার করবে যেটাকে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় ভেতরেও ঠিক তাই? শেলবি-আমেরিকানের খোলস ওটা, ভেতরে অন্য জিনিস, এবং অবশ্যই টার্বো-চার্জড্।

স্যাব থেকে নেমে এগোলো রানা। শেলবি-আমেরিকানের কাছ থেকে এক গজ দূরে থাকতে পিয়েরে ল্যাচাসির নাম ধরে ডাকলো।

অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সাথে গাড়ি আর রানার মাঝখানে চলে আসার চেষ্টা করলো খান। শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারলেও, তার আগেই হাত দিয়ে গাড়ির বনেট ছুঁয়ে ফেললো রানা। আর কোনো সন্দেহ নেই, ইস্পাতই। অন্তত তালুর স্পর্শ সে-কথাই বলে। দ্রুত একবার মাত্র নিচের দিকে চাপ দেয়ার সুযোগ হওয়ায় আরো জানা গেল, সাসপেনশন-টাও অত্যন্ত শক্ত।

'গুড লাক, ল্যাচাসি…,' শুরু করলো রানা, তখুনি শেলবি-আমেরিকান আর রানার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালো খান।

'আমি শুধু ল্যাচাসিকে গুড লাক জানাতে চেয়েছিলাম,' চেহারায় রাগ এবং বিস্ময় নিয়ে বললো ও, যেন আহত হয়েছে, খানের বিশাল হাত তখনো ওর বাহু আঁকড়ে ধরে আছে, আক্ষরিক অর্থেই টেনে

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সরিয়ে নিচ্ছে ওকে।

'রেসের আগে কেউ কথা বললে ল্যাচাসি খুব বিরক্ত হয়, মিঃ রানা,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলো ঝান। 'গত যুগের প্রফেশনালদের মতো···।'

'অথচ এটা একটা ফ্রেণ্ডলি রেস, ঝান—গুরুত্বপূর্ণ সাইড বেট-টা ওর সাথে নয়, আমার সাথে আপনার,' শুনে মনে হলো শান্ত হয়ে গেছে রানা, যদিও এরইমধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

দেখে যা মনে হয় তারচেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্য দেখাবে ঝানের শেলবি-আমেরিকান, কিন্তু স্যাবের ওয়াটার ইঞ্জেকশন বা ইনক্রিজড্ বুস্ট-এর কথা জানা নেই তার। অবশ্য ল্যাচাসি সম্পর্কে রানার কোনো ভুল ধারণা নেই। প্রতিপক্ষ প্রকৃত অর্থেই রেস কাকে বলে জানে, তাছাড়া ট্র্যাক সম্পর্কেও অভিজ্ঞ সে।

'ঠিক আছে, ঝান। আপনি আপনার প্রফেশনালকে জানিয়ে দিন যে আমি আশা করছি সেরা প্রতিদ্বন্দ্বীই জিতবে। ব্যস, এইটুকুই। এবার, তেল ভরতে পারি তো?'

রানার দিকে তাকালো কিন্তু ঝানের চোখে ভাষা নেই, শূন্য দৃষ্টি। তাকাবার এই ভঙ্গির মধ্যে অশুভ কি যেন একটা আছে—মড়ার খোলা চোখ, ভাবলেশহীন, ফোলা ফোলা ভাব নিয়ে ঝুলে পড়েছে মুখ—চেহারা থেকে কোটিপতি ভাঁড়ের সমস্ত লক্ষণ উধাও। তলপেটে অকস্মাৎ শীতল অনুভূতির সাথে চিনতে পারলো রানা দৃষ্টিটা।

এই অভিব্যক্তি অতীতে বহুবার লক্ষ্য করেছে রানা, শুধু পেশাদার খুনীর চেহারাতেই ফোটে, কাজ সারার ঠিক আগের মুহূর্তে।

অশুভ ভাবের এই প্রকাশ চেহারায় ফুটে উঠেই এক নিমেষে

মিলিয়ে গেল, হাসলো ঝান, উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গোটা মুখ। 'আমার ছেলেরা আপনার হয়ে সব কাজ করে দেবে, মিঃ রানা।'

'না, ধন্যবাদ। গ্যাস, অয়েল, হাইড্রলিক, কুল্যান্ট—সব আমি নিজে হাতে ভরতে চাই।'

শেষবার সব দেখে নিতে বিশ মিনিটের মতো লাগলো। কাজ শেষ করে দলটার দিকে এগোলো রানা, অমায়িক হাসির সাথে বানলা বেলাডোনা আর রিটাকে চুটকি শোনাচ্ছে ঝান।

'আমি তৈরি,' ঘোষণা করলো রানা, তিনজোড়া চোখকেই নিজের দিকে ফেরালো।

ওদের হাসির শব্দ থামলো, কয়েক সেকেণ্ড কথা বললো না কেউ। তিনজনকেই লক্ষ্য করছে রানা। তারপর মাথা ঝাঁকালো ঝান, বললো, 'গুড, ভেরি গুড। এখন তাহলে, মিঃ রানা, যদি ইচ্ছে করেন, গ্রিড পজিশনের জন্যে ড্র করতে পারেন···।'

'ধুত,' হাসলো রানা। 'ফ্রেণ্ডলিই থাক না। গ্রিড পজিশনের জন্যে এখানে আমরা টস্ করতে পারি। আশা করি ল্যাচাসিও মানবে, কি···।'

'মিঃ রানা,' নরম, অস্ফুট স্বরে বললো ঝান। তার বলার ভঙ্গি আর সুরে কি হুমকির রেশ? নাকি উত্তেজিত হয়ে আছে রানা, প্রতিপক্ষের শব্দের ভেতর দৈত্য-দানো কল্পনা করছে? 'মিঃ রানা। ল্যাচাসির ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে। ল্যাচাসি এটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছে। দাঁড়ান, দেখি সে তৈরি কিনা।'

মেয়েদের সাথে একা হয়েও গল্প জমাবার কোনো চেষ্টা করলো না রানা। 'এখুনি আমি ফেয়ারওয়েল বলছি, লেডিজ,' বিজয়ীর হাসিতে প্রসারিত হলো ঠোঁট জোড়া। 'রেসের পর দেখা হবে।'

'ফর গডস্ সেক, রানা, সাবধান হও।' কয়েক সেকেণ্ড রানার সাথে হাঁটলো রিটা, নিচু গলায় কথা বলছে। 'তোমাকে ওরা ছাড়বে না। ভুলেও কোনো ঝুঁকি নিয়ো না। এটা ঝুঁকি নেয়ার মতো কোনো ব্যাপার নয়। প্লিজ।'

'চিন্তা করো না।' সহাস্যে হাত নাড়লো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ল্যাচাসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসছে খান।

নিয়ম পালনে দারুণ আন্তরিকতার পরিচয় দিলো ল্যাচাসি। কর-মর্দন করলো ওরা, পরস্পরকে বললো সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী যেন জেতে, তারপর গ্রিড পজিশনের জন্যে টস্ করলো। টসে হারলো রানা। ভেতর দিকের, ডান-হাতি লেনটা নিলো ল্যাচাসি।

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বক্তৃতা রাখলো খান, পরিবেশে গাম্ভীর্য এবং পবিত্র ভাব আনার চেষ্টা। 'দশবার সার্কিট চক্কর দেয়ার রেস এটা। আপনাদের ল্যাপ নাম্বার দেখতে পাবেন পিট-কে পাশ কাটাবার সময়। ল্যাচাসিরটা লাল; মিঃ রানা, আপনারটা নীল। আমি টাক মার্শালের ভূমিকায় থাকছি, আপনারা আমার নির্দেশ মানবেন। গ্রিডে যে যার নিজের পজিশনে চলে যাবেন, তারপর বন্ধ করবেন এঞ্জিন। আমি থাকছি স্টার্টার'স রসট্রামে—ওদিকে—ওখান থেকে ফ্ল্যাগ তুলবো। বুড়ো আঙুল খাড়া করে আপনারা ইঙ্গিত করবেন যে আমাকে দেখতে পেতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তখন আমি বৃত্তাকারে ফ্ল্যাগটা ঘোরাবো মাথার ওপর, সেই সাথে আপনারাও এঞ্জিন স্টার্ট দেবেন। এরপর আবার আমি ফ্ল্যাগ তুলবো, দশ থেকে শুরু করে শূন্য পর্যন্ত গুনবো, তারপর নামাবো ফ্ল্যাগ। তখন আপনারা গাড়ি ছাড়তে পারেন। বিজয়ী ব্যক্তি তার গাড়ি নিয়ে রস-ট্রামকে পাশ কাটাবার আগে ফ্ল্যাগ আর নামবে না, দশ ল্যাপ

পুরো হবার পর। সব পরিষ্কার?'

ধীরে ধীরে চালিয়ে গ্রিডে নিজের জায়গায় গাড়ি নিয়ে এলো রানা। কৌশল, চাতুর্য ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কমই পাওয়া গেছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে তাই ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার বাহন সম্পর্কে সত্যিকার কোনো ধারণা নেই ওর, কাজেই প্রথম কাজ হবে ল্যাচাসি আর শেলবি-আমে-রিকান কতোটুকু কি করতে পারে তার হিসেব রাখা।

রানা আশা করলো, স্যাব সম্পর্কে ওদের একটা ভুল ধারণা আছে। প্র্যাকটিস রান-এর সময় স্যাবকে দেখে ওরা ধরে নিয়েছে ওই পর্যন্তই ওটার দৌড়—ঘন্টায় একশো মাইল। কৌশল যদি কাজে লাগাতে হয়, এখনই ঠিক হওয়া দরকার কি হবে সেটা। তা না হলে কোনো সুযোগই পাওয়া যাবে না।

রেখার ওপর স্যাবকে দাঁড় করাবার সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রানা। অন্তত প্রথম পাঁচটা ল্যাপ ল্যাচাসিকে সামনে থাকতে দেবে ও। তাতে করে বিভিন্ন গতিতে পুরো সার্কিটটা চক্কর দেয়ার মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে ওর, সেই সাথে ওর একটা সন্দেহেরও নিরসন ঘটবে—ওভারটেক করার চেষ্টা হলে তা ঠেকাবার জন্যে ল্যাচাসি সত্যিকার বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেয় কিনা।

রানা যদি ল্যাচাসির নৈপুণ্যের সাথে পাল্লা দিতে পারে, আর স্যাব যদি শেলবি-আমেরিকানের পিছনে লেগে থাকার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহলে ছয় নম্বর ল্যাপের শুরু থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করবে ও। তারপর, সামনে একবার পৌঁছুতে পারলে, রিজার্ভ পাওয়ার কাজে লাগিয়ে বাজি জিতে নেবে। রিজার্ভ পাওয়ার সব-টুকু ব্যবহার না করারই চেষ্টা করবে ও, কারণ সার্কিটের কোথাও

anmsuman@yahoo.com
www.murchona.com

কোথাও খুব বেশি স্পীড তোলা মৃত্যুকে ডেকে আনার সমান হবে। শুধু রানা আশা করছে সব ঠিকঠাক মতো ঘটলে ল্যাচাসিকে অন্তত আধ ল্যাপ পিছনে ফেলতে পারবে ও। অষ্টম ল্যাপ শেষ হবার আগেই দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান তৈরি করা চাই।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ঝান। বুড়ো আঙুল খাড়া করলো রানা, রক্ত রচনার ভঙ্গিতে শূন্যে আন্দোলিত হলো ফ্ল্যাগ। সগর্জনে চালু হলো ল্যাচাসির এঞ্জিন, একটা শেলবি-আমেরিকানের এঞ্জিন থেকে আরো অনেক কম শব্দ বেরুবার কথা।

গম্ভীর আওয়াজ করলো স্যাব, এঞ্জিনে অস্থির কোনো ভাব নেই। চারদিকে তাকালো রানা, দুই গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখে নিয়ে দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করলো গর্তে ঢোকা ল্যাচাসির চোখ। ল্যাচাসির দৃষ্টি রানার মুখে গেঁথে আছে, চামড়ায় ঘৃণা আর ক্রোধের স্পর্শটুকুও যেন অনুভব করতে পারলো রানা।

সামনে তাকালো রানা, সংকেত দিলো ঝানকে।

উঠে গেল ফ্ল্যাগ। ফার্স্ট গিয়ার দিলো রানা, হ্যাণ্ড ব্রেক রিলিজ করলো, অ্যাকসিলারেটরের ওপর তৈরি ডান পা।

নিচে নামলো ফ্ল্যাগ।

আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটলো ভুয়া শেলবি-আমেরিকান, পিছনটা অনবরত ঝাঁকি খেলো। শুরুটাই যায় এতো দ্রুত, বোঝাই যায় প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগই দিতে রাজি নয় সে। স্পীড বাড়াতে শুরু করে রানা ভাবলো, ঝানের ছাইভার সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে দু'জনের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান আনতে চায়। অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি টার্বো চার্জারের বোতামে টিপ দিলো ও, একটা চোখ স্পীডমিটারের ওপর।

শিকেইন পর্যন্ত বিস্তৃত সোজা ট্র্যাকে স্পীড সম্ভবত একশোয় তুললো ল্যাচাসি। জেট এঞ্জিনের মতো গুঞ্জন তুলছে টার্বো, ফিফথ গিয়ার দিয়ে গতিসীমা একশো বিশ ছাড়িয়ে গেল রানা, শেলবি-আমেরিকানের পিছনে চলে এলো স্যাব। মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব লক্ষ্য করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ কমিয়ে গিয়ার নামালো রানা, একশোয় ফিরে এলো, সরাসরি ল্যাচাসির পিছনে থাকছে। শিকেইন কাছে চলে আসতে ব্রেক লাইট জ্বলে উঠতে দেখলো ও, এস-আকৃতিতে ঢোকার মুহূর্তে গাড়ির লাগাম টানলো, কুঁজ থেকে ল্যাচাসি যখন শূন্যে উঠছে স্যাবের গতি তখন সত্তরের কাছাকাছি।

সত্তর ছুঁই ছুঁই করছে স্পীডমিটারের কাঁটা, কুঁজ স্পর্শ করলো স্যাবের চাকা। হুইলের ওপর শিথিল করলো রানা হাত দুটো, যতোক্ষণ না ঝাঁকির সাথে নিরেট ট্র্যাকে ফিরে এলো চাকা ততোক্ষণ ঢিল করেই রাখলো, তারপর গিয়ার বদলে চাপ দিলো অ্যাকসিলারেটরে।

মনে হলো ঘণ্টায় একশো মাইল ল্যাচাসির নিরাপদ গতিসীমা। গতি না বাড়িয়ে তার পিছনে লেগে থাকলো রানা, ডান-হাতি বাঁকটা ঘুরলো। স্যাবকে শেলবি-আমেরিকানের পিছনে খানিকটা ডান ঘেঁষে রাখলো রানা, তারপর পুরোপুরি ডান দিকে সরিয়ে আনলো —ট্র্যাক কামড়ে থাকতে অস্বীকার না করলেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো পিছনের চাকাগুলো। এরকম আট-দশ বার স্থলে পুড়তে শুরু করবে রাবার, ভাবলো ও। জ্ঞান চক্ষুও খুললো, ফেড-আকৃতির বাঁকেও পৌঁছে গেল ওরা।

এখানে নিজস্ব কৌশল দেখালো ল্যাচাসি। প্রতিটি মোড়ে একাধিক ছোটো ছোটো বাঁক রয়েছে, এবং একজোড়া মোড়ের মধ্যবর্তী

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

বিস্তৃতিটুকুও ঘন ঘন এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। অনবরত ব্রেক ব্যবহার করলো সে, কিন্তু স্পীড বাড়িয়ে চলেছে, এমনকি বাঁকগুলো ঘোরার সময়ও।

জেড পিছনে পড়লো, সামনে পরবর্তী সরল বিস্তৃতি। রানার ধারণা হলো জেড-টা ওরা নির্ঘাৎ কম করেও সত্তরে পেরিয়েছে, কাঁটা আশির দিকে উঠছিল। ল্যাচাসি শুধু যে আত্মবিশ্বাসী টেকনিকাল এক্সপার্ট তাই নয়, তার নার্ভও ইস্পাতের মতো শক্ত। অথচ জেড পেরিয়ে আসার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার স্পীড একশোর ওপর উঠলো না।

শেষ বাঁক দুটোর প্রথমটায় পৌঁছুবার আগে রানা আন্দাজ করলো ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল গতিতে গাড়ি হাঁকালেও ল্যাচাসি চল্লিশ, সম্ভবত পঞ্চাশ মাইল হাতে রাখছে।

টেকনিকটা ভালো। সার্কিটের যে প্রকৃতি, এখানে খুব বেশি স্পীড তুলতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে, অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে, সেই সাথে দরকার হবে গভীর মনোযোগ। ল্যাচাসি ঠিক করে রেখেছে তিন কি চার ল্যাপ বাকি থাকতে একশোর ঘর ছাড়াবে, স্বাভাবিকভাবেই মনে করছে ততোক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়বে রানা, ইতিমধ্যে স্যাবের ম্যাক্সিমাম স্পীডও জানা হয়ে যাবে তার।

স্যাঁৎ করে স্টাঙকে পাশ কাটালো ওরা। স্পীডমিটারের কাঁটার দিকে চট্ করে একবার তাকালো রানা, গতিসীমা একশোর সামান্য বেশি। ল্যাচাসি খানিকটা এগিয়ে গেছে।

সম্ভবত কৌশল পরিবর্তনের সময় হয়েছে, প্রতিযোগিতার শেষ দিকের জন্যে অপেক্ষা না করাই ভালো। এবারেরটায় ল্যাচাসির পিছনে থাকা যাক, তারপর পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় ল্যাপ শুরু হলো। স্টাঙকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। দরদর করে ঘামছে রানা, কঠিন পরিশ্রম করছে, ব্রেক ব্যবহার করতে এখনো অনিচ্ছুক, গতি নিয়ন্ত্রণে রাখছে গিয়ার আর অ্যাকসিলারেটরের সাহায্যে।

শিকেইনের দিকে ছুটছে গাড়ি, রানা ভাবলো এটাই আদর্শ জায়গা। এরপরের বার অর্থাৎ তৃতীয় ল্যাপ শেষ করে পাশ কাটাবে।

তৃতীয় চক্কর শেষ করার পর দেখা গেল শেলবি-আমেরিকানের ছয় ফুট পিছনে রয়েছে স্যাব। এখনই, ভাবলো রানা। সামান্য বাঁ দিকে সরে গেল ল্যাচাসি। মোটেও যথেষ্ট প্রশস্ত নয় ফাঁকটুকু, তবে সে যদি নিয়ম মানে, ফাঁক গলে রানাকে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে তার।

সামান্য চাপ পড়লো হুইলে, এক পলকে ডান দিকে সরে এলো স্যাব, সেই সাথে বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে এলো শেলবি-আমেরিকান। আরো ডান দিকে সরে এসে রানা দেখলো ট্র্যাকের কিনারা ওর সামনের ভেতর দিকের চাকার খুব কাছে, তবু ইতস্তত করলো না, গিয়ার তুলে আনলো ফিফথে, তারপর অ্যাকসিলারেটরে পা চাপলো। সাড়া দিলো টার্বো, জেট এঞ্জিনের মতো ধাক্কা অনুভব করলো রানা। নাক বাড়িয়ে দিয়েছে স্যাব, শেলবি-আমেরিকানের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, সন্দেহ নেই ওভারটেক করার জন্যেই এগোচ্ছে।

তারপর রানা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। গাড়ির নাক ঘুরিয়ে স্যাবের সামনে বাধা তৈরি করলো ল্যাচাসি, ওভারটেক করতে দেবে না। সংঘর্ষের ভয়ে ব্রেক চাপলো রানা। এক পলকের মধ্যে পিছনে চলে এলো স্যাব, পিছিয়ে পড়ছে। বাস্টার্ড! দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। গিয়ার বদলালো ও, শিকেইন পেরোবার জন্যে

amusion@yahoo.com www.murchona.com©

স্পীড কমালো।

শিকেইন পেরিয়ে এসে আবার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো রানা, মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে এনে ডান-হাতি বাঁকটা ঘুরলো, দুটো গাড়ির লেজে আর নাকে প্রায় কোনো ব্যবধান নেই বললেই চলে।

বাঁক নেয়ার শেষ মুহূর্তে এবার রানা বাঁ দিকে সেঁটে থাকলো। স্পীডমিটারের কাঁটা একশো পাঁচের ঘরে দেখে মোটেও বিস্মিত হলো না। জেড-এর কাছে চলে এসে স্পীড দাঁড়ালো একশো পঁচিশ।

দরকার হলে শালাকে ট্র্যাক থেকে সরিয়ে দেবো, ভাবলো রানা। কাজটা করার জন্যে যে ওজন দরকার স্যাবের তা আছে।

জেড থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, ল্যাচাসি এখনো স্পীড বাড়াচ্ছে, আর রানা এক ইঞ্চিও পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়, সেই সাথে ওভার-টেক করার জন্যে পজিশন পাবার চেষ্টা করছে।

এরপরই ব্যাপারটা ঘটলো।

রানা জানে, পরে কিছুই সে প্রমাণ করতে পারবে না। জোরালো যুক্তি দেখিয়ে ওভারহিটেড টার্বোকে দায়ী করা হবে, কিংবা অন্য কোনো অজুহাত তৈরি করা হবে। তবে ঘটনাটা ঘটার সময় প্রতিটি দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেলো ও।

হঠাৎ করে সামান্য এগিয়ে গেল শেলবি-আমেরিকান, তিন কি চার ফুটের মতো। রানাও স্যাবের অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট জিনিসটাকে ল্যাচাসির পিছনে বাম্পার থেকে পড়তে দেখলো ও। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্যে ওর মনে হলো, ল্যাচাসি বোধহয় বিপদে পড়েছে, তীব্রগতির ধকল সহ্য করতে না পেরে তার গাড়ির পিছনের কোনো অংশ ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু স্যাবের নিচে হুস করে একটা আওয়াজ উঠলো, ফাঁস হয়ে গেল আসল সত্য।

এমন একটা কিছু ফেলেছে ল্যাচাসি, ট্র্যাকে পড়ার সাথে সাথে যেটা থেকে আগুন বিস্ফোরিত হয়।

রানা শুধু দেখলো আগুনের একটা পর্দা চারদিক থেকে গ্রাস করছে স্যাবকে, কমলা রঙের পর্দার ভেতর আটকা পড়ে যাচ্ছে ও। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরই লকলকে শিখাগুলো আকারে ছোটো হতে শুরু করলো, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

শেষ দুটো বাঁকের একটায় রয়েছে ওরা, রানা ধারণা করলো বিপদ বোধহয় কেটে গেছে। আগুন মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে ঘিরে রেখেছিলো স্যাবকে, সম্ভবত প্রচণ্ড গতিবেগের সাহায্যেই সে-টাকে নিভিয়ে দিতে পেরেছে ও। পরমুহূর্তে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা। ড্যাশবোর্ডের লাল আলো ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

স্যাবে ফায়ার ডিটেকশন ও ফায়ার এক্সটিংগুইশার সিস্টেম নতুন লাগিয়েছে রানা, সাথে টেমপারেচার ডিটেক্টর—এঞ্জিন আর গা-ড়ির নিচের অংশ মনিটর করে। সিস্টেমটার প্রধান অংশ রয়েছে স্যাবের বড়সড় বুটের ভেতর। ক্রোম আর স্টীল দিয়ে তৈরি একটা কনটেইনারে রয়েছে সেরা এক্সটিংগুইশ্যান্ট-গুলোর একটা—হ্যালোন বারোশো এগারো। কনটেইনার থেকে স্প্রে পাইপ বেরিয়ে চলে গেছে এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে আর গাড়ির চারদিকে, বিশেষ করে নিচের অংশে।

ডিটেক্টর আগুন লাগার সংকেত দিলে এক্সটিংগুইশার নিজে

amnsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

থেকেই স্প্রে শুরু করে, যদিও গোটা সিস্টেমটা ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম টিপে হাত দিয়েও চালু করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য গাড়ি-টাকে গ্রাস করেছিল আগুন, নিচের দিকটায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই সাথে রানার সাহায্য ছাড়াই চালু হয়ে যায় সিস্টেমটা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দশ কিলোগ্রাম হ্যালোন বারোশো এগারো মুড়ে ফেলে স্যাবকে, ঢেকে ফেলে এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট, সাথে সাথে নিভে যায় আগুন। হ্যালোন এঞ্জিন, ইলেকট্রিক ওয়্যারিং বা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, লোহাতে মরচেও ধরায় না। কাজ শেষ করে পদার্থটি দ্রুত মিলিয়ে যায় বাতাসের সাথে।

কি ঘটছে পরিষ্কার জানা আছে রানার; গিয়ার বদলালো, ব্রেক করলো, এবং শেষ বাঁক দুটো পেরোলো ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল স্পীডে। দীর্ঘ বিস্তৃতিতে আসার পর—স্ট্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে—খেয়াল হলো পঞ্চম ল্যাপে প্রবেশ করছে সে, স্পীড আবার বাড়াতে শুরু করলেও ঠিকভাবে সাড়া দিচ্ছে এঞ্জিন। তারমানে আগুন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। স্বস্তিবোধ করলো রানা।

যদিও অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে ল্যাচাসি, প্রায় ছ'মাইলের মতো, এইমাত্র শিকেইনে ঢুকছে সে। মাথার গভীরে ক্রোধ টগবগ করে ফুটলেও, নিজেকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিলো রানা। ট্র্যাকের ওপর ওকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ল্যাচাসি, ভেবেছিল আগুনে বোমা-টা স্যাবের পেট্রল ট্যাংক এবং সম্ভবত টার্বো চার্জার ফাটিয়ে দেবে।

মড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসলো রানা, সামনের রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ তুললো না। দ্রুত গিয়ার বদলে স্পীড বাড়ালো, সরল বিস্তৃতি ধরে শিকেইনে, দিকে ছুটছে। বাড়তে বাড়তে স্পীড-

মিটারের কাঁটা একশো ত্রিশের ঘর ছুঁয়ে ফেললো।

গিয়ার নামালেও, এবার শিকেইন পেরোবার গতি সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল। প্লেনের মতো ট্র্যাক ত্যাগ করলো স্যাব, শূন্যে উঠে গেল, তারপর চার চাকা দিয়ে পড়লো আবার ট্র্যাকে, নিয়ন্ত্রণ প্রায় থাকলোই না। হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করলো রানা। ট্র্যাকের কিনারা থেকে খাছিগালার পর্দাগুলো খিলানের আকৃতি পেলো চোখে। প্রতিবাদে সোচ্চার হলো টায়ার, যতোক্ষণ না আবার স্যাবকে লাইনে ফিরিয়ে আনতে পারলো রানা। অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছে ও, কয়েকটা মুহূর্ত মৃত্যুর কিনারায় ছিলো, তবু স্পীড বাড়িয়ে গেছে। একটু কমাতে হলো, সামনে জেড।

এরপর থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ালো শুধু সরল বিস্তৃতিতে স্পীড বাড়ানো, স্যাবের সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার না করে। আগে থাকার সুবিধেটুকু পুরোমাত্রায় ধরে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ল্যাচাসি, আর রানা ঠিক তার পিছনে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

প্রতিপক্ষকে নাগালের মধ্যে পেলো স্যাব আরো দুটো ল্যাপ শেষ করার পর। গাড়ি দুটো অষ্টম ল্যাপ পেরোলো, ঠিক যেন জোড়া লাগা অবস্থায়। পিছনে থেকে সুযোগের সন্ধান করছে রানা, ফাঁক খুঁজছে নাক গলাবার, আর প্রতি মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে নাগালের বাইরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ল্যাচাসি।

ঘাবড়ে গেছে হারামজাদা, ধারণা করলো রানা। যতো বেশি চাপ সৃষ্টি করলো ও, ততো বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে সে। এখনো সে দক্ষতার সাথে ড্রাইভ করছে, রানার প্রতিটি চালের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধ গড়ে তুলছে, কিন্তু তবু ফাঁস হয়ে গেছে গতি-ই তার একমাত্র

অবলম্বন। শিকেইন, ডান-হাতি আর হেড বাঁকগুলোতেও স্পীডের সেফটি লিমিট মানলো না সে।

ল্যাপ নাইন। আর মাত্র একটা বাকি, তারপর শেষ। স্যাৎ করে পিছিয়ে গেল স্ট্যাণ্ড। চোয়াল ব্যথা করছে রানার, নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত পিষছে। পরিণতি যাই হোক, ল্যাচাসিকে ওভারটেক করার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় আছে।

দ্রুত বিকশিত হলো আইডিয়াটা। হাজার বারে একবার সফল হবার আশা, এমন একটা ঝুঁকি যার শেষ পরিণতি হতে পারে ধ্বংস। শিকেইন পেরোচ্ছে ওরা, কুঁজ স্পর্শ করার সময় এবার ল্যাচাসি স্পীড কমালো। এতোক্ষণে হয়তো ড্রাইভারের নার্ভ ভোঁতা হতে শুরু করেছে। সামনে এবার বিপজ্জনক মৃত্যুফাঁদ, ডান-হাতি বাঁক।

বাঁক নেয়ার জন্যে শেলবি-আমেরিকানকে পজিশনে আনলো ল্যাচাসি, ডান দিকে সবটুকু ঘেঁষে রয়েছে সে—ট্র্যাকের কিনারায় গজানো ঘাস ছুঁই ছুঁই করছে তার চাকা—কঠিন বাঁকটা একশো মাইলে পেরোতে যাচ্ছে।

ঘুরতে শুরু করলো শেলবি-আমেরিকান, ডান দিকেই সেঁটে থাকলো ল্যাচাসি, যতোক্ষণ পারা যায় কিনারা ঘেঁষে থাকার ইচ্ছে, অন্তত যতোক্ষণ প্রেশার আর স্পীড জোর করে গাড়িটাকে বাঁ দিকে ঠেলে না দেয়। যতোটা ঘোরার ক্ষমতা সবটুকু ঘুরলো চাকাগুলো; কোণ, গতি আর মোচড়ের চাপে বাইরের দিকে পিছলাতে শুরু করলো। ব্রেকের ওপর ক্ষীণ একটু চাপ, পলকের জন্যে মন্থর হলো শেলবি-আমেরিকান।

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা—কখন ল্যাচাসি

বাঁ দিকে সরে আসতে এবং স্পীড কমাতে বাধ্য হবে। প্রথম এবং শেষ সুযোগ, লুফে নিলো রানা।

আমেরিকানের সরাসরি পিছনে না থেকে, অকস্মাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এলো স্যাব, স্যাৎ করে সরে এলো বাঁ দিকে। চাকার ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করলো ও, অনুভব করলো কঠিন চাপের মুখে যতোটুকু চেয়েছিল তারচেয়ে বেশি বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে স্যাব, হুইল ঘুরিয়ে সেটা থামালো। জানে এখন যদি হুইলগুলো লক হয়ে যায় লাটিমের মতো পাক খেতে শুরু করবে গাড়ি, ছিটকে বেরিয়ে যাবে ট্র্যাক থেকে।

উড়ে চলেছে স্যাব। তারপর, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে, একটা ফাঁক তৈরি হলো—বাঁকের মধ্যে, ল্যাচাসির বাঁ দিকে ফাঁকা রাস্তা।

এখুনি, যে-কোনো মুহূর্তে, ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে যাবে ল্যাচাসির গাড়ি, ঠিক যেমন ডান-হাতি বাঁক নেয়ার সময় প্রতিবার পৌঁছে গেছে। সময়ের ক্ষুদ্রতম ওই মুহূর্তটিতে রানা অনুভব করলো, সিধে হয়ে গেছে স্যাব। অ্যাকসিলারেটরে লাথি মারলো রানা, চেপে রাখলো পা, টের পেলো স্যাবের স্পয়লার গাড়ির পিছনটা রাস্তার দিকে ঠেসে ধরেছে! এতোক্ষণে, এই প্রথম, স্যাবের ফুল পাওয়ার কাজে লাগতে যাচ্ছে। চাপ খেয়ে ড্রাইভিং সিটের সাথে সেঁটে গেল রানা।

রানার এখন একটাই প্রার্থনা, আবার যদি গাড়ি বাঁদিকে পিছলে যেতে শুরু করে, বিরতিহীন বাড়তে থাকা টার্বোর সম্মুখগতি যেন তাতে বাধা দেয়, এবং বাঁকের মধ্যে ট্র্যাকের কিনারা স্পর্শ না করেও যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে স্যাবকে; বিড়বিড় করছে ও।

তারপর, চোখের পলকে ব্যাপারটা ঘটলো। পিছলে যাচ্ছে শেলবি-আমেরিকান, সেটার বাইরের দিকের ফাঁক গলে পাশ কাটালো

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

স্যাব, স্পীডমিটারের কাঁটা একশো চল্লিশের ঠিক নিচে। গাড়ি সিধে করে নিলো রানা, আরো শক্তি জোগালো এঞ্জিনে।

পাশ কাটাবার সময়, সন্দেহ নেই, একটুর জন্যে স্যাবের পিছনে নাক ঘষতে পারেনি আমেরিকান। মুহূর্তের জন্যে দ্বিতীয় গাড়ির বডি আর উইণ্ডস্ক্রীন স্যাবের রিয়ার-ভিউ মিররে ফুটে উঠলো, তারপরই কয়েক ফুট পিছিয়ে পড়লো। জেড বাঁক ঘোরার সময় স্পীড কমালো ওরা, কাছাকাছি থাকতে সমর্থ হলো ল্যাচাসি, যেন স্যাবের পিছনে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে আমেরিকান। কিন্তু বাঁক ঘোরা শেষ করে টপ গিয়ার দিলো রানা, পা চেপে রেখেছে অ্যাকসিলারেটরে।

সামনে অবশেষে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে লাফ দিলো স্যাব। সরল বিস্তৃতিতে স্পীড তুললো রানা একশো পঞ্চাশ, বাঁক ছটোয় নামিয়ে আনলো। তারপর, শেষ ল্যাপে, আবার স্পীড বাড়াতে শুরু করে একশো পঞ্চাশকেও ছাড়িয়ে গেল। শিকেইনের আগে, এক পর্যায়ে, আড় দেখালো স্পীডমিটারের কাঁটা—ছুঁয়ে দিলো একশো পঁচাত্তরের ঘর। পরের সরল বিস্তৃতিতে আরো সামান্য বাড়লো গতি। ইতিমধ্যে কিন কি চার মাইল পিছিয়ে পড়েছে ল্যাচাসি।

শেষ ছুটো বাঁকের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত স্পীড কমালো না রানা। দশম ল্যাপ শেষ করার পর অতিরিক্ত আরেকটা ল্যাপ ঘুরে এলো ও, এঞ্জিনকে শান্ত আর নিজেকে মানিয়ে নেয়ার জন্যে। ইতিমধ্যে মলিয়ের ঝানের মুখ দেখে নিয়েছে ও, টকটকে লাল আর রাগে ফোলা, ফ্ল্যাগ নামাবার সময়। রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে সে।

তবে রানা পিটে ফিরে আসার পর ঝান অভিনন্দন জানালো ওকে। শান্তই দেখালো তাকে, অবশ্য খুব গম্ভীর। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো লোকগুলো হাততালি দিচ্ছে, যদিও তাদের নিজেদের লোক

হেরে গেছে।

'ফেয়ার রেস, সন্দেহ নেই, মিঃ রানা,' বললো ঝান। 'আ ফেয়ার অ্যাণ্ড একসাইটিং রেস। আপনার ওই গাড়ি কিভাবে ছুটতে হয় জানে।'

সারা শরীর থেকে ঝর ঝর ঘাম ঝরছে, সাথে সাথে কিছু বললো না রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ল্যাচাসির দিকে। হাড়সর্বস্ব মুখ আগের চেয়ে ভীতিকর, ওর পিছনে পাথর হয়ে আছে।

'কতোটুকু ফেয়ার বলতে পারবো না, ঝান,' অবশেষে মুখ খুললো রানা। 'ওটা যদি অরিজিন্যাল শেলবি-আমেরিকান হয়, চিবিয়ে এই স্যুট খেয়ে ফেলবো। আর যদি আতসবাজির কথা তোলেন···।'

'হ্যাঁ, কি হয়েছিল ওখানে?' নিরীহ ভালোমানুষের মতো সরল চেহারা ঝানের।

'আমার ধারণা তাড়াহুড়ো করে সিগারেট ধরাতে গিয়েছিল ল্যাচাসি, দিয়াশলাইটা পড়ে যায়। আমার বোনাসের কথা মনে রাখবেন, ঝান। আ গ্রেট রেস। এবার, আপনি যদি ক্ষমা করেন···।'

ঘুরলো রানা, দৃঢ় পায়ে হেঁটে ফিরে এলো স্যাবের কাছে। গাড়িটার যত্ন নেয়া দরকার। ওর পিছু নিয়েছে ঝান।

'সমস্ত ঋণ আজ রাতেই হিসেব করবো, মিঃ রানা—টাকা, বলতে চাইছি। প্রিন্টগুলো তো আমারই, শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি। ও, হ্যাঁ, আরো একটা কথা মনে দুঃখ নিয়ে বলতে হচ্ছে—আতিথেয়তার পর্ব এবার শেষ করতে হয়। আজ রাতে সাড়ে সাতটার ডিনারে সাতটায় হাজির হলেই চলে, তাহলে খেতে বসার আগে ব্যবসায়িক আলোচনাটা সেরে ফেলা যাবে। ঠিক আছে তো?'

'ফাইন।'

amsuman@yahoo.com www.murchona.com©

'সত্যি দুঃখিত, কিন্তু সকালে আপনাদেরকে বিদায় না জানিয়ে উপায় নেই। জানেনই তো, আমাদের একটা কনফারেন্স হতে যাচ্ছে…প্রথম দলটা আজ রাতে এসে পৌঁছুচ্ছে…।'

'আমার ধারণা ছিলো কনফারেন্স ইত্যাদি এড়িয়ে চলেন আপনি।' স্যাবের ভেতর শরীরের অর্ধেকটা গলিয়ে বনেট ঝিলিক্সে টান দিলো রানা।

ইতস্তত করলো ঝান, তারপর হাসলো—স্বভাবসুলভ অট্টহাসি নয়, অপ্রতিভ হে হে। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা সত্যি। কনফারেন্স আমার সহ্য হয় না। আসলে লোকজনকেই আজকাল আর তেমন সহ্য করতে পারি না। আমার মনে হয় এটাই আমাকে চূড়ান্তভাবে বুঝতে সাহায্য করে যে রাজনীতি আমার বিষয় নয়। আপনি কি জানেন এক সময় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিলো আমার?'

'না, তবে বিশ্বাস করা যায়,' মিথ্যে বললো রানা।

'সাধারণত এখানকার কনফারেন্স-গুলো এড়িয়ে চলি আমি।' যেন শব্দের অভাবে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে ঝানের। 'ইউ সি,' বলে চলেছে, 'মানে, আজ যে লোকগুলো আসছে তারা সবাই অটোমোটিভ এঞ্জিনিয়ার। এ বিষয়ে ল্যাচাসি একজন এক্সপার্ট।' মৃদু, ধূর্ত হাসির আধার হয়ে উঠলো মুখ। 'ইতিমধ্যে সেটা আপনি নিজেও আশা করি ধরতে পেরেছেন। বিশ্বাস করবেন, গেলবি-র ওই নকলটা নিজের হাতে তৈরি করেছে ও?'

'এক্সট্রাজ্ অ্যাণ্ড অন?' রানার ভুরু টান খেয়ে উঠলো।

ঝানের কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো অট্টহাসি, গোটা ব্যাপারটা যেন মজাদার কৌতুক। 'ওই গাড়িটার কারণে দু'জনের একজন ট্র্যাকে মারা যেতে পারতাম আমরা,' চিন্তা করলো রানা, অথচ

ঝানের কাছে ব্যাপারটা হাসির খোরাক।

হাসি থামার পর একাণ্ড ভালুক আকৃতির লোকটা এমনকি নিঃশ্বাস ফেলার জন্যেও থামলো না। 'যা বলছিলাম… লোকগুলো এঞ্জিনিয়ার, এবং…তাদের উদ্দেশে ল্যাচাসি একটা বক্তৃতা দিচ্ছে কাল সকালে—মেকানিকস্-এর ওপর অত্যন্ত অ্যাডভ্যান্সড্ কথা-বার্তা, ঠিক কি জিনিস আমার জানা নেই। বলতে পারেন নির্বোধের মতো—এবং ওকে খুশি করার জন্যে—কথা দিয়েছি ওখানে আমি উপস্থিত থাকবো…কাজেই, বুঝতেই পারছেন, মিসেস লুগানিস বা আপনার খাতির যত্ন করার সময় হবে না আমার।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ওকে। সকালে চলে যাবো আমরা, ঝান।' গাড়ির দিকে পিছন ফিরলো ও।

'হেলপ ইওরসেলফ ফ্রম দ্য বারবিকিউ,' ফিরে যাবার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললো ঝান।

দশাসই লোকটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা ভাবছে, কে জানে কখন শুরু হবে অ্যাকশন। ছোটোর একটা কাজ করতে পারে ঝান। হয় তাদেরকে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে সে, হামলা করবে বাইরে কোথাও; নয়তো অতো ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে এখানে তার নিজের ঘাঁটিতেই একজোড়া কবর খুঁড়বে।

যাই ঘটুক, তৈরি থাকতে হবে রানাকে। হাতে অনেক কাজ, তার মধ্যে একটা হলো বান্না বেলাডোনার সাথে কথা বলা। কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার জন্যে টানেলেও ঢুকতে হবে ওকে, নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করার ওটাই ওর শেষ আশা। কিন্তু ঝান যদি প্রথম আঘাত হানে, ব্যর্থ হয়ে যাবে মিশন।

প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলো রানা। নিখুঁত, দর্শনীয় প্লেন হাই-

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

জ্যাক-গুলো পুনরুজ্জীবিত হামিসের কীর্তি—আরো ভয়ঙ্কর কিছু করার জন্যে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা। আমেরিকায় আসার পর থেকে যা দেখেছে বা উপলব্ধি করেছে ও, বিশেষ করে খান ব্রাদার্সে, প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে হামিস-পরিচালিত খুব বড় ধরনের একটা অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে। খান ব্রাদার্সকে বলা যায় চক্রের মাঝখানটা, এখানে সও মঙের টাইটেলধারীও উপস্থিত।

খান যা বলে গেল তারপর আর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো একদম উচিত নয়। তৈরি থাকতে হবে, যে-কোনো মুহূর্তে গা ঢাকা দেয়ার দরকার হতে পারে। রিটাকে বাঘের মুখে রেখেই হয়তো আড়াল নিতে হবে।

'খান না ল্যাচাসি? কে ওদের মধ্যে নতুন সও মং? দু'জনের মধ্যে কার হাতে চাবি?'

স্যাব নিয়ে কাজ করার সময় উদ্বেগ বাড়তেই লাগলো রানার। কাজ শেষ করে পেট্রল পাম্পের দিকে রওনা দিলো। ট্যাংক-টা অন্তত ভরে রাখতে হবে, কখন কি প্রয়োজন হয়।

বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে হ্যাণ্ডশেক করতে আসেনি ল্যাচাসি।

রানার সাথে একটাও কথা না বলে অদৃশ্য হয়েছে রিটাও—সিকিউরিটি স্টাফরা প্রায় জোর করেই নিয়ে গেছে ওদেরকে। রিটার সাথে বান্না বেলাডোনাকেও।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে মলিয়ের খানকেও কোথাও দেখলো না রানা। বিপজ্জনক প্রতিযোগিতার পর কেমন যেন নিস্তেজ আর মনমরা লাগছে নিজেকে ওর। খোলা জায়গায় আস্ত গরু আর ভেড়া আগুনে ঝলসানো হচ্ছে—পরিত্যক্ত বারবিকিউ, দু'জন মাত্র শেফ

দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধের মতো। এগিয়ে গিয়ে বড় একটা স্টেক, রুটি আর কফি নিলো রানা। খিদের জ্বালায় কষ্ট পেতে রাজি নয়।

স্যাবে তাড়াতাড়ি তেল ভরলো রানা, চোখ তুলে খালি হয়ে যাওয়া স্ট্যাণ্ডটা দেখে নিলো একবার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—পিঠ বাঁচিয়ে ফিরে যাবে কেবিনে। দু'একটা কাজ সেরে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসে রাত না নামা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে কোথাও। তারপর টারা-য় যাবে ডিনার খেতে, সাথে অস্ত্র নিয়ে।

ডিনারের পর গা ঢাকা দেবে আবার, ঢুকবে কনফারেন্স সেন্টারে। আশা—তার আগে ওর ওপর হামলা হবে না।

পিট থেকে বেরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে স্যাব। ঠোঁটের নিচে সামরিক অফিসারদের মতো চওড়া গোঁফ নিয়ে এক লোক, পরনে সাদা সিল্ক জ্যাকেট, উঁচু গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড থেকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল গাড়িটা, বনভূমি ঘেরা ঢালের দিকে ছুটছে।

মুচকি হেসে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড থেকে নেমে এলো হেনরি ডুপ্রে।

anirsumon@yahoo.com
www.murchona.com

চার

দিনের ভ্যাপসা গরম রাত সাড়ে এগারোটাতেও তেমন একটা কমেনি।

গাঢ় রঙের প্যান্টস, কালো টারটল-নেক আর জ্যাকেট পরেছে রানা, জ্যাকেটের নিচে ভি-পি-সেভেনটি ; জঙ্গলের ভেতর নরম ঘাসে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। চারপাশে ঝোপ-ঝাড় আর গাছ-পালা।

রাত জাগা পাখি আর অন্যান্য প্রাণীরা শব্দ করছে, ঝিঁঝি-গুলোর একটানা চিৎকারে কান ঝালাপালা, তবু কাছাকাছি এগিয়ে এলে মানুষের পায়ের বা গলার আওয়াজ ঠিকই চিনতে পারবে ও।

এক অর্থে, কার রেসের পর, তেমন নাটকীয় কিছুই ঘটেনি আজ। পিট থেকে কেবিনে ফিরে গিয়ে চট্ করে শাওয়ার সেরেছে ও, কাপড় পাল্টেছে, নিশ্চিত হয়েছে মুহূর্তের নোটিশে কেটে পড়ার জন্যে সব তৈরি আছে কিনা। ডিনারে পরার জন্যে কাপড় রেখে বাকিগুলো ভরেছে সুটকেসে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসগুলোও নিতে ভোলে-নি। ব্রিফকেসটাও নতুন করে গুছিয়েছে ও।

ব্রিফকেস নিজের জায়গাতেই আছে, স্যাবের ভেতর তালা দেয়া অবস্থায়। সুটকেসটাও।

সাথে রানা শুধু পিক-লক আর টুলস সেটটা নিয়েছে, আর স্পেয়ার ম্যাগাজিন সহ হেকলার অ্যাণ্ড কচ। এই মুহূর্তে যা পরে রয়েছে কেবিন থেকে বেরুবার সময় তাই ছিলো পরনে, শুধু টারটল-নেকটা বাদে—ওটার বদলে গায়ে একটা কালো শার্ট ছিলো।

লুকানোর ঠাঁইটাও তাড়াহুড়োর মধ্যে বেছে নিয়েছে ও—ফাঁকা জায়গাটার এক কোণে, গাছপালার ভেতর। রাস্তা, কেবিন আর স্যাব, তিনটেকেই যাতে পরিষ্কার দেখতে পায়।

ছ'টা পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থাকলো রানা। তারপর ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হলো টারা-র উদ্দেশে।

মলিয়েরকে হাসিখুশিই দেখতে পেল ও, বারান্দায় বসে পানীয় ধ্বংস করছে। গাঢ় নীল স্কার্ট আর ব্লাউজে শান্ত, ঠাণ্ডা লাগলো রিটাকে। কিন্তু হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল আলোর ছ্যুতি ছড়াচ্ছে বান্না বেলাডোনা, মায়াভরা চোখে কিসের যেন ঝিলিক, মধুকণ্ঠ যেন দেহ-মনে পুলক জাগানো মিষ্টিমধুর হাসির নির্ঝর।

ও পৌঁছুনোর প্রায় সাথে সাথেই বান্না বেলাডোনা জিজ্ঞেস করলো পান করার জন্যে কি দেয়া হবে তাকে, দুজোড়া চোখকে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিলো, এবং সেই মিলনের মধ্যে সংকেত থাকলো —সে ভোলেনি গোপনে ওদের দেখা হবার কথা আছে।

রিটা আগাগোড়া শান্তই থাকলো, তবে সে-ও যেন সংকেত দিলো রানাকে—তার সাথে ওর কথা হওয়া দরকার।

ইনস্ট্রুমেন্ট-গুলোর মধ্যে বেসুরো বাজছে একা শুধু পিয়েরে লাচাসি। আরো হাড্ডিসার লাগছে তাকে, কোটরে ঢোকা চোখ

amusun@yahoo.com www.murchona.com

প্রায় নড়লোই না, প্রায় কারো সাথেই কথা বললো না। অ্যা ব্যাড লুজার, ভাবলো রানা। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন। চিন্তা-ভাবনার মধ্যে খানেরও থাকার কথা, কিন্তু দেখে মনে হলো না—হাস্যরসের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে সে, খই ফুটছে মুখে।

একটা মাত্র ড্রিঙ্ক শেষ করার পর খান প্রস্তাব দিলো, রানা যদি প্রিন্টগুলো নিয়ে এসে থাকে, ব্যবসায়িক ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো। 'আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, মিঃ রানা,' চোখ মটকালো সে। 'অথচ তবু, আর সব লোকের মতোই, টাকা হাতছাড়া করতে পছন্দ করি না।'

বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে গ্যারেজের কাছে নেমে গেল রানা। প্রিন্ট নিয়ে ফিরে এলো আবার, খানকে অনুসরণ করে ঢুকলো বাড়ির ভেতর। সরাসরি প্রিন্ট রুমে চলে এলো ওরা। কোনো কথা হলো না, দু'জনের কারো মধ্যেই ইতস্তত কোনো ভাব নেই, খানের হাত থেকে খোলা একটা ব্রিফকেস নিয়ে তার হাতে প্রিন্টগুলো ধরিয়ে দিলো রানা।

'যদি ইচ্ছে করেন গুণে নিতে পারেন,' আনন্দে ডগমগ করছে খান। 'তবে গুণতে শুরু করলে ডিনারটা হারাবেন, এই আর কি। পুরো টাকাটাই ওখানে আছে। এক মিলিয়ন ডলার প্রফেসর লুগানিসের জন্যে, আরেক মিলিয়ন আপনার।'

'বিশ্বাস করলাম,' ব্রিফকেস বন্ধ করলো রানা। 'আপনার সাথে ব্যবসা করা সত্যি আনন্দময় অভিজ্ঞতা, খান। আমার আর যদি কিছু থেকে থাকে…।'

'আমার ধারণা, আবার আপনি আমার কাছে আসবেন, মিঃ রানা।' দ্রুত, প্রায় সন্দিহান চোখে রানার দিকে একবার তাকালো

খান। 'সত্যি কথা বলতে কি, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। এবার, যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে ওদের কাছে ফিরে যান—জিনিসগুলো সরিয়ে রাখবো আমি। আমার সত্যিকার দুর্লভ সম্পদগুলো কোথায় রাখছি কেউ জেনে ফেলতে পারে, এই আতঙ্ক আমি কাটিয়ে উঠতে পারি না।'

ব্রিফকেসে একটা টোকা দিলো রানা। 'এটাকেও তালার ভেতর, নিরাপদে রাখা দরকার। ধন্যবাদ, খান।'

পোর্টিকোয় ফিরে এসে রিটা বাদে আর কাউকে দেখলো না ও। 'তোমার বানুনা বেলাডোনা কিচেন তদারক করতে গেছে, আর মড়ার খুলিটা কে জানে কোথায় গেল,' ফিসফিস করে, দ্রুত জানালো রিটা।

রানা ইতিমধ্যে সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে গেছে, শান্তভাবে ডাকলো সে, 'এসো, আমাকে একটু সাহায্য করবে।'

গাড়ির পিছনে রানার সাথে মিলিত হলো রিটা, তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ভয়ের কাঁপন সাথে সাথে অনুভব করতে পারলো রানা।

'আসলেও ওরা মারাত্মক কিছু করতে যাচ্ছে, রানা। ক্রাইস্ট, রেসের সময় কি ভয় যে পাইয়ে দিয়েছিলে!'

'আমি নিজেও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলাম না, রিটা। শোনো।' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো রানা, ডিনারের পর ওদেরকে যদি একা ছেড়ে দেয়া হয়, কেবিনে ফিরে যাবে ও। 'ঠিক যা প্ল্যান করা হয়েছিল তাই করবো, তবে কাল সকালে বিদায় করে দেবার কথা জানিয়েছে খান। সন্দেহ করছি বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে বাইরে কোথাও ফাঁদে ফেলবে, তবে আমার ভুলও হতে পারে। হয়তো এখানেই

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

আজ রাতে আসবে আক্রমণ। অস্ত্রটা এখনো তোমার কাছে তো?'

ছোটো করে মাথা ঝাঁকালো রিটা, নিচু গলায় জানালো তার উরুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে জিনিসটা, খুব অস্বস্তিবোধ করছে।

'রাইট।' বুটে ব্রিফকেস রেখে বন্ধ করলো রানা, চাবি ঘোরালো। 'ডিনারের পর যতো তাড়াতাড়ি পারো। যেভাবে হোক বেরিয়ে আসবে তুমি। চাল বা কেবিনের কাছাকাছি যাবে না, যে জায়গার কথা বলেছি সেখানে যাবে। স্যাবটা ওখানেই রাখবো। যদি পারো গাড়ি চুরি করো, নাহয় হেঁটে, কিন্তু পৌঁছুতেই হবে। স্যাবের খুব কাছাকাছি যাবে না, আশপাশে লুকিয়ে থেকো, চোখ খোলা। দেখা হবার সময় যেমন ঠিক করা আছে আগে।'

'ঠিক আছে। শোনো, আমারও কিছু কথা···।'

'তাড়াতাড়ি।'

'আমরা কি বা কেন, সব ওরা জানে,' শুরু করলো রিটা। 'আর কাল রাতে হেনরি ডুপ্রে এখানে পৌঁচেছে।'

'তার সাথে গুণ্ডা তিনটে?'

'জানি না, তবে ল্যাচাসি শুধু মারতে বাকি রেখেছে ডুপ্রেকে, নিজের লোকদের সামলাতে পারেনি বলে। বোঝা গেল নির্দেশ ছাড়াই কাজ করছিল ওরা ওয়াশিংটনে। তোমার কোনো ক্ষতি করা চলবে না, রানা। আমার ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়—ওরা কথা বলার সময় পুরো নামটা উচ্চারণ করছিল, রিটা হ্যামিলটন—তবে তোমাকে ওরা জ্যান্ত চায়।'

'কার রেস···?'

'ওটার আয়োজন করা হয় তোমাকে নার্ভাস করার জন্যে। হার্ভে-

স্টার পিঁপড়ে—ওগুলো আনা হয় একই উদ্দেশ্যে, তুমি যাতে ঘাবড়ে যাও। ওরা জানতো ওই কেবিনে তুমি থাকছো না। পিঁপড়েগুলো আমার ক্ষতি করবে, এটাই চেয়েছিল ওরা। ল্যাচাসি কি রকম রেগেছিল তা যদি দেখতে তুমি! সব সত্যি, রানা, ভান বা অভিনয় নয়। ওদের সব কথা আড়াল থেকে শুনেছি আমি। হুকুম দেয়া হয়েছে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে, কিন্তু খুন করা যাবে না।'

'বেশ···।'

'আরো আছে। ওয়্যারহাউসে, বুঝলে, কিছু একটা ঘটেছে···।'

প্রশ্নবোধক আওয়াজ করলো রানা, 'উঁ?'

'হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা রেফ্রিজারেটেড ট্রাক বেরিয়ে এলো, আজ বিকেলে। ওয়্যারহাউসের পিছন থেকে। ওখানে আরো অন্তত দুটো ট্রাক ছিলো। প্রথম ট্রাকটা চলে গেল এয়ারফিল্ডের দিকে। আইস ক্রীম, রানা—সব ওরা সরিয়ে নিচ্ছে।'

ভুরুর মাঝখানে রেখা এঁকে বিড়বিড় করে বললো রানা, 'আরো কিছু জানতে পারলে ভালো হতো। কাল রাতের মধ্যে হয়তো সম্ভব হবে। খুব সাবধানে থাকবে, রিটা, খুব সাবধানে—সত্যি যদি ওরা ক্রিমিনাল বা টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি শুরু করে থাকে, আর আমরা যদি গায়েব হয়ে যাই, আমাদের খোঁজে দরকার হলে গোটা র‍্যাঞ্চ খুঁড়বে ওরা। আমি···,' হঠাৎ থামলো ও, পোর্টিকোয় কারো উপস্থিতি টের পেয়েছে।

এক সেকেণ্ড পর বান্না বেলাডোনার গলা ভেসে এলো, 'রানা? মিসেস লুগানিস? কেউ তোমাদের ডাকেনি? শুনছো, ডিনার সার্ভ করা হয়েছে।'

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সিঁড়ি বেয়ে পোর্টিকোয় উঠে এলো ওরা, বাড়ির ভেতর একা আগে ঢুকলো রিটা, পিছনে রানাকে রেখে এলো বেলাডোনার সাথে আস্তে-ধীরে আসার জন্যে। রিটাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে দিলো বেলাডোনা, তারপর মুখ ফের.লো রানার দিকে, নরম গলায় বললো, 'রানা। ডিনারের পর যতো তাড়াতাড়ি পারি তোমার সাথে দেখা করবো। প্লিজ সাবধানে থেকো। দোহাই লাগে তোমার। ভীষণ ভয় পাচ্ছি আমি। ভারি বিপজ্জনক···তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।'

সামান্য মাথা নত করে জানিয়ে দিলো রানা, বুঝেছে সে। বেলাডোনার মায়া মায়া চোখ আবেদনে ভরা, সফিসটিকেটেড এবং অত্যন্ত সুন্দরী ফরাসী যুবতীর চরিত্রের সাথে ঠিক যেন মানায় না, বিশেষ করে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ডাইনিং রুমের দিকে হেঁটে যাবার এই মুহূর্তটিতে।

কাজেই ডিনারের পর এই জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। বান্না বেলাডোনার জন্যে? প্রায় নিঃসন্দেহে তাই, ভাবলো ও। যদিও বাস্তবে অন্য কিছু, আরো অনেক কিছু ঘটতে পারে। ডিনারের সময় পরিবেশে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্তত দু'বার চরিত্রের সাথে বেমানান আচরণ করেছে মলিয়ের ঝান —একবার চাকরদের সাথে কথা বলার সময়, দ্বিতীয়বার বেলাডোনার সাথে। মাত্রা ছাড়ানো টেনশন-ই হয়তো দায়ী। রানা আর রিটা যা দেখেছে তা থেকে দু'জনেই ধরে নিয়েছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। মলিয়ের ঝান যদি সত্যি সত্যি মৎ হয়ে থাকে তার মুখোশ খসে পড়তে আর বেশি দেরি নেই।

ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবলো রানা, পিয়েরে ল্যাচাসি ওদের

সাথে ডিনার খায়নি, ব্যাপারটা কি তাৎপর্যপূর্ণ? ঝান কি সত্যি কথা বলেছে—কালকের জন্যে বক্তৃতা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলো হাড্ডিসার লোকটা?

ল্যাচাসি, নাকি ঝান? মাথে মধ্যেই প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রানার মনে। অন্ধকার সয়ে গেছে, সামান্যতম নড়াচড়াও ধরা পড়বে সতর্ক চোখে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। পরিষ্কার ঝলমল করছে ডায়াল। এগারোটা পঁয়ত্রিশ। ঠিক তখুনি দূর থেকে ভেসে এলো শব্দটা।

এঞ্জিনের আওয়াজ। মাথা ঘোরালো রানা, কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা। মনে হলো নিচে থেকে উঠে আসছে। ছোটো একটা কার, আন্দাজ করলো। গিয়ারের সাথে এঞ্জিনের আওয়াজও বদলে গেল, গাছপালা ঢাকা দীর্ঘ পথ বেয়ে উঠে আসছে।

মিনিট পাঁচেক পর হেডলাইটের আলো পড়লো ফাঁকা জায়গাটায়, পিছু পিছু এলো ছোটো গাড়িটা—কালো স্পোর্টস মডেল, দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা।

সরাসরি স্যাবের পিছনে থামলো গাড়ি। বোঝাই যায়, স্যাবের নড়াচড়ায় একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ছট্ করে যদি কেটে পড়ার দরকার হয়, সামনের অল্প জায়গায় বাঁক নিতে হবে রানাকে।

এঞ্জিন আর আলো অফ করলো ড্রাইভার। রাতের স্থির বাতাসে সিক্স-এর আওয়াজ পেলো রানা। বান্না বেলাডোনার কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো গাড়ির পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থিরভাবে। তারপর তার গলা ভেসে এলো, 'রানা? আছো তো, রানা?'

সাবধানে, ধীরে ধীরে খাড়া হলো রানা। ফাঁকা জায়গাটা পেরোচ্ছে, একটা হাত হোলস্টারে ভরা ডি-পি-সেভেনটির কাছে

তৈরি। একেবারে পিছনে না আসা পর্যন্ত বেলাডোনা ওর অস্তিত্ব টেরই পেলো না।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলো বেলাডোনা। 'ধ্যেত, রানা, এরকম করে না!' কাঁপছে সে, রানাকে ধরে ঝুলে পড়লো।

'তুমিই তো বলে দিয়েছো সাবধানে থাকতে।' বেলাডোনার মুখটা দু'হাতে ধরে উঁচু করলো রানা, হাসছে।

ডিনারের পোশাকটা বদলায়নি বেলাডোনা, সাদা কালো রেখা ও বৃত্তবহুল সিল্ক। সাধারণ একটা পোশাক, কিন্তু তার নিজস্ব স্টাইল আর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছে। হয়তো সাধারণ, মসৃণ আর উত্তেজক সিল্ক হাত দিয়ে স্পর্শ করে ভাবলো রানা, কিন্তু সন্দেহ নেই দামে খরচ পড়েছে তার মতো লোকের কয়েক মাসের বেতন।

'প্লিজ, রানা—আমরা ভেতরে যেতে পারি?' বেলাডোনার ঠোঁটের বাতাস রানার ঠোঁটে লাগলো। প্রথম বারের মতোই, তার গায়ের বিশেষ গন্ধটি প্রাণভরে উপভোগ করলো রানা। রেশমী কোমল চুলের সাথে এবার অসম্ভব দামি কি যেন একটা মেশানো হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে নিজের আরো কাছে টানলো রানা তাকে।

'প্লিজ, রানা, প্লিজ!' কোমল স্বরে তাগাদা দিলো বেলাডোনা। 'ভেতরে, প্লিজ!'

এক পা সামনে বাড়লো রানা, কেবিনে আগে ঢুকতে দিলো বেলাডোনাকে। তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বাললো ও। কেবিনের দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে রানার বাহুর ভেতর চলে এলো বেলাডোনা, মৃদু কাঁপছে, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। 'এসে ভুল করে ফেলেছি।' রুদ্ধশ্বাসে কথা বলার এই ভঙ্গিটি ডোলার.নয়.

প্রথমবার বেলাডোনাকে সাথে বসে চুমো খাবার সময় শুনেছিল।

'তাহলে এলে কেন?' দু'হাত দিয়ে বেলাডোনাকে আলিঙ্গন করলো রানা, ঘুরে ওর দিকে ফিরলো বেলাডোনা, শরীরে তার হাত আর পায়ের জোরালো স্পর্শ অনুভব করলো রানা।

'কেন বুঝতে পারো না?' মুখ তুলে রানার ঠোঁটে চুমো খেলো বেলাডোনা, আবার পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। 'না। এখুনি নয়। কি যে ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝছি না, রানা। তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে ঝান আর ল্যাচাসি দু'জনেই মানুষ মারার প্ল্যান করেছে। ওদের প্ল্যান···মোটকথা এরচেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না, রানা। আমি শুধু এটুকুই জানি, শুধু এটুকুই তোমাকে বলতে পারি। দু'জনেই ওরা আমার কাছ থেকে সব লুকিয়ে রাখে। কালরাতে লোকজন এসেছে—পুব থেকে, নিউ ইয়র্ক থেকে। ওদের কিছু কিছু কথা কানে এসেছে আমার। ল্যাচাসিকে বলতে শুনলাম, আজ যদি সে রেসে না জেতে···।'

'কিন্তু রেসের আগে তোমাকে তো বেশ স্বাভাবিকই লাগছিল···।'

'তোমাকে সাবধান করার কোনো উপায়ই ছিলো না, রানা। কেন দেখোনি, ঝানের লোকেরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল?' দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়লো বেলাডোনা। 'কোনো কথা শুনবো না, তোমাকে পালাতে হবে, রানা।'

'ঝান কাল সকালে বিদায় নিতে বলেছে···।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি···কিন্তু···,' কাছে এসে রানার বুকের সাথে সেঁটে গেল বেলাডোনা, '···ওরা অপেক্ষা করবে, জানি আমি। নতুন অনেক লোককে দেখা গেছে, সাথে কুকুর নিয়ে ঘোরাও করে রাখছে গোটা র‍্যাঞ্চ···কাকে যেন বলতে শুনলাম হাফ-ট্রাক ব্যবহার

করা হবে···হাফ-ট্রাক, তাই না ?'

'মরুভূমিতে হাফ-ট্রাক কাজের জিনিস, হ্যাঁ।' ওর-ও যে তাই ধারণা সে-কথা বললো না রানা। কোনো সন্দেহ নেই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে ঝান নামের কুকুরটা, নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দেবে ওদেরকে র‍্যাঞ্চের বাইরে, বেরিয়ে গিয়ে সরাসরি পেশাদার খুনীদের হাতে পড়বে ওরা।

শিউরে উঠে রানার বুকে মুখ গুঁজলো বেলাডোনা।

'শোনো, বান্না।' দু'হাত তার কাঁধে রেখে মৃদু চাপ দিলো রানা, দুটো মুখ সামনাসামনি হলো। 'মন দিয়ে শোনো। রিটা চলে যাচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি। দু'জনেই আমরা গায়েব হয়ে যাবো। কাল নয়, ঝান যেমন চাইছে, আজ রাতেই—কিংবা খুব ভোরের দিকে। আমিও জানি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তাই ঠিক করেছি গা ঢাকা দেবো, র‍্যাঞ্চের ভেতরই···।'

'কিন্তু, রানা···র‍্যাঞ্চের ভেতর তো···।'

'জানি। গা ঢাকা দেবো, আর চেষ্টা করবো অন্তত একজন যাতে বেরিয়ে যেতে পারি···।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম···কিন্তু কিভাবে ? ভেবেছো ওরা তোমাদের পালাবার পথ খোলা রেখেছে ? অসম্ভব। টাকাগুলো, তাই না, রানা ? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ক্ষণস্থায়ী নিস্তব্ধতা শেষ হবার আগেই শোনা গেল ভারি একটা প্লেনের আওয়াজ। বেশ নিচে দিয়ে র‍্যাঞ্চের আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

কেবিনের বন্ধ জানালার দিকে তাকালো বান্না বেলাডোনা। 'ওই আসতে শুরু করেছে ডেলিগেটরা! আজ রাতে দুটো আলাদা আলাদা ফ্লাইট। তা নয়তো ঝানের ফ্রেইটার···।'

'ফ্রেইটার ?'

বেলাডোনার গলায় সংক্ষিপ্ত, নার্ভাস হাসি। 'বুঝলে না, লোকটার আইস ক্রীম! জানি ক্রিমিনাল একটা কিছুর মধ্যে ব্যস্ত সে, কিন্তু আইস ক্রীমের কথা ভোলেনি। নতুন আরেকটা ফ্লেভার আবিষ্কার করেছে, কে জানে কোথাকার এক ডিসট্রিবিউটরকে বিক্রিও করে দিয়েছে। টন টন আইস ক্রীম, রানা। আজ রাতেই তো ডেলিভারি দেয়ার কথা।'

ডিসট্রিবিউটরের কাছে আইস ক্রীম পাঠানো হচ্ছে, তাৎপর্যটা কি ? সাদামাঠা, নির্দোষ আইস ক্রীম ? নাকি ঝান আর ল্যাচাসির উদ্ভাবিত ওষুধ মেশানো আইস ক্রীম ? ওষুধের প্রতিক্রিয়া চাক্ষুষ করেছে রানা, নিজের অজান্তেই মানুষ শয়তানে পরিণত হয়, নিজের প্রিয়জনকেও খুন করতে পারে হাসিমুখে।

'কোথায়, রানা ? কোথায় তুমি লুকাবে ?' বেলাডোনা জিজ্ঞেস করলো।

'না!' তীক্ষ্ণ, প্রতিবাদের সুর রানার কণ্ঠে। 'সে-কথা তোমার না জানাই ভালো। কিছুই যদি না জানো, ওরা তোমার ওপর টরচার করার সুযোগ পাবে না। স্রেফ গায়েব হয়ে যাবো আমরা, কোথায় এই মুহূর্তে আমি নিজেও তা জানি না। তুমি অপেক্ষা করবে, বান্না। কোনো রকম ঝুঁকি নেবে না, শুধু অপেক্ষা করবে। কেউ না কেউ আসবে, কথা দিলাম তোমাকে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না ?'

'কেন হবে না!' বেলাডোনাকে কাছে টানলো রানা, চুমো খেলো ঠোঁটে। 'বেঁচে থাকলে অবশ্যই হবে।'

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

রানা অনুভব করলো তার একটা হাত ওর উরুতে আঙুল বুলাচ্ছে। 'সময় ফুরিয়ে আসছে, রানা!' জায়গা নেই আর, কিন্তু তবু আরো সরে আসার চেষ্টা করছে বেলাডোনা, যেন সেঁধিয়ে যেতে চায় রানার ভেতর, ফিসফিস করছে রানার কানে, 'রানা, তোমার যদি কিছু ঘটে···আমার কি হবে? আমি কি নিয়ে···?' নরম ঠোঁট দিয়ে রানার গলা ছুঁলো সে, মৃদু কামড় দিলো চিবুকে। '···বলে দাও! আমার স্বপ্ন কি তাহলে পূরণ হবার নয়? তোমাকে চেয়েছি··· যদি কিছু ঘটে···' একটু যেন ফোঁপাচ্ছে বেলাডোনা, রানার গালের সাথে গাল ঘষছে।

বেলাডোনাকে জড়িয়ে ধরে, ধীর পায়ে বেডরুমের দিকে এগোলো রানা। বিছানায় ওঠার আগে নাইট-টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দিলো ও।

'না, ন্না!' কোমল সুরে আবদার জানালো বেলাডোনা। 'প্লিজ রানা, আমি আলো চাই না···অন্ধকার।'

'একটু সেকেলে হয়ে যায় না···?'

'প্লিজ, রানা,' সুর করে বললো বেলাডোনা, অনুরোধ।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা, বোতাম টিপে নিভিয়ে দিলো আলো, মেঝেতে খসে পড়া কাপড়চোপড় ছেড়ে উঠে এলো, বেলাডোনার মাথা গলে বেরুতে থাকা সিল্কের খসখস শুনতে পাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে, নাগালের মধ্যে অটোমেটিক-টা রাখতে গিয়ে হঠাৎ রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে উঠলো, সাঁৎ করে হাতটা লম্বা করে আবার আলো জ্বাললো ও।

'কি হলো!' লজ্জায় কুঁকড়ে গেল বেলাডোনা, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

'দুঃখিত বান্না খানিকটা আলো না থাকলে আমার চলবে না।'

এক গড়ান দিয়ে রানার ওপর উঠে এলো বেলাডোনা। 'ওরে পাজি! ওরে নির্লজ্জ!' প্রতিবার নতুন নতুন নামে ডাকছে সে রানাকে, আর পাগলের মতো চুমো খেয়ে অস্থির করে তুলছে।

ভোর চারটের দিকে চলে গেল বান্না বেলাডোনা। যাবার আগে একশো একবার, পইপই করে সাবধান করে দিলো, রানা যেন সতর্ক থাকে। 'আবার আমাদের দেখা হবে, রানা? বলো আবার দেখা হবে আমাদের।'

আলতো একটা চুমো খেয়ে কথা দিলো রানা, অবশ্যই আবার মিলিত হবে ওরা।

'যদি,' অবশেষে রানাকে বললো সে, ওরা যখন গাড়ির কাছে পৌঁছুলো, 'যদি খারাপ কিছু ঘটে, রানা, আমার ওপর ভরসা রেখো। তোমাকে সাহায্য করবো আমি। সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করবো। তোমাকে ভালো···।'

শেষ চুমো দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো রানা। 'বলাটা খুব সহজ।' অন্ধকারে হাসলো ও। 'তারচেয়ে কি উপভোগ করলাম আমরা সেটার কথা ভাবো, আশা করো, আরো পাবো।'

স্যাবের পাশে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, গাছপালার ভেতর ছোটো গাড়িটার আলো হারিয়ে যেতে দেখলো ও। প্রেমময় সংস্পর্শে পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ হয়ে ওঠা মাসুদ রানা এরপর নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে স্যাবে উঠে বসলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যার অর্থ নিজের কাছেও তেমন পরিষ্কার নয়, ছেড়ে দিলো গাড়ি, শুধু পার্কিং লাইটগুলো ব্যবহার করছে। ঢালু পথ বেয়ে নেমে এলো ও, তারপর ঢাল ঘিরে থাকা রাস্তা ধরলো। সেই আগের জায়গায় ফিরে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

এলো রানা, যেখানে বসে বান্না বেলাডোনার সাথে কথা হয়েছিল ওর, শুনেছিল কিভাবে তার সব টাকা-পয়সা হজম করে ফেলেছে মলিয়ের ঝান।

গাছপালার ভেতর গাড়িটা যতোটা সম্ভব লুকালো রানা, বাকি সামান্য পথটুকু হেঁটে এলো। বেলাডোনার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত ওর, সে-ই তো কনফারেন্স সেন্টারে ঢোকার পথটা দেখিয়েছে ওকে।

সকাল হতে খুব বেশি দেরি নেই, বড়জোর দু'ঘণ্টা, কাজেই জগিঙের ভঙ্গিতে নিঃশব্দে দৌড়ানোর কৌশলটা কাজে লাগালো রানা, দ্রুত হাঁটার বিকল্প, কমান্ডো ট্রেনিং-এর সময় শিখেছিল। পরনে এখনো ওর হালকা পোশাক, সাথে শুধু হেকলার অ্যাণ্ড কচ, স্পেয়ার অ্যামুনিশন, পিক-লক আর টুলস্ সহ রিঙটা রয়েছে।

যতোটা ধারণা করেছিল তারচেয়ে লম্বা পথ, জঙ্গলের কিনারায় ম্যানহোলের কাছে যখন পৌঁছুলো আকাশের ঘন কালো রঙ একটু যেন হালকা লাগলো চোখে। ধাতব ঢাকনি সহজেই উঠে এলো, ভেতরের বড়সড় হাতলটা ধরলো রানা।

প্রবেশপথের মুখ খুলে গেল। মেটাল কভার জায়গামতো রেখে গর্তের ভেতর নামলো ও, সন্ধানী চোখে চারদিকে তাকালো—বেলা ডোনার কথামতো ভেতর থেকে পাথরটা প্রবেশপথের মুখে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা মেকানিজম আছে। রাস্তা থেকে প্রায় বারো ফুট নিচে নেমে এসেছে ও, টানেলে ঢোকার মুখটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, দূরে ছোটো একটা নীল বালব জ্বলছে।

শেষ ধাতব আঙটার কাছাকাছি দেখা গেল মেকানিজম। লিভার ধরে টান দিতেই একধারে কাত থেকে শোনা গেল হাইড্রলিক গুঞ্জন,

মাথার ওপর প্রবেশপথের মুখে ভারি পাথরটা ফিরে আসতে শুরু করায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো চারপাশটা।

চেম্বার থেকে খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পেরিয়ে টানেলে ঢুকলো রানা। সিলিংটা প্রায় আট ফুট উঁচু, দু'হাত দু'দিকে লম্বা করে দিয়ে দু'পাশের দেয়ালের স্পর্শ পেলো রানা আঙুলের ডগায়। খুব বেশিদূর এগোয়নি, লক্ষ্য করলো টানেলের মেঝে নিচের দিকে সামান্য ঢালু হতে শুরু করেছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই, তবু ঘন ঘন থেমে কান পাতলো রানা। কনফারেন্স সেন্টারটা ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, তারমানে ঝানের লোকেরা এ-পথে আসা-যাওয়া করছে। র‍্যাঞ্চ থেকে সেন্টারে ঢোকার এই একটাই তো পথ।

কারো সাথে দেখা হলো না, প্রায় এক মাইল হেঁটে এসেছে ও। নিচের দিকে নেমে যাবার পর মেঝেটা মাঝখানে সমতল হয়েছিল, তারপর শেষ দিকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। আগেও বেশ খানিকটা হাঁটা হয়েছে রানার, অনুভব করলো কিছুটা আড়ষ্ট লাগছে উরুর পেশী।

আগের চেয়ে আরো সাবধান রানা, হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছে। ধরে নিতে হবে সামনে লোকজন আছে। এদিকে আরো খাড়াভাবে উঠে গেছে মেঝে, ধীরে ধীরে এক দিকে বেঁকে গেছে টানেল। তারপর, কোনো আভাস ছাড়াই, হঠাৎ করে গোটা টানেল চওড়া হয়ে গেল, শেষ মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার। খিলান আকৃতির আরেকটা প্রবেশপথ, ভেতরে চেম্বার। পথের প্রথম মাথাটার চেয়ে আকারে বড় এটা।

রানার সামনে মসৃণ দেয়াল, শাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। গোটা

চেম্বারটা পরীক্ষা করলো রানা, মনে আছে বেলাডোনা বলেছিল এদিকের মাথাতেও একটা মেকানিজম থাকবে, যার সাহায্যে দারোয়ানের রুজিটে যাওয়া যায়। কিন্তু ডিভাইসটা সম্পর্কে বিশদ কিছু বলেনি সে। রানা শুধু সাদা পাথরের মসৃণ দেয়ালে নীল আলো দেখতে পাচ্ছে—কোথাও কোনো বাক্স, ধাতব ঢাকনি বা সুইচ নেই।

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে চেম্বারে ঢোকার সময় নাক বরাবর সামনে যে দেয়াল পড়ে, ওটাতেই বেরিয়ে যাবার পথ করা আছে। আরো বলে, দরজাটা যদি রুজিটের পিছন দিকে হয়, ডান হাতের বরাবর থাকবে হ্যাণ্ডেল।

দেয়ালের মাঝখান থেকে শুরু করলো রানা, চৌকো মার্বেল পাথর পরীক্ষা করলো একটাএকটা করে। তিন সারি পাথর পরীক্ষা করলেই হবে, তার নিচ আর ওপরেরগুলো বাদ। প্রতিটি পাথর চাপ দিলো, খোঁচা দিলো জয়েন্টগুলোয়। পনেরো মিনিট পর ঠিক জায়গায় চাপ পড়তেই খানিকটা পিছিয়ে একপাশে সরে গেল পাথরটা, ভেতরে সাধারণ একটা দরজার নব।

আস্তে করে নবটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো রানা। এবার একসাথে অনেকগুলো মার্বেল সরে গেল, দেখা গেল মোটা একটা কাঠের দরজা, গায়ে আরেকটা নব। নব ঘুরিয়ে কবাট খুললো ও, দূর প্রান্তে প্লাস্টার করা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে শেলফ, ধনুকের মতো বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে আছে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, শেলফের ভেতর আড়াল করা নব-টা খুঁজে বের করলো।

রুজিটের ভেতর জায়গা খুব কম, দরজার পিছনে কোনো রকমে একজন লোক লুকিয়ে থাকতে পারে।

রানার সামনে শেলফ, শেলফের পাশে প্লাস্টার করা দেয়ালে

আরেকটা দরজা। গোপন দরজাটা বন্ধ করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ও, অন্ধকার সয়ে নেয়ার জন্যে সময় দিলো চোখ দুটোকে।

নব ধরে ধীরে ধীরে ঘোরালো রানা, সেই সাথে চাপ বাড়ালো সামনের দিকে। টানেলের নীল আলো আর নিস্তব্ধতার পর আওয়াজ শুনে প্রায় চমকে উঠলো ও। লোকজনের গলা ভেসে আসছে—নারী-পুরুষকণ্ঠ। রুজিটের খোলা দরজার সামনে প্যাসেজ, আলোয় উদ্ভাসিত। প্রায় সংলগ্ন খোলা একটা জানালা জানিয়ে দিলো ভোর হয়ে গেছে, উজ্জ্বল রোদ ঢুকছে ভেতরে।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। ঢাল থেকে এখানে পৌঁছুতে এতোটা সময় লাগবে ভাবতে পারেনি ও। সাড়ে সাতটা বাজে। তবে লাভ হয়েছে এই যে অপেক্ষার সময়টা কমলো। কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করবে সে? কারো চোখে না পড়ে কিভাবে সে কনফারেন্সে হাজির থাকবে?

রুজিটের দরজাটা খোলা রাখলো রানা, যদি তাড়াহুড়োর মধ্যে পালানোর দরকার হয়। প্যাসেজ ধরে এগোলো কয়েক পা। খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে শব্দগুলো, হয়তো বিশ ফুট সামনের বাঁক ঘুরলেই লোকজন দেখে ফেলবে ওকে। মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো শুনলো ও, হাসলো আপনমনে। চিনতে পারছে—প্লেট, কাপ-পিরিচের আওয়াজ। ডাইনিং রুমের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো রানা। চওড়া একটা লন, মাঝখানে ইংরেজী অক্ষর এইচ-এর আকৃতি নিয়ে সাদা পাথুরে একটা কাঠামো। দূরে উঁচু তারের বেড়া। তারপর একটা দেয়াল, ওপাশে সবুজ বনভূমি পরিষ্কার দেখা গেল। সরাসরি একটা হেলিপ্যাডের

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা।

ঘুরে ক্লজিটের দিকে ফিরলো ও, একজোড়া দরজা দেখতে পেলো। প্রতিটি দরজার ওপরের অর্ধেকে মোটা স্বচ্ছ কাচের প্যানেল রয়েছে। গোটা গোটা সোনালি হরফের লেখাগুলো পড়ে জানা গেল এই পথেই কনফারেন্স সেন্টারে যাওয়া যায়। প্যানেলে চোখ রাখার জন্যে প্যাসেজ ধরে ফিরে এলো রানা।

উঁকি দিয়ে সরে এলো রানা একপাশে, প্যাসেজ আর দরজার আড়ালে।

দুই কি তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যা দেখার সব দেখে নিয়েছে ও। দরজার ভেতর বিশাল একটা হল, আধুনিক থিয়েটারের মতো। প্রকাণ্ড অর্ধচন্দ্র আকৃতিতে সাজানো হয়েছে গদিমোড়া আসন, মধ্যবর্তী প্যাসেজগুলোয় চোখ ধাঁধানো রোদের মতো উজ্জ্বল আলো। আসনগুলোর সামনের অংশে চওড়া স্টেজ, এরইমধ্যে লম্বা টেবিল আর ডজনখানেক চেয়ার ফেলে সাজানো হয়েছে সেটা। টেবিলের সামনে মাইক্রোফোন, বুক সমান উঁচু ডেস্কটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে। স্টেজের পিছন দিকে, পর্দার মতো দেখালো ঝুলে থাকা সিনেমা স্ক্রীনটাকে।

কনফারেন্স হল খালি নয়। কমকরেও ঝান সিকিউরিটির দশ-বারো জন লোক চারদিকে ঘুর ঘুর করছে, তাদের দু'জনের সাথে একটা করে কুকুর, কারো হাতে এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন ডিভাইস বা অ্যান্টি-বাগিং স্নিফার্স। সন্দেহ নেই ব্যবহারের আগে চেকে পরিষ্কার করে নিচ্ছে হলটাকে। অটোমেটিক এঞ্জিনিয়ারদের সামনে কাগজ পড়বে পিয়েরে ল্যাচাসি, সে-জন্যে? নাকি খোদ মনিয়ের ঝানই বক্তৃতা দেবে মিটিঙে?

এক সেকেণ্ডের জন্যে আবার একবার উঁকি দিলো রানা, দরজার কাছাকাছি ঝান সিকিউরিটির কয়েকজনকে দেখে তাড়াতাড়ি ক্লজিটের ভেতর ঢুকলো ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে হেকলার অ্যাণ্ড কচ, সেফটি ক্যাচ অফ। সিকিউরিটির লোকেরা এই পথেই যেতে পারে, ঝানের অন্যান্য সহকারীরাও ব্যবহার করতে পারে এই প্যাসেজ।

ক্লজিটে ঢুকছে রানা পাঁচ সেকেণ্ডও হয়নি, এখনো পুরোপুরি বন্ধ নয় দরজা, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল প্যাসেজে বেরিয়ে আসছে সিকিউরিটির লোকগুলো। গলার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা গেল, মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে।

'ও. কে.?' জিজ্ঞেস করলো একজন।

'ওরা বলছে সব পরিষ্কার, টড,' দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর থেকে জবাব এলো।

আরেকটা নতুন কণ্ঠস্বর, 'স্টেজের তলাটা, জনি? খুঁটিয়ে সব দেখা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, হয়েছে—তলা-ওপর কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। বাঁ দিকে অ্যাকসেস ফ্ল্যাপ-এর ভেতরটা পর্যন্ত দেখা হয়েছে। টর্চ নিয়ে আমি নিজে ঢুকেছিলাম। মোড়ক খোলা সাবানের মতো পরিষ্কার দেখে এসেছি—ধুলো আর মাকড়সার জালগুলো যদি বাদ দাও।'

কয়েকজনের মিলিত হাসি শোনা গেল, সেই সাথে ধারণা করলো রানা অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়েছে।

'ওঁরা আসছেন কখন?' কেউ একজন জানতে চাইলো।

'মহিলা আর পুরুষ শ্রোতারা আসন গ্রহণ করবেন আটটা পঁয়তাল্লিশে, তারপর যতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কড়া নির্দেশ—আটটা পঁয়তাল্লিশের পর কাউকে আর ঢুকতে দেয়া হবে না।'

'তাহলে আর চিন্তা কি, হাতে প্রচুর সময়। চলো কিছু খেয়ে নিই।'

'সও মং কি আসছেন ?' প্রশ্নটা করলো জনি, এবং রানা অনুভব করলো জোরালো প্রত্যাশায় ওর ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল।

'আন্দাজ করা হচ্ছে। যদিও কথা বলবেন না। কখনোই বলেন না।'

'না। আফসোস। ঠিক আছে, বন্ধুরা, কার কি কাজ মনে থাকে যেন, কোনো রকম বেয়াদপি বা গাফলতি নয়—কাকে কোথায় বসাতে হবে জানোই তো। আর যখন…।'

দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল ওদের গলা, এক সময় বুটের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়লো না, হাতে অটোমেটিক নিয়ে ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এলো রানা। প্যাসেজটা ভালো করে দেখে নিলো একবার, ফাঁকা। কয়েক সেকেণ্ড পর, কন-ফারেন্স হলের ভেতরে রয়েছে রানা, মধ্যবর্তী একটা প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোচ্ছে। মনে মনে জনিকে ধন্যবাদ দিলো ও, স্টেজের বাঁ দিককার অ্যাকসেস্ ফ্ল্যাপ-এর কথা সেই জানিয়েছে।

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে জিনিসটা খুঁজে নিলো রানা। সাধারণ একটা পর্দা, দু'পাশে খানিক পর পর রিঙ আটকানো আছে, রিঙের ভেতর রশি, টানলে সরে যাবে গোটা পর্দা। খানিকটা অংশ উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে স্টেজের তলায় ঢুকে পড়লো রানা, ক্লজিট থেকে বেরুবার পর সময় পেরিয়েছে মাত্র ষাট সেকেণ্ড।

এখন থেকে শুধু অপেক্ষার পালা। পৌনে ন'টা বা কিছু আগে ডেলিগেটরা আসবে। তার খানিক পর আসবে সও মং। সও মং ওরফে উ সেন নয়, এ লোক নতুন সও মং। নামটা এখন ফাঁস হয়ে গেছে, অচিরেই রানা তাকে চাক্ষুষ দেখে চিনে নিতে পারবে—

সন্দেহভাজন দু'জনের একজন।

দু'জনের মধ্যে কে? খান, নাকি প্যাচাসি ?

পাঁচ

অন্ধকার স্টেজের তলায় চুপচাপ শুয়ে আসল ও অকৃত্রিম সও মং প্রসঙ্গে ভাবছে রানা। উ সেন, হামিদের প্রথম নেতা। আজ যার কথা শোনা যাচ্ছে, নতুন সও মং, সে কি উ সেনের কোনো আত্মীয় হতে পারে ? অবশ্য এ-ধরনের একটা অর্গানাইজেশনে ক্ষমতার হাত বদল আত্মীয়তার সূত্র ধরে না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু উ সেনকে যতোটুকু চিনেছিল রানা, বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা বিপুল পরিমাণেই ছিলো তার ভেতর। রাজা মারা যায়, কিন্তু সে তার একজন উত্তরাধিকারী রেখে যায়। রাজা দীর্ঘজীবী হোন মানেই হলো পরবর্তী রাজার মধ্যে তাঁকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারী একজন আত্মীয় হলেই সেটা সম্ভব।

উ সেন মারা গেলে কে হবে তার উত্তরাধিকারী, সেটা নিশ্চয়ই রানার হাতে উ সেন মারা যাবার আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

কিন্তু জানা যাচ্ছে, উ সেনের উত্তরাধিকারী সাথে সাথে উদয় হয়নি, আত্মপ্রকাশ করতে প্রচুর সময় নিয়েছে। হামিস প্রসঙ্গেও সেই একই কথা, পুনরুজ্জীবিত হয়েছে অনেক দেরি করে। তারমানে কি? ধরে নিতে হয় ইউনিয়ন কর্সের নেতারা নতুন সও মতের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কবে সে আত্মপ্রকাশ করে?

কেন যেন মনে হলো রানার, তার এই দেরি করে আত্মপ্রকাশ করাটা তাৎপর্যপূর্ণ।

উ সেন মারা যাবার সময় তার বয়স ছিলো অল্প? হামিসের মন্ত্রে দীক্ষা নিতেই পেরিয়ে গেছে এতোগুলো বছর? ইউনিয়ন কর্সের নতুন কাঠামোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াবার আগে অবশ্যই তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে, শেষ করতে হয়েছে কঠিন কঠিন ট্রেনিং। সেজন্যেই কি এতো দেরি হলো?

কিন্তু আত্মীয় বা আপনজন হয় কি করে? উ সেন তো বিয়েই করেনি। না, রানা যতদূর জানে বিয়ে করেনি সে।

চিন্তাস্রোত অন্য খাতে বইতেই ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার। বান্না বেলাডোনা এমন এক দুর্লভ প্রজাতির নারী, কাছে না পেলেও শুধু তার কথা ভাবলেই আনন্দ আর পুলকের হিল্লোল বয়ে যায় দেহ-মনে। অথচ কি দুর্ভাগ্য, গোটা জীবনটাই তার নাটকীয় বিপর্যয়ের সমষ্টি। এতিমখানায় মানুষ, মা-বাবার পরিচয় জানা হলো না কোনোদিন। অজ্ঞাতপরিচয় আত্মীয়ের বিপুল ধন-সম্পত্তি যদি বা পেলো, শর্ত থাকলো অচেনা এক লোকের প্রস্তাবে কল্যাণ ধর্মী কোনো সংগঠনের কর্মকাণ্ডে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে তাকে। উদয় হলো মলিয়ের বার্নি। বান্না বেলাডোনার জীবনে আরেক অভিশাপ। টাকা-পয়সা সব হাতছাড়া করার পর বেলাডোনা জানতে

পারলো হামিসের উদ্দেশ্য কল্যাণকর তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো। বুঝলো, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ব্রান র‍্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে, বলা যায় বন্দী করেই রাখা হয়েছে। শুধু কি তাই, হামিসের একজন নেতা তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল।

বেচারি!

বেলাডোনার গোটা শরীর ভেসে উঠলো চোখের সামনে, চোখে এই ছবি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো রানা।

আতকে উঠে ঘুম ভাঙলো ওর। চারদিকে শব্দ, বহু লোকের মিলিত গুঞ্জন। কুকুরের মতো ঝাঁকি দিয়ে ঘুম তাড়ালো রানা, উপুড় হলো স্টেজের তলায়, তারপর কান পাতলো। ইতিমধ্যে প্রচুর লোক-জন, নারী বা পুরুষ, জড়ো হয়েছে। রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালো ও, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। প্রায় ন'টা বাজে।

মিনিটখানেক পর গুঞ্জন থেমে গেল। পরিবর্তে হাততালি শুরু হলো, অবিরাম বজ্রপাতের মতো পীড়াদায়ক। সেই সাথে স্টেজের ওপরে, ভারি পায়ের আওয়াজ পেলো রানা।

ধীরে ধীরে হাততালির শব্দ স্তিমিত হয়ে এলো। কাশির আওয়াজ হলো, কে যেন গলা পরিষ্কার করলো, তারপর তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। রানা আশা করেছিল মলিয়ের ব্রান কথা বলবে, কিন্তু গলাটা তার নয়। সরু, তীক্ষ্ণ, কর্কশ মেয়েলি কণ্ঠস্বর—ল্যাচাসির। কিন্তু আগে যেমন শুনেছে রানা ঠিক সেরকম নয়, বদলে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে নতুন আত্মবিশ্বাস আর দাপট, হলের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো।

'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। ফেলো মেম্বারস অভ দা এক্‌জিকিউ-

aminsumon@yahoo.com www.murchona.com

টিভ কাউন্সিল অভ হ্যামিস, সেক্শন হেডস্ অভ আওয়ার অর্গানাইজেশন, ওয়েলকাম।' বিরতি নিলো পিয়েরে ল্যাচাসি। 'অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ঘোষণা করছি, আমাদের মহামান্য লিডার, পরমশ্রদ্ধেয় সও মং, এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে আপনাদের সাথে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ এবং নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আপনারা জানেন, আজ আমরা একটা অপারেশন সম্পর্কে আলোচনা করবো—অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, প্ল্যানটা যাঁরা তৈরি করেছেন আমি তাদেরই একজন। অপারেশনের নাম দিয়েছি আমরা বুলডগ।

'প্রাথমিক আলাপ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করবো আমি। সময় বড়ই মূল্যবান। আমাদের জানা ছিলো যে সন্ধ্যা যখন আসবে খুব তাড়াতাড়িই আসবে, তারপর আর কালক্ষেপণের তেমন একটা সুযোগ পাওয়া যাবে না। মোক্ষম মুহূর্তটি উপস্থিত এখন।

'আপনাদের মানসিক প্রশান্তির জন্যে প্রথমে দুটো বিষয়ে বলবো আমি। দুঃসাহসিক প্লেন হাইজ্যাকিঙের মাধ্যমে অত্যন্ত মোটা অংকের টাকা আয় করেছি আমরা, আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে ওই টাকা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছে।

'দ্বিতীয়তঃ, আমরা একজন খদ্দের পেয়েছি। আমাদের বর্তমান অপারেশন সফল হলে আমরা যেটা অর্জন করবো সেটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে সে। আপনাদের আমি কথা দিতে পারি, শুধু যে হ্যামিলের ধন-ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাই নয়, আপনারা সবাইও—অর্গানাইজেশনের প্রত্যেক সদস্য—বিনিয়োগকৃত পুঁজির কয়েক গুণ মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন।'

তুমুল হর্ষধ্বনির সাথে হাততালির শব্দ পেলো রানা, যেমন হঠাৎ শুরু হলো তেমনি অকস্মাৎ থেমেও গেল। থস থস আওয়াজ শুনে ওর মনে হলো ল্যাটাসি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছে। গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার শুরু করলো সে।

'এই ব্রিফিং আমি টেনে লম্বা করতে চাই না, কিন্তু কিছু স্ট্র্যাটেজিক এবং ট্যাকটিক্যাল পয়েন্ট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা না করলেই নয়। কারণ গোটা ব্যাপারটার সামরিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার।

'পৃথিবী, আমরা সবাই জানি, অশান্তি আর বিশৃংখলার স্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা চলছে। অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ চলছে। দুনিয়ার মানুষ আতঙ্কিত। আজ আর কারো জানতে বাকি নেই যে সাধারণ মানুষের মনে যতোগুলো আশঙ্কা আর ভীতি আছে তার প্রায় সবগুলোর জন্যে দায়ী তথাকথিত সুপারপাওয়ারগুলো।

'বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোয় মিছিল করছে মানুষ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, চেষ্টা হচ্ছে সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করার। এ-ধরনের সমস্ত তৎপরতার পিছনে কাজ করছে ভীতি—পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভীতি। কাজেই মানুষ যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে এতো জানা কথা। কিন্তু মানুষ, সাধারণ মানুষ, একেবারেই অজ্ঞ।

'আমরা জানি, যেমন বড় বড় মিলিটারী স্ট্র্যাটিজিস্ট-রা জানে, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা আসলে লোকের চোখে ধুলো দেয়ার একটা কৌশল মাত্র। যাদের আতঙ্কিত হবার রোগ আছে, যারা বোকা, যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, তারাই শুধু পারমাণবিক হুমকি

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

দেখতে পায়।' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে কর্কশ একটু হাসলো ল্যাচাসি। 'তারা আসলে বোঝে না যে নিউট্রন বোমা, ক্রুজ মিসাইল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল, এগুলো আসলে আক্রমণ আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অস্থায়ী এবং নগণ্য হাতিয়ার, তুলনামূলক অর্থে। একই কথা বলা চলে কোস্ট-টু-কোস্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম আর আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম সম্পর্কে—যেমন, অ্যাওয়াকস্ সেন্ট্রি এয়ারক্রাফট। এগুলো সবই প্রাথমিক অস্ত্র, সত্যিকার অস্ত্র ব্যবহার করার আগে মধ্যবর্তী সময়টায় লোককে ভয় দেখানোর জন্যে মজুদ রাখা হয়।

'সমস্যা হলো ভীতি—বাড়ি, দেশ, জীবন হারাবার ভয়। যারা আতঙ্কিত এবং রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা শুধু এই গ্রহে অস্থিতিবা যুদ্ধের কথাই ভাবতে পারে। তারা জানে না যে আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আই- সি. বি. এম. আর ক্রুজ মিসাইল বাতিল হয়ে যাবে, কোনো কাজেই আসবে না। তথাকথিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, অপরদিকে সুপারপাওয়ারগুলোর মধ্যে গোপনে চলছে সত্যিকার আর্মস রেস। সে আর্মস রেসের লক্ষ্য হলো আসল মারণাস্ত্র অর্জন করা, যেগুলোর বেশিরভাগই এই গ্রহে, আমাদের এই পৃথিবীতে ব্যবহার করা হবে না।'

পিয়েরে ল্যাচাসি আবার শুরু করার আগে দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে উসখুস একটা ভাব দেখা গেল, নড়েচড়ে বসলো সবাই।

'বিষয়টা এরইমধ্যে প্রথমসারির বিজ্ঞানী আর সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে সাধারণ জ্ঞান মাত্র। অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানে এখন আর নিউক্লিয়ার বা নিউট্রন উইপনের ট্যাকটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট নয়।

না!' উঁচু ডেস্কের ওপর দুম করে ঘুসি মারলো ল্যাচাসি। 'না! অস্ত্র প্রতিযোগিতার, আসল অস্ত্র প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত একটা মারণাস্ত্রের উন্নতিসাধন, যা কিনা সব ধরনের নিউক্লিয়ার উইপন বাতিল করে দেবে।' সেই কর্কশ হাসি আবার হাসলো সে। 'ইয়েস, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এ হলো উন্মাদ বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অতি পুরাতন সারমর্ম। কিন্তু এখন সেইসব গল্পকথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।'

দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা, জানে এরপর কি শুনতে হবে। সন্দেহ নেই আলট্রা-সিক্রেট পার্টিকল্ বীম উইপন সম্পর্কে বলতে চাইছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'পার্টিকল বীম উইপন। ইয়েস, পার্টিকল বীম উইপন। শোনা গিয়েছিল জিনিসটার উন্নতিসাধনে আমেরিকার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আছে গবেষণায়। জিনিসটা কি?' নাটকীয় সুরে প্রশ্ন করে কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিলো ল্যাচাসি। 'আ চার্জড পার্টিকল ডিভাইস, প্রায় একটা লেযারের মতোই, সাথে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ প্রপ্যাগেটর। জিনিসটা নিখুঁত হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কাজ করবে শীল্ড হিসেবে, অদৃশ্য একটা ব্যারিয়ার হিসেবে, সম্ভাব্য যে-কোনো পারমাণবিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে দেবে।

'আগেই বলেছি, মনে করা হতো আমেরিকার চেয়ে গবেষণায় এগিয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া। এখন আমরা জানতে পেরেছি দুটো দেশই কমবেশি একই পর্যায়ে রয়েছে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, এটা কোনো সময়ই না, ক্ষমতার দাঁড়ি-পাল্লা যে-কোনো একদিকে কাত হয়ে পড়তে পারে। কারণ, আগেই বলেছি, পার্টিকল বীম উইপনের কাজ হবে বর্তমান সমস্ত নিউক্লিয়ার ডেলিভারি

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সিস্টেমকে অকেজো করে দেয়া।

'সুপারপাওয়ার-গুলো লাখ লাখ ক্রুজ মিসাইল আর আই. সি. বি. এম. বা রকেট-পরিচালিত নিউট্রন বোমা বানাতে পারে। কোনোই লাভ নেই। সেজন্যেই এ-ধরনের অস্ত্রের মওজুদ তারা এখন আর বাড়াচ্ছে না। কারো হাতে পার্টিকল্ বীম উইপেন থাকলে, তার বিরুদ্ধে কেউ কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার আক্রমণ শুরু করতে পারবে না। পার্টিকল্ বীম মানে অ্যাবসলিউট নিউট্রালাইজেশন। চালমাত। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো সাইলোগুলোয় আসলে স্রেফ লোহালক্কড় রয়েছে, ধাতব আবর্জনা। পার্টিকল্ বীম রেসে যে জিতবে গোটা দুনিয়া চলে যাবে তার হাতের মুঠোয়।

'তাই সময় এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পার্টিকল্ বীম রেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিউক্লিয়ার অ্যাকশন অবশ্যই ঠেকিয়ে রাখতে হবে। কাজেই, প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে নিউক্লিয়ার অ্যাকশন বলতে কি বোঝায়। আর নিউক্লিয়ার অ্যাকশন বুঝতে হলে মিসাইল আর বোমা সম্পর্কে নয়, জানতে হবে স্ট্র্যাটেজিক ডিভাইস সম্পর্কে, ও-গুলোর ব্যবহার সম্ভব করে তোলে যেটা।

স্টেজের তলায় লম্বা হয়েই থাকলো রানা, তবে একটু কাত হলো একপাশে। অস্বস্তিবোধ করছে ও। জানে, নির্ভেজাল তথ্য আর যুক্তির সাহায্যে কথা বলছে ল্যাচাসি, যদিও বিজ্ঞানী না হওয়ায় ওর কানে কল্পকাহিনীর মতোই শোনাচ্ছে। তবু ভালো যে এ-সম্পর্কে বি. সি. আই. এজেন্টদেরকে আগেই ব্রিফিং করা হয়েছে, অন্যান্য সার্ভিস অফিসারদের সাথে। পার্টিকল বীম সম্পর্কে দীর্ঘ রিপোর্ট পড়তে হয়েছে ওকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেকনিক্যাল ডাটা-র ওপর চোখ বুলাতে হয়েছে। ল্যাচাসির কথা মিথ্যে নয়, গোটা ব্যাপারটা বাস্তব সত্য।

আমেরিকা আর রাশিয়া পার্টিকল্ বীম রেসে সমানভাবে এগিয়ে আছে, কেউ কারো চেয়ে এক পা পিছিয়ে নেই।

ল্যাচাসি ইতিমধ্যে স্যাটেলাইট সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছে। হাইলি-অ্যাডভান্সড স্যাটেলাইট—কোনোটা মহাশূন্যের দিকে যাত্রা রওনা দিয়েছে, কোনোটা পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, কোনোটা স্থির হয়ে আছে দূর আকাশে।

'ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে,' বলে চলেছে ল্যাচাসি। 'একবার এক মার্কিন সিনেটর বলেছিলেন, "হি হু কন্ট্রোলস্ স্পেস, কন্ট্রোলস্ দ্য ওয়ার্ল্ড"। সামরিক জগতে পুরনো আরো একটা কথা প্রচলিত আছে, তোমাকে সব সময় উঁচু জায়গা দখলে রাখতে হবে। উঁচু জায়গা বলতে এখন বুঝতে হবে মহাশূন্য। পার্টিকল্ বীম রেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মহাশূন্যই নিয়ন্ত্রণ করবে নিউক্লিয়ার কার্যক্ষমতা।

'কাজেই, প্রিয় হাসিসের সদস্যবৃন্দ, আমাদের কাজ হবে আলোচ্য খদ্দেরকে সেই দুর্লভ জিনিসটা পাইয়ে দেয়া, যার সাহায্যে মহাশূন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে।'

বর্তমানে যে-সব স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলো ল্যাচাসি। তার তালিকা থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো স্যাটেলাইটই বাদ পড়লো না। রিকনিসনস্ স্যাটেলাইট, রিকনসাট এবং ইলেকট্রনিক ফেরিট্, বিগ বার্ড ও কী হোল টু, রাডার স্যাটেলাইট—যেমন হোয়াইট ক্লাউড সিস্টেম, ব্লক ফাইভ/ডি-টু মিলিটারী ওয়েদার স্যাটেলাইট যেগুলো সোলার সেল-এর স্তর বহন করে, এরকম আরো অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে একনাগাড়ে বলে গেল ল্যাচাসি।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রানার উদ্বেগ বাড়ছে। এ-ধরনের স্যাটেলাইট সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ডাটা আর তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন একটা কাজ নয়। কিন্তু ল্যাচাসির ব্যাখ্যা শুনে বোঝা যায়, তার তথ্যে কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণতা নেই। ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন ফাঁস করে দিচ্ছে সে।

একই ব্যাপার ঘটলো ল্যাচাসি যখন মিলিটারী কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে মুখ খুললো। ডি. এস. সি. এস./টু এবং ডি. এস. সি. এস./থ্রি সম্পর্কে বলার পর ন্যাভাল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে বক্তৃতা দিলো সে। এস. ডি. এস. অর্থাৎ স্যাটেলাইট ডাটা সিস্টেমেরও বিশদ বর্ণনা পাওয়া গেল। এস. ডি. এস. মহাশূন্যের প্রতিটি স্যাটেলাইটের গতিবিধির ওপর চোখ রাখে। সন্দেহ নেই, মনে মনে স্বীকার করলো রানা, আলোচ্য বিষয়ে বিস্তর জানে ল্যাচাসি। আটলান্টিকের দু'পাশেই তথ্যগুলো টপ সিক্রেট।

একটানা প্রায় দেড় ঘন্টা অধিবেশন চলার পর হালকা নাস্তার জন্যে বিরতি ঘোষণা করলো ল্যাচাসি। আবার মাথার ওপর পায়ের আওয়াজ শুনলো রানা, শ্রোতারাও হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল সবাই।

প্রথমদিকে রানা ভেবেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্টিকল্ বীম উইপেন-কে নিয়ে কোনো প্ল্যান করেছে হামিস। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। এরইমধ্যে অপারেশনে রয়েছে এমন ধরনের স্যাটেলাইট সিস্টেম সম্পর্কে উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। যে-কোনো কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার যুদ্ধে প্রাথমিক টার্গেট হতে বাধ্য কমিউনিকেশন এবং রিকনিসনস্ স্যাটেলাইট, লং-রেঞ্জ ওয়ারফেয়ারে সামরিক শক্তির হৃৎপিণ্ড তো ওগুলোই।

প্রশ্ন হলো ঠিক কোথায় আঘাত হানতে চায় হামিস ? কিভাবে,

কখন, কোথায় ? অপারেশন বুলডগের তাৎপর্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো রানা। হ্যাঁ, তাই তো, বুলডগ! ডগ, ড্রাগন। ফ্লাইং ড্রাগন, ইয়েস। এই নামই তো দেয়া হয়েছে ওগুলোর, ফ্লাইং ড্রাগন। এ-ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওগুলোই তাহলে হামিসের টার্গেট।

চিন্তার সূত্র ধরে বেশিদূর এগোনো গেল না, তার আগেই পায়ের শব্দ হলো। শ্রোতারা ফিরে আসছে হলে। খানিক পরই আবার শুরু হলো অধিবেশন, ল্যাচাসি ভাষণ দিচ্ছে।

'এতোক্ষণ দীর্ঘ ভূমিকা হলো, এবার আমাদের প্রজেক্টের মূল বিষয়ে কথা বলবো। মহাশূন্য নিয়ন্ত্রণ করা মানে, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, মহাশূন্যে শত্রুপক্ষের চোখ আর কানকে অকেজো করে দেয়া। বহুদিন ধরে মনে করা হচ্ছে মহাশূন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সীমিত হলেও, সোভিয়েত রাশিয়ার আছে। বলা হয় চব্বিশ ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইটগুলো নষ্ট করে দিতে পারে তারা। আরো শোনা যায়, সে-ধরনের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। কিন্তু গত আঠারো মাসে এ-সব তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন কিলারস্যাট-এর কথা ধরা যেতে পারে, একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবে উদয় হয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এবং এই শক্তিশালী অস্ত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই রয়েছে, যার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানা নেই সোভিয়েত রাশিয়ার।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করে বলা হচ্ছে বটে যে এ-ধরনের কোনো স্যাটেলাইট কক্ষপথে নেই, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেছে অন্তত বিশটা কিলারস্যাট এরইমধ্যে পাঠানো হয়েছে মহাশূন্যে, ওয়েদার স্যাটেলাইটের ছদ্মাবরণে। শুধু তাই নয়, মাত্র

কয়েক মিনিটের নোটিসে এ-ধরনের আরো গুশো স্যাটেলাইট মহাশূন্যে পাঠাতে পারে তারা।'

বিরতি নিলো ল্যাচাসি। ঘামছে রানা, অনুভব করলো ভারি কি যেন একটা আটকে আছে গলায়—উদ্বেগ। ঢাকা হেডকোয়ার্টারের ব্রিফিঙে এই তথ্যগুলোও ছিলো, কাগজ-পত্র দেখেছে ও, জানে ঠিক কথাই বলছে ল্যাচাসি।

'আমাদের সমস্যা,' শুরু করলো আবার ল্যাচাসি, 'কিংবা বলা ভালো আমাদের খদ্দেরের সমস্যা, এ-যাবৎ কালের সবচেয়ে সফল সিকিউরিটি স্কীম স্যাটেলাইটগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। আমরা জানি স্যাটেলাইটগুলো লেযার-আর্মড্, জানি তাড়া করার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আরো জানি ওগুলো সম্পর্কে নির্ভেট সমস্ত তথ্য কমপিউটর টেপ আর মাইক্রো ফিলমে ধরে রাখা হয়—ওগুলোর নাম্বার, ঠিকানা, কক্ষপথ পরিভ্রমণের বর্তমান প্যাটার্ন, সাইলোর পজিশন, অর্ডার অভ ব্যাটল ইত্যাদি। এ-সব তথ্যের অস্তিত্ব আছে, এবং স্বভাবতই এসব আমাদের খদ্দেরের জানা দরকার।

'কিলারস্যাট সম্পর্কিত সমস্ত ইন্টেলিজেন্স রয়েছে পেন্টাগনে। কিন্তু তথ্যভাণ্ডারের প্রতিটি বিভাগকে এমন সতর্কতার সাথে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আমেরিকানরা যে পেন্টাগনের ভেতর আমাদের একাধিক উৎস মাস কয়েক আগেই রিপোর্ট করেছে, চুরি করা এক কথায় অসম্ভব। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, কারণ উদ্দেশ্য যদি মহান হয় তাহলে চৌর্যবৃত্তি অপরাধ নয়—তথ্যগুলো চুরি করার পিছনে প্রচুর মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি আমরা, এবং আমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'যাই হোক, আরেকটা উপায় আছে। উনিশশো পঁচানব্বই

সালের দিকে এই অস্ত্রগুলো, সামরিক পরিভাষায় যেগুলোকে ফ্লাইং ড্রাগন বলা হয়, নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেট করবে সী-সক। সী-সক হলো নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমাণ্ডের কনসলিডেশন স্পেস অপারেশনস সেন্টার।'

মৃদু হাসির আওয়াজ উঠলো, সেই সাথে শিথিল হলো হলের পরিবেশ। আবার শুরু করলো ল্যাচাসি। এরইমধ্যে সী-সকের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে পিটারসন এয়ার ফোর্স বেসে। পিটারসন এয়ার ফোর্স বেস নোরাড হেডকোয়ার্টার থেকে বেশি দূরে নয়, কলোরাডোর চেইন পাহাড়শ্রেণীর গভীর প্রদেশে। নোরাড হলো, সবাই জানে, নর্থ আমেরিকান ডিফেন্স কমাণ্ড।

'এবং, যতোদিন না সী-সক কাজ শুরু করছে,' আবার তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ হয়ে উঠলো ল্যাচাসির কণ্ঠস্বর, 'চেইন পাহাড় থেকে নোরাড হেডকোয়ার্টারই ফ্লাইং ড্রাগনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এখানে, প্রিয় সদস্যবৃন্দ, একটা দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়।

'কারণ নোরাড যদি ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ন্ত্রণ করে, সমস্ত তথ্য হেডকোয়ার্টারে থাকতে বাধ্য। আছেও তাই। পেন্টাগনে ব্যাপারটা কি? সেখানেও সমস্ত তথ্য আছে, কিন্তু ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। নোরাড হেডকোয়ার্টারে কিন্তু সেভাবে নেই—সব এক জায়গায় রাখা আছে, কমপিউটর টেপে।'

রানা সাক্ষ্য দিতে পারে, ল্যাচাসির সব কথাই সত্যি। তবে এখনো আসল প্রশ্নটার উত্তর বাকি রয়েছে। সুরক্ষিত নোরাড হেডকোয়ার্টারে বিনা অনুমতিতে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ফ্লাইং ড্রাগনের সমস্ত তথ্য সহ টেপ চুরি করা তো আরো অসম্ভব। সেই

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করবে হামিস ? সও মঙের নির্দেশে উত্তর একটা তৈরি করা আছে ল্যাচাসির, আন্দাজ করলো রানা। ল্যাচাসিকে এখন আর ছোটো করে দেখার কোনো উপায় নেই, ঝানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় লোকটা। বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে, তবে চূড়ান্ত প্ল্যান আসছে হামিসের নেতার কাছ থেকে—মলিয়ের ঝান, আইস ক্রীম প্রস্তুতকারক, ঝান সাম্রাজ্যের অধিপতি।

'অপারেশন বুলডগ,' বলে চললো ল্যাচাসি। উদ্দেশ্য—নোরাড হেডকোয়ার্টারে অনুপ্রবেশ করে ইউ. এস. ফাইং ড্রাগন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যসমৃদ্ধ কমপিউটর টেপ নিয়ে বেরিয়ে আসা।

'পদ্ধতি ? দুটো সম্ভাবনা বিবেচনা করেছি আমরা, বাদ দিয়েছি একটাকে। হামিসের সবগুলো শক্তিকে কাজে নামিয়ে হামলা করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সে-ধরনের কিছু করতে গেলে শুরুতেই সব ভেস্তে যাবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছি আমরা। আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, এই পদ্ধতি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় লিডার সও মঙের অবদান।'

অপারেশন বুলডগ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো ল্যাচাসি, সেই সাথে অনেক ছোটোখাটো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল রানা।

'এখানে, এই র‍্যাঞ্চে বসে, গুরুত্বপূর্ণ দুটো কাজ করেছি আমরা,' বলে চললো ল্যাচাসি। 'যার ফলে আমাদের হাতে চেইন পাহাড়ের চাবি চলে এসেছে। প্রথম কাজটা সম্পর্কে আপনারা জানেন, এখানে আমরা একটা আইস ক্রীম প্ল্যান্ট চালু করেছি। দ্বিতীয় কাজটা ছিলো—যোগাযোগ এবং চুক্তি-সম্পাদন। বহু মিলিটারী বেসে খাদ্যবস্তু সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা। প্রতিটি বেসে একজন করে ডিসট্রি-

বিউটর নিয়োগ করা হয়েছে। এরকম একজন ডিসট্রিবিউটর নোরাড হেডকোয়ার্টারেও আছে আমাদের।'

বিরতি নিলো ল্যাচাসি, কল্পনায় তার হাড়সর্বস্ব মুখে ভৌতিক হাসি দেখতে পেলো রানা।

'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এইমাত্র সেই ডিসট্রিবিউটরের কাছে চার দিন চলার মতো আইস ক্রীম সাপ্লাই দিয়েছি আমরা। নোরাডে ওরা প্রচুর আইস ক্রীম হজম করে—পাহাড়ী পরিবেশ কিনা, তাছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকতে হয়। আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে একশো জনের মধ্যে নব্বুই জনই ওখানে নিয়মিত আইস ক্রীম খায়।

'বলাই বাহুল্য, ওগুলো সাধারণ আইস ক্রীম নয়। এখানে আপনাদের অনেকের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। আমরা অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, যার নাম দেয়া যেতে পারে—আনন্দের উৎস। হালকা একটা নারকোটিক, নির্দোষ, এবং কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। খেলে কি হয় ? আনন্দানুভূতি আর প্রাণ শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায়, আদেশ পালনের স্বাভাবিক প্রবণতা দৃঢ় হয়; কিন্তু একই সাথে ভালো-মন্দ জ্ঞান সাময়িকভাবে লোপ পায়। কাউকে সামান্য একটু ডোজ দেয়া হলেও সে নির্দেশ পালন করবে, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই। সে এমনকি তার প্রাণপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও নির্দ্বিধায় খুন করবে, কিংবা ভালোবাসবে পরম শত্রুকে।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকালো রানা, গাড লাগানো সেলে নিজের চোখেই সব দেখেছে ও।

'আরো আছে,' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো খুশিতে ডগমগ

করছে ল্যাচাসি। 'সর্বশেষ টেস্ট থেকে জানা গেছে, আমাদের আনন্দের উৎস ক্রীমের প্রতিক্রিয়া বারো ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আগামী কাল, এই দুপুরের দিকে, চেইন পাহাড়ে পৌঁছে যাবে আইস ক্রীম। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, কাল রাতে সরবরাহ করা হবে। তারমানে হলো আমাদের অপারেশন বুলডগ শুরু হবে পরশু দিন লাঞ্চের পর। স্রেফ হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকবো আমরা, ক্লাইং ড্রাগন কমপিউটর টেপ চাইবো—ওরাও হাসতে হাসতে টেপগুলো তুলে দেবে আমাদের হাতে। সহজ, পানির মতো সহজ।'

'সত্যিই কি এতোটা সহজ?' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে জানতে চাইলো একজন।

'ঠিক অতোটা হয়তো নয়,' স্বীকার করলো ল্যাচাসি, গলাটা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। 'স্বভাবতই কিছু অফিসার, টেকনিশিয়ান, তালিকাভুক্ত লোক থাকবে যারা আইস ক্রীম খায় না। শতকরা দশ ভাগ, অন্তত আমাদের সর্বশেষ রিপোর্ট তাই বলে। কাজেই, সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে। আরেকটা ব্যাপার। ওষুধ কাজ করবে শুধু যদি কর্তাব্যক্তি বা বসের কাছ থেকে নির্দেশটা আসে। তাই একজন ফোর-স্টার জেনারেলকে দিয়ে নোরাড হেডকোয়ার্টার ভিজিট করাবার ব্যবস্থা করেছি আমরা। তিনি হবেন এয়ার অ্যাণ্ড স্পেস ডিফেন্স-এর নতুন ইন্সপেক্টর-জেনারেল। নোরাড হেডকোয়ার্টারের কমাণ্ডিং অফিসার ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভিজিট সম্পর্কে খবর পাবেন ঠিকই, তবে মাত্র এক ঘণ্টা আগে। এই ধরুন, বিশ কি ত্রিশজন এইড আর সামরিক অফিসার নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন ইন্সপেক্টর-জেনারেল। সবাই সশস্ত্র থাকবে, অবশ্যই। তাদের কাজ হবে যারা আমাদের আইস ক্রীম অর্থাৎ

আনন্দের উৎস গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে তাদের ব্যবস্থা করা। সত্যি কথা বলতে কি, এ-ধরনের একটা সুস্বাদু জিনিস খেতে অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করা ভারি দুঃখজনক ব্যাপার।'

হলের চারদিকে হাসির হুল্লোড় উঠলো। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো কে সেই ভাগ্যবান যে ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করবে?

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার ভেতর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ। আর সবার মতো প্রশ্নকর্তাও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারলো, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে তার, এ-ধরনের প্রশ্ন করাটাই বোধহয় অপরাধ।

মুলিয়ের খান, ভাবলো রানা—সও মং স্বয়ং—ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর শোনা গেল ল্যাচাসির ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, কানে যেন বরফ ফেলা হলো।

'ওই কাজের জন্যে বিশেষ এক ব্যক্তিকে বাছাই করে রেখেছি আমরা,' বললো সে। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, কিন্তু দুর্ভাগা। বেচারার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে। আশঙ্কা করি, কাজটা শেষ করার পর তাকে আমরা জীবিত দেখবো না। এবার আমরা শিডিউল, সময়, অস্ত্র আর এস্কেপ রুট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবো। ম্যাপটা পেতে পারি, প্লিজ?'

প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। আর বারো ঘণ্টা পর, রানা ভাবলো, রাস্তার ধারে টানেলে ঢোকার মুখের কাছে স্যাব নিয়ে অপেক্ষা করবে রিটা। যদি ভাগ্য তাকে সহায়তা করে। ইতিমধ্যে, এই বারো ঘণ্টা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে রানাকে। প্ল্যান করার জন্যে যথেষ্ট সময় কিন্তু কারো চোখে ধরা না পড়ে লুকিয়ে থাকার জন্যে সময়টা

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

খুব লম্বা।

হল খালি হয়ে গেলে প্রথম কাজ লুকিয়ে থাকার নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করা। তারপর সময় হলে টানেলের প্রবেশমুখে যাওয়া যাবে। রিটা যদি সময় মতো সেখানে পৌঁছুতে পারে, দু'জন মিলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে র‍্যাঙ্ক থেকে। না, দু'জনের হয়তো বেরুনো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে ফাঁকা গুলি করে ঝান সিকিউরিটির দৃষ্টি কাড়বে রিটা, সেই ফাঁকে পালাবে রানা। তার আগে অবশ্য তথ্যগুলো সব জানাতে হবে রিটাকে।

যেভাবেই হোক, একজনকে অন্তত বেরিয়ে যেতে হবে। পার্টিকল্ বীম উইপন্ প্রতিযোগিতা জেতা বা হারার আগে ফ্লাইং ড্রাগন টাইপের স্যাটেলাইট আমেরিকা বা রাশিয়া, দু'পক্ষের হাতেই থাকা দরকার, কারণ ওগুলোই দুই পরাশক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে। মার্কিন ফ্লাইং ড্রাগনের সমস্ত রহস্য রাশিয়া যদি জেনে ফেলে তাহলে আর ওগুলোর কোনো মূল্য থাকে না, আমেরিকাকে পায়ের নিচে ফেলে রাশিয়া একক শক্তি হিসেবে উদয় হবে পৃথিবীতে। ঠিক উল্টোটা ঘটবে আমেরিকানরা যদি ফ্লাইং ড্রাগন টাইপের রাশিয়ান স্যাটেলাইট সম্পর্কে সমস্ত রহস্য জেনে ফেলে।

নিরপেক্ষ ভূমিকায় মাসুদ রানা দুটোর কোনোটাই ঘটতে দিতে পারে না। ওর কাছে রাশিয়া বা আমেরিকা দুটোই এক কথা, কাজেই পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

কমপিউটর টেপ চুরি করে সও মং সেটা বিক্রি করবে রাশিয়ার কাছে, ধরেই নিতে হয়। যেভাবে হোক, ওদের ঠেকাতে হবে।

এ-সব চিন্তা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়লো রানা, এবং হঠাৎ করে উপলব্ধি করলো পৃথিবীতে ভারসাম্যহীনতার অভিশাপ

থেকে রক্ষা করার মতো লোক এই মুহূর্তে একজনই আছে সারা দুনিয়ায়।

ও নিজে।

ছয়

রানা ভেবেছিল টানেল থেকে বেরিয়ে দেখতে পাবে গাঢ় নীল মখমলের মতো রাতের আকাশে হীরের দ্যুতি ছড়াচ্ছে তারাগুলো। কিন্তু টানেলের মুখ থেকে তাপদগ্ধ বাতাসে উঠে এলো ও, আকাশ জুড়ে যুদ্ধ বেধে গেছে। একদিকে অন্ধকার আকাশ চিরে এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, দূরে কোথাও বাজ পড়ছে ঘন ঘন, আরেকদিকে গম্ভীর একটানা ডাক ছাড়ছে মেঘ। প্রকৃতি যেন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠার মহড়া দিচ্ছে।

বড় করে শ্বাস টানলো রানা, বুক ভরলেও গরম বাতাসে তৃপ্তি হলো না। রাস্তার কিনারায় কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো ও, তারপর লিভার ধরে টান দিলো, পাথরের ঢাকনিটা ফিরিয়ে আনলো টানেলের মুখে।

মনে মনে একটা হিসাব করলো রানা, কনফারেন্স সেন্টারে প্রায় নয় ঘণ্টার মতো ছিলো, স্টেজের তলায় বিশেষ নড়াচড়া করার সুযোগ

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

হয়নি, মুখ বন্ধ রাখতে হয়েছে, নাক দিয়ে টানতে হয়েছে বহুলোকের নিঃশ্বাস আর তার গায়ের গন্ধ মেশানো ভ্যাপসা বাতাস। অসম্ভব নোংরা লাগছে নিজেকে। গোসল করা দরকার, দরকার কাপড় পাল্টানো।

কনফারেন্স শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়, তারপরও হলঘর খালি হওয়ার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ স্টেজের তলায় পড়ে থাকতে হয়েছে ওকে। প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে ও, অপারেশন বুলডগের বিস্তারিত প্ল্যান মাথায় নিয়ে। লোকেশন, পরিবহন ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র, মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, বিকল্প উপায় ইত্যাদি সবই জানে ও। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, কোনো সন্দেহ নেই। এক পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবতেও পারে না নোরাড হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ক্লাসিফায়েড কমপিউটার টেপ নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু না, হার্মিসের নেতা সও মং পাগল নয়। সম্ভাব্য সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিবেচনার মধ্যে রেখে প্ল্যান করা হয়েছে, বিফল হবার কোনো আশঙ্কাই রাখা হয়নি। রানা বিশ্বাস করে, ওরা পারবে। ওদের পক্ষে সম্ভব।

শুধু একটা তথ্য জানা নেই রানার। চার তারকা বিশিষ্ট জেনারেলের ভূমিকা কে পালন করবে। সব দিক থেকে যোগ্য এবং উপযুক্ত হতে হবে তাকে, আসলে ইউ. এস. এয়ার/স্পেস ডিফেন্স-এর ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ কথা নয়।

মিশনের গুরুত্ব রানার ঘাড়ে যেন ভূতের মতো সওয়ার হয়েছে। আমেরিকা তথা রাশিয়া, বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্কাই ড্রাগন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। স্কাই ড্রাগন একাই যে-কোনো পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি মোকাবিলা করতে পারে। পৃথিবীর অনেক ওপরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলো, সবগুলো মহাদেশের ছত্রছায়া

হিসেবে, যে-কোনো সঙ্কটময় জরুরী অবস্থায় ওগুলো ব্যবহার সম্ভব এবং ব্যবহার হতে পারে। প্রতিটি ন্যাটো শক্তিকে বিষয়টা গোপনে জানিয়ে রাখা রয়েছে, জানিয়ে রাখা হয়েছে অন্যান্য স্কাই ড্রাগনের অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে—যে-কোনো মুহূর্তে কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে, ওগুলোর চেইঞ্জ ট্র্যাক কন্ট্রোল এবং মনিটর করা হবে চেইন পাহাড়ের অপারেশন রুম থেকে। অপারেশনাল কন্ট্রোল সেন্টার স্থানান্তরের প্ল্যান করা হয়েছে, জানে রানা। কিন্তু যতোদিন না পার্টিকল্ বীম উইপন ব্যবহার করার উপযোগী হচ্ছে ততোদিন কলোরাডোর চেইন পাহাড়ের অপারেশন রুমের গুরুত্ব এতোটুকু কমবে না। সাধারণ কামানের জায়গা যখন মিসাইল দখল করে নেয়, মধ্যবর্তী সময়ে সংকটের মধ্যে ছিলো পৃথিবী। এখন পারমাণবিক মারণাস্ত্রের জায়গা দখল করে নেবে পার্টিকল্ বীম সিস্টেম, পৃথিবীর মানুষ আবার একবার সংকটময় মধ্যবর্তী সময় পেরোচ্ছে।

রাস্তার ধারে জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে রানা, স্যাব বা রিটার সন্ধানে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একটা প্রশ্ন অস্থির করে তুললো ওকে। ল্যাচাসি বললো নারকোটিক মেশানো আইস ক্রীম নোরাড হেডকোয়ার্টারে সাপ্লাই দেয়া হয়েছে, পৌঁছে যাবে কাল দুপুরের দিকে। তারমানে কি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে আইস ক্রীম, পথে কোথাও রয়েছে? নাকি শুধু ট্রাকে তোলা হয়েছে, এখনো রওনা হয়নি?

প্রায় মাঝরাত হতে চললো, রিটার দেখা নেই। জঙ্গলের কিনারায় বেরিয়ে এসে ছটফট করতে লাগলো রানা। তারপর, বারোটা দশ মিনিটে, স্যাবের আওয়াজ পেলো ও। বনভূমি ঘেরা ঢালের ? থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে সাইডলাইট।

রিটার চেহারায় উদ্বেগ আর উত্তেজনা, রানার মতো সে-ও গাঢ় রঙের জিনস আর একটা সোয়েটার পরে আছে। লাফ দিয়ে স্যাবে উঠে পড়লো রানা, সেই সাথে দেখলো গিয়ার লিভারের পাশে রিভলভারটা রয়েছে, নাগালের মধ্যে।

'ওরা আমাদের খুঁজছে, রানা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রিটা। 'কোথাও বাদ রাখছে না! গাড়ি আমিই চালাই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মনো-রেল ডিপোর দিকে যেতে বললো রানা।

'খামোখা বলছো,' দম নিয়ে বললো রিটা। 'ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জন্যে সব রাস্তাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, রানা! রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে, আর স্টেশনে গার্ড···।'

অটোমেটিক পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে হাতে নিলো রানা। 'সেক্ষেত্রে যুদ্ধ করে এগোবো। রোড-ব্লক দেখলে গাড়ি ঘুরিয়ে নেবে, প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করা সম্ভব নয়। মনো-রেলে উঠতে হলে যদি গুলি করতে হয় করবো।'

'তোমার মনে আছে, ওদিকের স্টেশনেও···?'

'হ্যাঁ, যমজরা পাহারায় আছে। ভুলিনি। দরকার হলে ওদের-কেও পাঠিয়ে দেবো পরপারে। যেভাবে হোক এই ব্লাক থেকে বেরুতে হবে আমাদের, বুঝলে। আমার কাছে যে খবর আছে, পার্ল হারবার ওয়ার্নিঙের পর এতো গরম খবর আর সৃষ্টি হয়নি। এবার ওরা গুরুত্ব দেবে, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। শোনো, তোমারও সব কথা জানা দরকার, রিটা। বলা যায় না, দেখা যাবে দু'জনের মধ্যে হয়তো একজন মাত্র বেরিয়ে যেতে পেরেছি।'

রানার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হবার পর সব আবার পুনরাবৃত্তি করতে হলো রিটাকে, তারপর সে যোগ করলো, 'তবু এসো একসাথে

বেরুবার চেষ্টা করা যাক। এখানে আমাকে একা থাকতে হবে বা বাইরে বেরিয়ে সব দিক সামলাতে হবে, ভাবতেই পারছি না।'

মেইন রোডগুলো থেকে দূরে থাকলো রিটা, শুধু সাইড রোড-গুলো ব্যবহার করছে, মাঝে মধ্যে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ছে ঘাসের ওপর, পেরিয়ে আসছে ছোটো ছোটো মাঠ। খানিক পরই দৃষ্টি-সীমার ভেতর চলে এলো টারা, বাড়িটার চারপাশে কয়েক ডজন ফ্লাডলাইট জ্বলছে। ইতিমধ্যে আরো কাছে সরে এসেছে ঝড়, মাথার ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

শেষ পর্যন্ত এই ঝড়ই ওদেরকে সাহায্য করলো। মরু এলাকার আবহাওয়া সাধারণত যেমন হয়, পরিবর্তনটা এলো অকস্মাৎ। গরম বাতাস হঠাৎ শীতল হয়ে গেল, সেই সাথে শুরু হলো তুমুল বর্ষণ, চারদিকে শোঁ শোঁ গর্জন, আর এক নিমেষের মধ্যে আন র‍্যাঞ্চের মাথায় আকাশ হয়ে উঠলো ঠিক যেন আগুনে তৈরি ছাতা।

গাছপালার পর্দার আড়ালে রয়েছে স্যাব, গাড়িটাকে সাবধানে সীমানায় দাঁড়ানো পাঁচিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রিটা।

ওয়াইপার পুরোদমে কাজ করলেও উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। ঝড় আর বজ্রপাত ভাগিয়ে দিয়েছে গার্ডদের, ধারণা করলো রানা। মনো-রেল আধ মাইল দূরে থাকতে রিটাকে গাড়ি থামাতে বললো ও, প্রথম দফা বৃষ্টির প্রকোপ কমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

রিটা জানালো, যতোদূর জানে সে, এদিকের স্টেশনেই আছে মনো-রেল। 'সকালের দিকে মনো-রেলে করে কিছু গাড়ি এসেছে,' বললো সে, ব্যাখ্যা করলো টারায় হঠাৎ করে প্রচুর লোকজন চলে আসায় তার জন্যে পালানো খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'কিভাবে এলে ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বুঝলাম সাহস করতে হবে। স্রেফ হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলাম। গার্ড আমাকে দেখে ফেললো, জিজ্ঞেস করতে বললাম, তাজা বাতাস দরকার তাই বেরিয়েছি। সে চোখের আড়াল হতেই দৌড়াতে শুরু করি। জীবনেও বোধহয় এতো জোরে ছুটিনি···না, ভুল হলো,—কলেজ টিমের গোলকিপার যেদিন প্রেম নিবেদন করলো, সেদিন বোধহয় এরচেয়েও জোরে দৌড়েছিলাম।'

'ধরতে পেরেছিল ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'অবশ্যই, রানা। একটু পর আমি ছোটার গতি কমিয়ে দিই। দেবো না কেন। ছোকরা দেখতে ভারি সুন্দর ছিলো। ভালো কথা, হিরোইনকে কেমন দেখলে ?'

'হিরোইন ?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করলো রানা। 'কার কথা বলছো ?'

'বান্না বেলাডোনা। অস্বীকার করো না, আমি জানি তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার।'

'তা দেখা হয়েছে, অস্বীকার করবো কেন, কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে হিরোইন যদি কেউ থাকে তো সে তুমি, বেলাডোনা কেন হতে যাবে ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রিটা। 'যাক, অন্তত হিরোর মৌখিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কাজের দ্বারা প্রমাণিত হতে কতো যুগ লাগবে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তা, কি হলো তার সাথে ?' আড়চোখে তাকালো সে। 'কি কি হলো ?'

রানা গম্ভীর। 'আমার ধারণা ছিলো না তুমি এ-ধরনের আপত্তিকর প্রসঙ্গ তুলতে পারো। কি আবার হবে ?'

'কিছুই হয়নি ?' রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করলেও লাল হয়ে উঠলো রিটার মুখ। 'মিথ্যে বলবে না, তুমি ওকে পটাবার চেষ্টা করোনি ?'

হেসে ফেললো রানা। 'সম্ভবত উল্টোটা সত্যি।'

'কিন্তু আমি যদি বলি তা নয়, তুমিই ওকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছো ?' জোরের সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে অভিযোগ করছে রিটা। 'যদি বলি সোজা পথে সুবিধে হচ্ছে না দেখে সম্মোহনের আশ্রয় নিয়েছো তুমি ? অস্বীকার করতে পারবে ?'

হো হো করে হেসে উঠলো রানা। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'বেলাডোনা তোমাকে সম্মোহনের কথা বললো ? বলেছে, আমার সাথে দেখা হয়েছে তার ?'

'তা কেন বলবে। সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কে আমি কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বললাম জানি না। তখন বললো সম্মোহন সম্পর্কে ওর খুব আগ্রহ, কিছু কিছু নাকি তোমার কাছ থেকে শিখেছে। কবে, কখন, তা কিছু বলেনি···আমি বুঝে নিয়েছি। অমন করে হাসলে কেন জানতে পারি ?'

'যা জানো তাই। সম্মোহন সম্পর্কে ভারি আগ্রহ দেখলাম বেলাডোনার, মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে শেখানোর সুযোগটা ছাড়লাম না, এই আর কি।'

'শুধু কি শেখানোর সুযোগ নিলে, নাকি অন্যান্য আরো কিছু সুযোগ···?'

'আপত্তিকর প্রশ্ন।'

'তা, সম্মোহিত হয়েছিল বেলাডোনা ?' ঘুরপথে কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করছে রিটা।

'কি জানি, ভান করছিল কিনা পরীক্ষা করিনি।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'তারমানে হয়েছিল। তারপর?'

'তারমানে? তারপর আমার কি?'

সরাসরি তাকালো রিটা রানার দিকে। 'সুন্দরী, যুবতী একটা মেয়েকে সম্মোহিত করলে, অথচ বলছো তারপর কিছু ঘটেনি?'

'তোমার কি ধারণা, মেয়েদেরকে আমি প্রথমে অসহায় করে তুলি, তারপর সুযোগ নিই?'

সাথে সাথে কিছু বললো না রিটা। রানার মনে হলো, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে সে। ও রাগ করেনি, অথচ হঠাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করলো রিটা, বললো, 'দুঃখিত, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ভুলে যাও, প্লিজ। আমি জানি, তুমি সেরকম মানুষ নও।'

'তুমি জানো?' হেসে উঠলো রানা।

'হ্যাঁ।' রিটা মুখ ঘুরিয়ে নিলো, হঠাৎ উদাস এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি।'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' সহাস্যে বললো রানা। 'তবে একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। আমি সাধুপুরুষ নই, কোনো কালে ছিলামও না। বেলাডোনা কেন, সুন্দর এবং মার্জিত যে-কোনো মেয়ে আমাকে চাইলে আমি প্রত্যাখ্যান করবো সে আশা কম।'

এবার রিটার হেসে ওঠার পালা। 'তারমানে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই আমার!'

আলাপের এই পর্যায়ে বৃষ্টি কমে এলো।

'গাড়ি ছাড়ো,' বললো রানা। 'ড্রাইভ লাইক দা ডেভিল। গোলাগুলি হলে ভয় পেয়ো না, স্যাবে যতক্ষণ বসে আছি কেউ আমাদের ছুঁতে পারবে না। সরাসরি মনো-রেল ডিপো, রিটা।'

'মনো-রেল কিভাবে চালাতে হয় জানো তুমি?' গাড়ি ছেড়ে

দিয়ে জানতে চাইলো রিটা।

রানা বললো, সব ব্যাপারেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, চেষ্টা করে দেখবে।

কারো চোখে না পড়ে মনো-রেল ডিপোর তিনশো গজের মধ্যে চলে এলো ওরা। অন্তত রানার তাই ধারণা ছিল। ভুলটা ভাঙলো হঠাৎ করে।

ওদের পিছনে গাড়িটাকে প্রথমে রানাই দেখতে পেলো। অকস্মাৎ বৃষ্টির নিশ্ছিদ্র একটা পর্দা ঝপ্ করে নেমে এলো গাড়ি দুটোর মাঝখানে, পিছনের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আরেকটা গাড়ি উদয় হলো ডান দিক থেকে, স্যাব যখন ডিপোর সামনে দিয়ে ছুটছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রিটা, উইণ্ডস্ক্রীন প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে নাক, চোখে দিশেহারা ভাব নিয়ে র‍্যাম্প-টা খুঁজছে সে।

দু'জোড়া হেডলাইট, পিছনে আর ডান দিকে, বৃষ্টির মধ্যে বারবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। তারপরই শব্দ পেলো রানা, বুলেটটা ওর পাশের আর্মারে আঘাত করেছে। পরপর আরো দুটো বুলেট ছুটে এলো। ড্রাইভারের জানালায় মোটা, অভেদ্য কাঁচ, কাঁচে লেগে ছিটকে চলে গেল বুলেট।

এভাবে শেষ রক্ষা হতো না, বাঁচিয়ে দিলো আবহাওয়া। আগুন যেমন নেভার আগে দপ করে শেষ একবার জ্বলে ওঠে, বৃষ্টিটাও যেন ঠিক তেমনি থামার আগে হঠাৎ বিশাল জলপ্রপাতের মতো নেমে এলো।

'ওই যে!' চিৎকার করলো রিটা, উপলব্ধি করলো র‍্যাম্পের পাশে রয়েছে ওরা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাব। উইণ্ডস্ক্রীনে

নাক ঠেকিয়ে, চেহারায় অসন্তোষ আর গাম্ভীর্য, গাড়ি পিছিয়ে আনলো সে, ফার্স্ট গিয়ার দিলো, তারপর সাবলীলভাবে র‍্যাম্পে তুললো স্যাবকে। ঘেরা র‍্যাম্প ধরে মনো-রেলে চড়ছে ওরা।

এই তুমুল বর্ষণের মধ্যে ড্রাইভার পথ চিনতে পারবে কিনা বলা কঠিন। কিংবা তারা হয়তো বুঝতেই পারেনি কোন্ দিকে গেছে স্যাব। অন্ধকার টানেলে ঢুকে হেডলাইট জ্বেলেছে রিটা, ওদের পিছনে কাউকে দেখা গেল না।

সামনে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বড়সড় স্লাইডিং ডোর, পর-মুহূর্তে ট্র্যান্সপোর্টার ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেলো গাড়ি, রিস্ট্রেইনিং রেইলের ঠিক সামনে স্থির হয়ে গেল।

স্যাব থেকে লাফ দিয়ে নামার সময় চিৎকার করলো রানা, দরজা বন্ধ করতে বলছে রিটাকে, সেই সাথে মনে মনে প্রার্থনা করলো ড্রাইভারের কেবিনে যেন তালা দেয়া না থাকে। ক্যাবে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ করার ক্লিক শুনতে পেলো। এখন শুধু কমনসেন্স ব্যবহারের পালা, আর কন্ট্রোল প্যানেল দেখে বুঝে নেয়া কোন্ লিভারের কি কাজ।

বৃষ্টি এখনো তুমুল, কেবিনের বড় বড় জানালায় ঝাপসা হয়ে আছে কাঁচ। লিভার আর ইন্সট্রুমেন্টের সমতল প্যানেলের সামনে মেঝের সাথে আটকানো ছোটো একটা চেয়ার। পরম স্বস্তির সাথে রানা দেখলো, প্রতিটির গায়ে নাম লেখা আছে। লাল একটা বোতামের নিচে একজোড়া সুইচ, লেখা রয়েছে—টারবাইন : অন/অফ। অন সুইচ চাপ দিয়ে বোতামটা টিপে দিলো রানা, অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্টের দিকে চোখ ফেরালো। থ্রটল-টা খাড়া বাহুর আকৃতি নিয়ে রয়েছে, ছাড়া ছাড়া ভাবে বসানো টার্মিনালের মধ্যবর্তী জায়গাটায় অর্ধবৃত্ত

আকারে ঘোরানো যায় সেটা। ওর পায়ের কাছে রয়েছে ব্রেকিং মেকানিজম, থ্রটলের ডান দিকে একটা সেকেণ্ডারি ডিভাইস সহ। স্পীড ইণ্ডিকেটর, উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার, লাইট আর এক সার বোতাম দেখতে পেলো ও। বোতামগুলোর মাথায় লেখা রয়েছে—ডোরস : অটোমেটিক। ক্লোজ/ওপেন।

লাল বোতামে চাপ দেয়ার পর চাপা যান্ত্রিক গুঞ্জনের সাথে ঘুরতে শুরু করেছে টারবাইন। সবগুলো অটোমেটিক ডোর বাটন ক্লোজ সার্কিটে নামিয়ে দিলো রানা, অন করলো ওয়াইপার আর লাইট, ব্রেক রিলিজ করলো, তারপর আলতোভাবে নাড়লো থ্রটল বাহু।

এমন অবশ্যিক প্রতিক্রিয়া আশা করেনি ও। ঝাঁকি খেলো ট্রেন, সমস্ত ভার নিয়ে ডিপো থেকে রওনা হয়ে গেল ছুট করে, যেন তেলের ওপর পিছলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রানার কনুইয়ের পাশে পৌঁছে গেছে রিটা, সামনের বড় জানালার দিকে ঝুঁকে চোখ কুঁচকে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে সে। হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টি আর ট্র্যাক বেশ পরিকারই দেখা গেল।

একটু একটু করে পাওয়ার বাড়ালো রানা, স্পীড গজ উঠে যেতে দেখলো ঘণ্টায় সত্তর মাইলে। আশিতে ওঠার পর দেখা গেল ঝড় কেটে যাচ্ছে। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, থামার সময়ও তেমনি হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়লো বাতাসের গতিবেগ। বৃষ্টি এখন সামান্য ঝির ঝিরে, আলোর লম্বা বাহুর মধ্যে দীর্ঘ সিঙ্গেল ট্র্যাক তীরচিহ্নের মতো বেরিয়ে গেছে ট্রেনের নাক থেকে।

ট্রেনের দু'দিকে ইলেকট্রিফায়েড নিরাপত্তা বেষ্টনী, কাঁটাতারের বেড়া, স্বভাবতই রিটার মনে প্রশ্ন তুললো। 'শেষ মাথায় পৌঁছে কি করবো আমরা?'

'আমাদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করবে ওরা। শটগান, ইলেক্ট্রিফায়েড বেড়া···চিন্তার কথা, তবে আগে পৌঁছে নিই, তারপর ভাববো।'

আবার স্পীড বাড়ালো রানা, সন্দেহ প্রকাশ করলো শেষ মাথার স্টেশনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সম্ভাব্য বাধাগুলো ট্রেন সামলাতে পারবে কিনা। 'বোধহয় স্ল্যাবের ভেতর থাকলে ভালো হয়, খানিকটা প্রোটেকশন পাওয়া যেতো।'

'কিসের প্রোটেকশন, গোটা ট্রেনই যদি উল্টে যায়? বামপার ধরনের কিছু একটা যে থাকবে শেষ মাথায়, জানা কথা।'

'তার পাশেই ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে,' মন্তব্য করলো রানা। 'হাতে অস্ত্র নিয়ে।'

তীরবেগে ছুটে চলেছে মনো-রেল অথচ কোনো ঝাঁকি, দোলা বা কাঁপন নেই। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সামনে বহুদূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। কমবেশি দশ মিনিট ছুটছে ওরা। নরম হাতে থ্রটলটা পিছিয়ে আনলো ও, তারপর স্ল্যাব থেকে রিভলভার আর নাইটস্কাইওার নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো রিটাকে।

রিটা চলে যাবার পর ট্রেনের স্পীড আরো কমালো রানা, ক্ষীণ কাঁপুনির সাথে মন্থর হয়ে এলো গতি।

'একটু পরেই মেইন লাইটগুলো নিভিয়ে দেবো,' রিটা ফেরার পর বললো রানা। 'বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে। স্টেশন খানিকটা দূরে থাকতে ট্রেন থামাবো, দেখবো নাইটস্কাইওার কি বলে। তারপর···তুর্গ তোমার দায়িত্বে থাকবে, আমি ট্র্যাক ধরে এগিয়ে দেখবো ভেতরে ঢোকা যায় কিনা।'

বাইরে ঘন কালো অন্ধকার, হেডলাইটের প্রান্তসীমার সামনে।

আরো দূরে দিগন্তরেখার কাছাকাছি মাঝে মধ্যেই ফণা বিস্তার করছে বিদ্যুৎ।

নাইটস্কাইওারের স্ট্র্যাপ গলায় পড়লো রানা, জি-পি-সেভেনটি নিয়ে ইন্সট্রুমেন্ট শেলফে রাখলো, প্রতিমুহূর্তে পিছিয়ে আনছে থ্রটল। একটু পরেই আলো নিভিয়ে দিলো ও।

সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ট্রেন। নাইটস্কাইওারে চোখ রেখে দূরে তাকিয়ে আছে রানা, ওর একটা বাহু ধরে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা। ট্র্যাক সামান্য একটু বেঁকে গেছে, আর দেরি না করে এখুনি হিসাব পাওয়া দরকার মরু স্টেশন থেকে কতোটা দূরে রয়েছে ওরা। প্রায় এক মাইল, থ্রটল আরো একটু পিছিয়ে এনে ভাবলো ও। এক মুহূর্ত পর শেষ সীমায় টেনে আনলো ওটা, ধীরে ধীরে ব্রেক চাপলো।

কেবিনের নিজস্ব স্লাইডিং দরজা রয়েছে, অটোমেটিক/ওপেন-এ সুইচ দেয়া থাকলে বাকিগুলোর সাথে সেটারও তালা খুলে যায়। ক্যাব থেকে নামার জন্যে নিশ্চয়ই লোহার ধাপ বা আঙটা আছে, নিচের দিকে অন্তত খানিকটা নামতে সাহায্য করবে ওকে। তারপর সম্ভবত লাফ দিয়ে দীর্ঘ পতনের ঝুঁকি নিতে হবে।

কি করতে চায় অল্প কথায় রিটাকে বোঝালো রানা। 'অন্ধকারে এটাই আমার চোখ,' নাইটস্কাইওারে আঙুল বুলালো ও। 'দরজার তালা খোলার পর টারবাইনের সুইচ অফ করতে হবে, তোমাকে একা রেখে নেমে যাবো আমি।'

'রানা, বেড়াগুলো বিপজ্জনক, খুব সাবধানে থেকো,' শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও রিটার গলা একটু কেঁপে গেল। 'মনে রেখো, একা আমি ওদের সাথে পারবো না।'

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'বাজে কথা বলো না তো! নিজেকে তুমি অবশ্যই রক্ষা করতে পারবে, সে ট্রেনিং তুমি পেয়েছো। আর আমার কথা ভেবো না, আমি ভুলিনি শালার বেড়াগুলোই আমার আসল শত্রু।'

চোখে নাইটফাইণ্ডার তুলে ট্রেনের সামনে তাকালো রানা, অন্ধকারে কোথাও কিছু নড়ে কিনা দেখছে।

'ধরে নিচ্ছি, ওরা অপেক্ষা করছে,' শুরু করলো রিটা।

'যমজ ভাইরা ভাবছে, কি ব্যাপার, স্টেশনে পৌঁছুনোর আগেই ট্রেন থামছে কেন, আলো নিভিয়ে দেয়ারই বা কারণ কি। বলো তো, কি আশা করছি আমি?'

উত্তর দিতে এক সেকেণ্ড দেরি করলো রিটা, 'তুমি আশা করছো ব্যাপারটা কি জানার জন্যে ট্র্যাক ধরে এগিয়ে আসবে ওরা?'

'ওরা, কিংবা অন্তত ওদের একজন। আর ঠিক তাই আমার দরকার। শোনো। ওদেরকে সামলানোর পর কারেন্টের সুইচ অফ করবো আমি, গেট খুলবো, তারপর ফিরে আসবো তোমার কাছে। তোমার কাজ হবে খুন করা...।'

'কি!'

'খুন অর্থ খুনই বোঝাচ্ছি,' বললো রানা। 'আমি চলে যাবার সাথে সাথে তুমি ধরে নেবে অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসবে একজন, লুকিয়ে ক্যাবে ওঠার চেষ্টা করবে। কোনো রকম ঝুঁকি নেবে না তুমি। গুলি করবে সরাসরি খুন করার জন্যে। একমাত্র আমাকেই শুধু ট্রেনে ফিরতে দেবে। ঠিক আছে?'

রাজি হলো রিটা, 'হ্যাঁ।'

অটোমেটিক ডোর বাটনে চাপ দিলো রানা, টারবাইন অফ করলো। যেমন আশা করেছিল, কেবিনের দরজা সহজেই খুলে

গেল। উকি দিয়ে তাকালো ও, লোহার কুদে ধাপগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে।

রিটার দিকে ঘুরলো ও, জানতো না ওর পিছনে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছিল রিটা, সরাসরি তার আলিঙ্গনের মধ্যে আটকা পড়লো। বাধা দেয়ার কথা ভাববার সুযোগও হলো না, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রিটা, চুমু খেলো রানার ঠোঁটে।

'বিদায়চুম্বন না হলেই হয়,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো রানা।

'এতো হালকাভাবে নিলে?' আহত হয়েছে রিটা। 'ছেলে যখন যুদ্ধে যায়, মা তাকে চুমো খায় না? সব চুমোর মধ্যেই কি সেক্স থাকে, রানা?'

'দুঃখিত,' বলে রিটার মাথার চুল একটু এলোমেলো করে দিলো রানা। 'গেলাম তাহলে। যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো।'

নাইটফাইণ্ডার অ্যাডজাস্ট করলো ও, সবটুকু উজ্জ্বলতা আর রেঞ্জ দরকার এখন। রিটার দিকে মুখ করে দরজার কিনারা থেকে স্যাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে। দ্রুত নামছে।

শেষ ধাপে অর্থাৎ ট্রেনের তলায় পৌঁছে গলাটা ক্রেনের মতো বাঁকা করলো রানা, ট্র্যাকের দূরত্ব আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে। অন্তত পনেরো ফুট নিচে ওটা। বিশাল আকারের কংক্রিট পিলার যেগুলোর ওপর ভর করে রয়েছে ট্র্যাক, আর ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার মাঝখানে দূরত্ব যথেষ্টই বলা চলে—বারো ফুট।

শেষ ধাপটা শক্ত করে ধরে নিচের দিকে শরীরটা ছেড়ে দিলো রানা। শূন্যে ঝুলছে, দুলছে সামান্য। অন্ধকার নিচেটা ঝাপসা মতো, তবু নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টকে টার্গেট ধরে নিয়ে ঝুলন্ত শরীর-

aimsumon@yahoo.com
www.murchona.com

টাকে পজিশনে নিয়ে এলো, লাফ দিলো চোখ খোলা রেখে। নিচের মাটি সমতল এবং শক্ত। পতনটা রানার নিখুঁত হলো, শুধু হাঁটু জোড়া ভাঁজ হলো, হোঁচট খেলো না বা শরীরটাকে গড়িয়ে দিতে হলো না। মাটিতে পা স্পর্শ করা মাত্র হাতে চলে এসেছে অটোমেটিক, পরমুহূর্তে মূর্তি হয়ে গেল ও, স্থির এবং চুপচাপ, গগলসের ভেতর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কান খাড়া।

কালো রাত অস্বাভাবিক শান্ত আর নিস্তব্ধ। বৃষ্টির পর মরু বিশেষ একটা গন্ধ ছড়ায়, মিষ্টি মিষ্টি সোঁদা আর নির্মল, তার সাথে ঠাণ্ডা বাতাস—জুড়িয়ে গেল প্রাণ। সামনে কোনো নড়াচড়া নেই। পিস্তলটা উরুর সাথে ঠেকিয়ে এগোতে শুরু করলো রানা, ট্র্যাকের উঁচু কংক্রিট অবলম্বনগুলোর কাছাকাছি থাকলো, খানিকটা স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করলো পিলারগুলোর গায়ে পা ফেলার ক্ষুদে ধাপ রয়েছে, প্রতি তিনটে পিলারের একটায়, সম্ভবত মেইন্টেন্যান্স-এর জন্যে।

মাঝে মধ্যে থামলো রানা, শব্দ হয় কিনা শোনার আর একটানা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকানোর জন্যে। হাঁটলো বিড়ালের মতো নিঃশব্দে, দশ মিনিটের মধ্যে সামনে পরিষ্কার দেখা গেল মরু ডিপো।

স্টেশনের আলো নিভিয়ে রেখেছে ওরা, উদ্দেশ্য ট্রেনের ড্রাইভারকে অসুবিধের মধ্যে ফেলা। এখন রানা সামনে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। দীর্ঘ একটা মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, যতোটা সম্ভব পিলারের কাছাকাছি রয়েছে। লোকটার কাছে একটা শটগান রয়েছে, তৈরি অবস্থায়, পেশাদার ভঙ্গিতে শরীর থেকে দূরে, কাঁধের মাত্র কয়েক ইঞ্চি সামনে বাঁট, ব্যারেল নিচের দিকে নামানো।

পাশে সরে এলো রানা, একটা পিলারের গায়ে সেঁটে গেল। একটু পরই প্রতিপক্ষের আওয়াজ শুনলো ও, কোনো সন্দেহ নেই লোকটা এক্সপার্ট, কারণ শব্দ আসছে শুধু নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস পতনের।

রানাকে দেখেনি, সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিলো তাকে। রানার পিলারের কাছ থেকে এক ফুট দূরে থাকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, কান পাতলো, পিছন ফিরছে। শটগানের ব্যারেলটা দেখতে পেলো রানা।

নড়ে ওঠার আগে লোকটাকে পিলারের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দিলো ও। যখন নড়লো, ভঙ্গি আর গতিটাকে শুধু কেউটের ছোবলের সাথেই তুলনা করা চলে, এ-ধরনের আঘাত আর মৃত্যু সমার্থক। ভারি অটোমেটিকটা শক্তভাবে ধরা ছিলো রানার ডান হাতে। হাতটা পিছিয়ে আনলো, তারপর সবটুকু শক্তিতে আঘাত করলো এম. আর. নাইন। অন্ধকারের ভেতর থেকে আঘাতটা আসছে, কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। টের পেলো, কিন্তু সরে যাবার সুযোগ হলো না, তার আগেই কানের নিচে আঘাত করলো ডি-পি-সেভেনটির ব্যারেল।

হিস্‌স্ শব্দে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল বাতাস, পতন শুরুর সাথে সাথে গোঙানির আওয়াজও শোনা গেল। মাটিতে পড়ার আগেই লোকটার জ্যাকেট ধরে ফেললো রানা, কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না। কাঁটাতারের ঘন বুনন থেকে চোখ ধাঁধানো নীল আলো বিচ্ছুরিত হলো, লোকটার অজ্ঞান শরীরকে ঘিরে। ইলেকট্রিফায়েড তার শরীরটাকে নিয়ে খেললো কিছুক্ষণ, বলা যায় প্রায় নাচিয়ে ছাড়লো।

মাংস-পোড়া গন্ধে বমি পেলো রানার। কয়েক মুহূর্ত পর স্থির হয়ে

amsumon@yahoo.com©
www.murchona.com

গেল দেহটা, বেড়া থেকে খসে গিয়ে পড়ে থাকলো মাটিতে। শট-গানটা, একটা উইনচেস্টার পাম্প, রানার দু'পায়ের প্রায় মাঝখানে পড়ে আছে।

দৃশ্যটা দেখার সময় চোখে নাইটফাইণ্ডার থাকলেও, বেড়ার বৈদ্যুতিক আগুন তার খানিকটা রেশ রেখে গেল রানার চোখে। বিস্ময়ের ধাকাটা কখন কাটিয়ে উঠেছে নিজেও বলতে পারবে না ও। ঘন ঘন চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিলো। তারপর এক হাঁটু ভাঁজ করে তুললো উইনচেস্টারটা, হোলস্টারে চালান করে দিলো ভি-পি-সেভেনটি।

পাম্প অ্যাকশন উইনচেস্টার লোড করা রয়েছে। ওটা হাতে নিয়ে সিধে হচ্ছে রানা, পঞ্চাশ ফুট সামনের ট্র্যাক থেকে চিৎকার করলো এক লোক।

'ভাই? কি হলো, ভাই? ব্যাটা কাবু হয়েছে?'

অপর গার্ড, নিহত লোকটার যমজ ভাই, পিলার আর বেড়ার মধ্যবর্তী সরু পথটা ধরে এগিয়ে আসছে, থপ থপ আওয়াজ হচ্ছে পায়ের। আগুনের ঝলক আর আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছে সে। উইনচেস্টারটা তুললো রানা, মাজ্‌ল্ তাক করলো এগিয়ে আসা লোকটার বুক বরাবর, বললো, 'ওখানেই দাঁড়াও। অস্ত্রটা ফেলো। তোমার ভাই গেছে। থামো, তা না হলে তুমিও যাবে।'

থামলো লোকটা, তবে রানার আওয়াজ আন্দাজ করে উইনচেস্টার তোলার জন্যে। প্রথম গুলিটা আসার আগেই একটা পিলারের আড়ালে সরে এলো রানা, পিলারের আরেক কোণ থেকে উঁকি দিলো, আবার শটগান তুললো লোকটার দিকে।

লোকটা যেন ক্ষেপে উঠেছে। এলোপাথাড়ি গুলি করলো সে, সেই

সাথে ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো, বোধহয় আশা করছে ভাগ্যগুণে লক্ষ্যভেদ করবে। একটাই গুলি করলো রানা, নিচের দিকে। মনে হলো হ্যাঁচকা টানে লোকটার পা টেনে নেয়া হলো পিছন দিকে, মুখ থুবড়ে পড়লো সে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড কোঁপালো, তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

নিহত লোকটাকে সার্চ করলো রানা। চাবি না পেয়ে সাবধানে সামনে এগোলো ও, জানা নেই সরু ডিপোর নিরাপত্তা বিধানে ব্যাক-আপ টিম হিসেবে খানের আরো লোক আশপাশে আছে কিনা।

দ্বিতীয় লোকটার জ্ঞান নেই, তবে বাঁচবে। একটা গুলিতে তার দুটো পা-ই জখম হয়েছে, রক্তও বেরুচ্ছে প্রচুর, তবে হাড় গুঁড়ো হয়নি বা কোনো শিরা থেকে রক্ত ছিটকে বেরুচ্ছে না।

তাকেও খুঁটিয়ে সার্চ করলো রানা। চাবি নেই। হতে পারে ট্রেন আসছে শুনে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল ওরা, ব্লকহাউসে চাবি রেখেই বেরিয়ে এসেছে। রানার মনে আছে, ছোট্ট ওই ব্লকহাউস থেকে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নাকি চাবি আর কারো কাছে আছে, রানা আর রিটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা?

লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছুতে প্রচুর সময় নিলো রানা। চলার পথে রিলোড করলো উইনচেস্টার। নিচু বিল্ডিংটা সারাক্ষণ ধরে রাখলো চোখে।

চারদিক নিস্তব্ধ। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলো রানা। কোথাও কিছু নড়ছে না। মোটর র‍্যাম্পটা প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত, মনো-রেলের সাথে সংযোগ পাবার জন্যে তৈরি।

বিল্ডিংের গা ঘেঁষে থাকলো রানা, অন্ধকারের ভেতর, চারদিকে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

লক্ষ্য রাখছে।

কোথাও কিছু নেই।

অবশেষে আড়াল থেকে বেরুলো রানা, হন হন করে ব্লকহাউসের দিকে এগোলো। আলো জ্বলছে ওদিকে। গোটা তল্লাট জনমানব শূন্য, বেড়ার ভেতর বা বাইরের মরুভূমিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

বড় ফিউজ বক্স আর মেইন সুইচবোর্ডের কাছে, টেবিলের ওপর রয়েছে চাবির গোছাটা। মাস্টার সুইচ অফ করলো রানা, আগেই হাতে চলে এসেছে চাবি, ব্লকহাউস থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যুৎ আছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে কাঁটাতারের গায়ে উইনচেস্টার ঠেকালো, তালা খুললো মেইন গেটের, কবাট জোড়া যতোটা পারা যায় খুললো, যাতে সরাসরি ট্রেন থেকে নেমেই বেরিয়ে যেতে পারে স্যাব।

ভাগ্য সহায় হলে, অ্যাসারিলো-য় পৌঁছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করতে এক ঘন্টার বেশি লাগবে না ওদের।

ফিরতি পথটুকু একছুটে পেরিয়ে এলো রানা। আহত গার্ড এখনো বেহুঁশ, তবে সামান্য গোঙাতে শুরু করেছে। তার ভাই নিঃসাড় পড়ে আছে, মাংস আর কাপড় পোড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

সামনে, ওর ওপর দিকে, অবশেষে ট্রেনটা দেখতে পেলো রানা। লম্বা ট্রেনের একটা দিক প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে যেন ঝুলছে। ট্র্যাক আর ট্র্যাকের পাশে কার্নিশ অর্থাৎ প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে রয়েছে পিলারের ওপর, পিলারের কিনারা আর রেলের মাঝখানে কার্নিশটা তিন কি চার ফুট চওড়া। নিরেট ইস্পাতের ওপর কংক্রিটের মোটা স্তর দিয়ে তৈরি। না থেমে, সবচেয়ে কাছের লোহার ধাপে পা রাখলো রানা, তর তর করে উঠে পড়লো প্ল্যাটফর্মে।

ছুটলো রানা কার্নিশ ধরে। এক সময় সামনে উঁচু টাওয়ার হয়ে উঠলো ট্রেনের সামনেটা। ট্র্যাক আর কার্নিশ ঢেকে ফেলেছে ট্রেন। হাঁটু গেড়ে বসে নিচের দিকে উঁকি দিলো ও, মনো-রেলের পাশটা দেখলো। ক্যাবের দরজা এখনো খোলা, দরজার নিচ থেকে লোহার ধাপগুলো নেমে গেছে মাটির দিকে। ওই ধাপ বেয়েই নেমেছিল রানা।

কিন্তু ট্রেনের সামনে থেকে ধাপগুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। ট্রেনের নাকের বাঁ কিনারা ঘেঁষে বসলো রানা, লম্বা করে দিলো একটা হাত। না, সম্ভব নয়, নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে ধাপগুলো।

মাটি থেকে ট্রেনে ওঠা সম্ভব নয়, কারণ প্রথম ধাপটা পনেরো ফুট ওপরে। ট্রেনের সামনে থেকে ধাপ লক্ষ্য করে লাফ দিতে পারে রানা, কিন্তু যদি মুঠোর ভেতর একটাকে ধরে রাখতে না পারে তো তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করার মতো ব্যাপার হবে সেটা। রিটাও ওকে এই সমস্যায় কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

অগত্যা ভালো করে দেখেশুনে লাফই দিলো রানা। প্রতিটি লোহার ধাপ ইংরেজী ডি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে রয়েছে, একটা ধাপ ডান হাতের মুঠোয় চলে এলো, আরেক হাতের তালু ঠেকলো ধাপের গায়ে। দুটো হাত ধাক্কা খেলো পরস্পরের সাথে, ডান হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল লোহার ধাপ।

পড়ে যাচ্ছে রানা, ডান হাত মাথার পিছনে বাতাসে থাবা মারছে। বুকের সাথে ঘষা খেলো ধাপটা, বাঁ হাতের মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরলো রানা সেটা। ঝুলে পড়লো শরীর, ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ড, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে বাম হাত। এক দি স্ট-

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সেকেণ্ড দোলা খেলো ও, ইতিমধ্যে ডান হাত দিয়েও ধরে ফেলেছে হাতলটাকে। আরো এক সেকেণ্ড সময় নিলো দম ফিরে পেতে। তার-পর উঠতে শুরু করলো ক্যাবের দিকে।

দরজার খোলা মুখের কাছে মুখ তুলে ডাকলো রানা, 'সাবধান, গুলি করো না, আমি রানা। কোনো বাধা নেই, চলো বেরিয়ে যাই।' ক্যাবে উঠে পড়লো ও, একটু হাঁপাচ্ছে।

কেবিনে রিটা নেই। আবার তাকে ডাকতেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

লাফ দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে এলো রানা, লাইটের সুইচ অন করলো। গোটা ট্রেন উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠলো, এবং ঠিক তখুনি কেবিনের দরজা অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ম্যানুয়্যাল হাতলটা ঘোরালো রানা, কোনো লাভ হলো না।

ঘুরে দাঁড়ালো রানা, আবার একবার রিটার নাম ধরে ডাকলো। ভেহিকেল কমপার্টমেন্টের দিকে রওনা হবার আগে পিস্তলটা হাতে নিলো ও। যেমন রাখা ছিলো তেমনি রয়েছে স্যাব। অথচ রিটার কোনো ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। বোকার মতো এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, আর ঠিক তখুনি কেবিনের অপর দরজাটা ভোজবাজির মতো বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে।

'রিটা?' চিৎকার করলো রানা। 'কোথায় তুমি? ওরা কি তোমাকে···?'

'ইয়েস, মিঃ রানা,' দেহহীন একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর জবাব দিলো। 'ঠিক ধরেছেন, মিঃ মাসুদ রানা। আপনি যেমন, তেমনি মিসেস লুগানিসও আর পালাতে পারছেন না। ও-সব বাজে চিন্তা বাদ

দিয়ে বরং সুস্থির হবার চেষ্টা করুন। বেশ বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে আপনার বিশ্রাম দরকার, মিঃ রানা।'

গলাটা চিনতে পারলো রানা। পিয়েরে ল্যাচাসির, সরু আর কর্কশ, বেরিয়ে এলো লাউডস্পীকার সিস্টেম থেকে। আরেকটা বিস্ময় আবিষ্কার করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো ওর।

বাতাসে কিসের যেন একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু নাকে ঝাঁঝালো লাগলো। তারপরই হালকা মেঘ দেখতে পেলো রানা। মেঝের সরু গ্রিল থেকে একটু একটু করে বেরুচ্ছে—গ্যাস। বুঝতে কিছুই বাকি থাকলো না আর।

মনে হলো যেন পাশে দাঁড়িয়ে নিজের আচরণ লক্ষ্য করছে রানা। অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত ভাব বাসা বাঁধলো মনে। নড়াচড়া করতে পারছে, কিন্তু গতি খুবই মন্থর। সিদ্ধান্ত নিতে প্রচুর সময় বেরিয়ে গেল। অক্সিজেন। হ্যাঁ, তাই তো, অক্সিজেন। অক্সিজেন আছে ওর কাছে।

গাড়িতে আছে। প্যাসেঞ্জার সিটের তলায়, একটা সিলিণ্ডারে।

এগোবার চেষ্টা করলো রানা, মনে হলো ওর চারপাশে সব কিছু দুলছে। বিড়বিড় করে চলেছে ও, 'অক্সিজেন, অক্সিজেন···,' বার-বার।

স্যাবের দরজার দিকে হাত বাড়ালো রানা, হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললো। শরীরটা টলছে। দরজার ভেতর মাথা গলাবার জন্যে ঝুঁকলো সামনের দিকে, পড়ে গেল।

পতনটা যেন অন্তহীন, অনন্তকাল ধরে নেমে যাচ্ছে ও। ওর চারপাশে অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। চেতনা হারাবার আগে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখলো না।

সাত

সময়ের ক্ষুদ্রতম একটি মুহূর্তে, জ্ঞান ফেরার পর, মাসুদ রানা উপলব্ধি করলো কে সে—মেজর মাসুদ রানা, বি. সি. আই.-এর একজন ফিল্ড এজেন্ট, যার রয়েছে মানুষ খুন করার বিশেষ লাইসেন্স।

জ্ঞানটুকু অল্পক্ষণ স্থায়ী হলো, সাথে আরামদায়ক, উষ্ণ পানিতে ভেসে থাকার একটা অনুভূতি, যেন ঝুলে আছে। একটা কণ্ঠস্বরও কানে ঢুকলো, হ্যালোপেরিডল সম্পর্কে কি যেন বলছে। নামটা চিনতে পারলো ও—একটা ড্রাগ, ট্র্যাংকুইলাইযার, হিপনোটিক প্রতিক্রিয়া হয়। তারপরই খোঁচাটা অনুভব করলো ও, সুঁই বিঁধলো বাহুতে। আবার চেতনা হারালো, বোধ হয় নিজেকেও।

গড, না জানি ক'টা বাজে! স্বপ্ন দেখছিল সে। পরিষ্কার স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নই বলা চলে, তার প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পর্কে। স্বপ্নের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনলো সে। মা-বাবার, বন্ধু-বান্ধবের, ছবি দেখলো—ট্রেনিং, কমিশন পাবার পর তার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আরও কতকিছুর।

জেনারেল বিল এইচ. পিলার নাইট টেবিল হাতড়ালো, ডিজিটাল ওয়াচটা খুঁজছে। ভোর তিনটে। আসলে ওই শেষ গ্লাসের হুইস্কিটুকু খাওয়া উচিত হয়নি। নাহ্, মদ্যপান অবশ্যই তার ছাড়া দরকার। নতুন প্রমোশন পাওয়ার পর থেকে এরকম বিচ্ছিরী ঘটনা বেশ ক'বারই ঘটলো।

বালিশের ওপর ধপাস করে মাথা দিলো সে, ঘামছে। ঘুমিয়ে পড়লো একটু পরই।

ইনফ্রা-রেড গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখছিল পিয়েরে দ্যাচাসি, মলিয়ের কানের দিকে ফিরলো। 'ভালোই কাজ করছে,' মেয়েলি গলায় ফিসফিস করে বললো সে। 'হাতে এখনো প্রচুর সময়। এবার আমি ওকে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা দান করবো।' মাইক্রোফোনটা নিজের দিকে টেনে নিলো সে, কথা বলতে শুরু করলো ধীরে ধীরে, নরম সুরে।

ওদের নিচে একটা বেডরুম, সামরিক আদলে সাজানো—তেমন কোনো ফার্নিচার নেই, নগ্ন দেয়ালে ব্যক্তিগত কয়েকটা মাত্র ছবি।

গভীর সম্মোহনী ঘুমের ভেতর, জেনারেল বিল এইচ. পিলার মোটেও বালিশ থেকে বেরিয়ে আসা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন নয়।

'এখন, জেনারেল,' কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আপনি জানেন আপনি কে। আপনি জানেন, এবং স্মরণ করতে পারেন আপনার ছেলেবেলা, কৈশোর, আপনার ট্রেনিং, এবং সার্ভিসে ধাপে ধাপে উন্নতির ঘটনাগুলো। উন্নতিগুলো সম্পর্কে আরো কিছু জানাবো আমি। আপনার অ্যাকটিভ সার্ভিস সম্পর্কে নতুন তথ্য দেবো। নতুন তথ্য দেবো আপনার বর্তমান কাজ সম্পর্কে।' এরপর শুরু হলো বিশদ বর্ণনা। ভিয়েতনামে কি ধরনের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলো

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

জেনারেল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা চোখের সামনে মারা গেল, তাদের বাঁচা-
নোর জন্যে নিজ প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছিলো সে। কয়েকটা
উভয়সংকটের ঘটনা বর্ণনা করা হলো। কিছু কিছু ঘটনা নতুন করে
ঘটানো হলো, অভিনয়ের মাধ্যমে, সমস্ত আনুষঙ্গিক শব্দ সহ।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠলো জেনারেল পিলার, পাশ ফিরলো,
আবার তার ঘুম ভেঙে গেল। গড, অসম্ভব ভারি হয়ে আছে শরীরটা।
অথচ সকালে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে তাকে। ঘুমালেই স্বপ্ন
দেখছে সে, আবার দেখেছে। এবার ভিয়েতনাম চলে এসেছিল।

মরিয়া একটা ইচ্ছে হলো স্ত্রীকে টেলিফোনে ডাকে। কিন্তু বালিশে
মাথা ঠেকার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে তার স্ত্রী রোলা, পাকা আট
ঘন্টা পর চোখ মেলে। মাঝখানে কেউ যদি কোনো কারণে তার ঘুম
ভাঙায়, পুরো এক হপ্তা স্নায়ু-পীড়নের ঝুঁকি থাকে।

স্ত্রীর সহানুভূতি আর সেবা পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে
অভয় দিলো জেনারেল পিলার, সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা না
হলে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো টলতে টলতে ইন্সপেকশনে বেরুতে
হবে তাকে। ঘুম! হ্যাঁ, আরো খানিকটা ঘুম দরকার তার।
আরেকবার সময় জানতে পারলে হতো। ঘড়িটা যেন কোথায়? ও,
হ্যাঁ, টেবিলে। আরে, মাত্র এক ঘন্টা পর আবার তার ঘুম ভেঙেছে!
কি মুশকিল! মাত্র চারটে বাজে! না, এখন বিছানা ছাড়লে শরীরটা
কথা শুনবে না। ঘুম যদি নাও আসে, চোখ বুজে বিছানায় পড়ে
থাকা ভালো। বিশ্রাম দরকার।

ধীরে ধীরে আবার স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে গেল জেনারেল পিলার।
এবং সেই সাথে, বেডরুমের ওপরদিকের জানালা থেকে পিয়েরে
ল্যাচাসিও আবার ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করলো।

ঠিক এ-ধরনের কাজ আর মাত্র একবার করেছে ল্যাচাসি, তখন অবশ্য হাতে আরো বেশি সময় পাওয়া গিয়েছিল। মাইক্রোফোনে হাতচাপা দিয়ে রানার দিকে ফিরলো সে। 'মন্দ নয়, বুঝলে। ও এখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছে, অন্তরের অন্তস্থলে, যে ও আসলেই একজন ফোর-স্টার জেনারেল। ব্যাটা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিল বলে আমাদের কাজ অবশ্য অনেক সহজ হয়েছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এরচেয়ে ভালো রেজাল্ট আশা করা যায় না। যাতে কোনো ফাঁক না থাকে, জ্ঞান-গুলো আবার সব নতুন করে দান করবো ওকে।' ল্যাচাসি যখন রানার সাথে কথা বলছে, নিচের বেডরুমে তখন আরেক দৃশ্য অভিনীত হলো। বেডরুমের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলো হেনরি ডুপ্রে। গা ঢাকা দিয়ে থাকার অদৃশ্য জায়গাটার দিকে মুখ তুলে তাকালো সে, হাসলো একবার। তারপর পা টিপে টিপে এগোলো সে, যেমন তাকে নির্দেশ দেয়া আছে। বিছানার কাছাকাছি এসে থামলো, সময় বদলে দিলো ঘড়ির। ঘড়িটা আবার টেবিলে রেখে বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার বলতে শুরু করলো ল্যাচাসি। সে-ও ক্লান্তি বোধ করছে। সাধারণত, তার জানা আছে, টেকনিকটা পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্যে চব্বিশ ঘন্টা খুব কম সময়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে সাবজেক্টের শুধু পারসোনালিটি বদলাতে হবে, তাই প্রথম থেকেই সাফল্য সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

র‍্যাঞ্চে রানাকে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে কাজটা শুরু করেছে ওরা। শুধু হ্যালোপেরিডল ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, হিপনোটিক টেকনিকও প্রয়োগ করা হয়েছে। অডিও-হিপনোটিক ইমপ্যাক্টের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত সেসন-এর আয়োজন করা হয়েছিল।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

প্রথমে সাবজেক্টের নিজস্ব সমস্ত স্মৃতি মুছে দেয়া হয় মন থেকে, তার-
পর শূন্যস্থান পূরণ করা হয় নতুন পরিচয় আর স্মৃতি দিয়ে।
নতুন স্মৃতিগুলো অল্প অল্প করে সাবজেক্টের ভেতরে ঢোকানো
হয়েছে। কৃত্রিম আইডিয়া, ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা, তথ্য, স্মৃতি
ইত্যাদি, ওরা জানে, চব্বিশ ঘণ্টা পর, নারকোটিকের প্রভাব কেটে
গেলে, প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করবে সাবজেক্ট। আবার সে আগের
পরিচয় এবং স্মৃতি ফিরে পাবে। তবে চব্বিশ ঘণ্টা প্রচুর সময়।
প্রথম থেকেই একটা কাঁটা বিশেষ ছিলো মাসুদ রানা। প্ল্যান করা
হয়, প্রথমে ওকে সমাজ-সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মুঠোয়
আনতে হবে, তারপর ধ্বংস করতে হবে। তবে দেখে যেন মনে হয়
স্বাভাবিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। দুর্ঘ-
টনাটা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। অন্তত সও মং প্রথমে এ-ধরনেরই
একটা নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সও মঙের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে,
বদলেছেও। পরিবর্তে দ্বিতীয় যে নির্দেশটা দেয় সে, তার বুঝি কোনো
তুলনা হয় না।

জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্যে অন্য এক লোক-
কে বেছে রেখেছিল ওরা। ল্যাচাসি এমনকি সেই লোকের ওপর
এই টেকনিকটা ব্যবহারও করেছে। ফলাফল, বেচারা এফ. বি. আই.
এজেন্ট অকালে মারা গেল।

এরপর সও মং রানাকে টোপ গেলালো, হামিদের পুরনো শত্রুকে
বড়শিতে গেঁথে নিয়ে এলো টেক্সাসে, নজরবন্দী করে দিয়ে নজর
রাখলো তার প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। কমকরেও তিন ঘণ্টা নিবিড় ঘুম দরকার
নতুন জেনারেলের।

গোটা পরিকল্পনাটার কথা ভেবে আপনমনে হাসলো ল্যাচাসি। সও মঙের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো তার মাথা। মাসুদ রানা, জেনারেল বিল এইচ. পিলার হিসেবে চেইন পাহাড়ে খতম হয়ে যাবে। আর তার ফলে কতো লোক যে বিপদে পড়বে আর বিব্রত হবে, কারো সাধ্য নেই হিসেব করে।

আরো পনেরো মিনিট কথা বলে মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিলো ল্যাচাসি। 'ডোজ আর বাড়াতে সাহস হয় না। সামান্য অস্বস্তিবোধ করবে ও, তবে দায়ী করা হবে মদ্যপানকে। সে-চিন্তাটা খুব ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি ওর মাথায়। কোনো সন্দেহ নেই, তোমার হাতে এই মুহূর্তে একজন ফোর-স্টার জেনারেল রয়েছে। আমার পরামর্শ, সও মং, হেনরি ডুপ্রেকে তুমি নিজে ব্রিফ করো। বেডরুমের ওই লোক অবশ্যই যেন চেইন পাহাড়ে মারা যায়। সব-চেয়ে ভালো হয় জেনারেল বিল এইচ. পিলার থাকা অবস্থায় মারা গেলে।'

সও মং হাসলো। 'আমার একটা সাধ পূরণ হতে যাচ্ছে। অবশ্যই ডুপ্রের সাথে কথা বলবো আমি। সরে এসো এবার, ঘুমুতে দাও ওকে।'

অবশেষে খানিকটা বিশ্রাম পেলো জেনারেল পিলার। স্বপ্নগুলো মিলিয়ে গেল, ঘুম হলো স্বাভাবিক। তবে ঘুম ভাঙার পর, জেগে থাকা অবস্থায়, আরেক ধরনের স্বপ্ন দেখেছে সে—রীতিমতো উত্তে-জক, একটা মেয়েকে নিয়ে, যার চুলের গন্ধ পরিচিত এবং খুব পছন্দ করে ও। মনে হয়েছিল, মেয়েটা ওর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এক পর্যায়ে তার কণ্ঠস্বরও প্রায় পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে জেনারেল

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

পিলার। 'রানা,' বললো মেয়েটা। 'মাই ডিয়ার, রানা! এই পিল-গুলো খেয়ে নাও, প্লিজ। এগুলো দরকার তোমার। এই নাও···।' নরম একটা হাতের স্পর্শ পেলো সে মাথার পিছনে, বালিশ থেকে তুললো মাথাটা। তারপর মুখের ভেতর কি যেন ভরে দিলো, ঠোঁটে ঠেকলো পানির ঠাণ্ডা গ্লাস। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল তার, ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললো পিলসহ পানিটুকু, বাধা দেয়ার কথা একবার ভাবলোও না। 'পিল কাজ শুরু করতে খানিকটা সময় নেবে,' আবার কথা বললো মেয়েটা। 'কিন্তু তারপর নিজের পরিচয় ফিরে পাবে তুমি, চিনতে পারবে নিজেকে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, রানা। আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম!'

পুরোপুরি ঘুম ভাঙার পর এই একটাই স্বপ্ন স্মরণ করতে পারলো জেনারেল পিলার। ওর ঘুম ভাঙালো একজন সার্জেন্ট, হাতে কালো কফির কাপ নিয়ে। জেনারেল বুঝতে পারলো, রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি, কিন্তু কারণটাও তার মনে পড়লো—শালার পার্টিতে বেশি মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

মুখের ভেতরটা শুকনো লাগছে, পেটের ভেতর অস্বস্তিকর আলো-ড়ন, তবে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সুস্থ সে।

দাড়ি কামালো জেনারেল, শাওয়ার সারলো, তারপর কাপড় পরতে শুরু করলো। আপন মনে হাসলো সে, ফোর-স্টার জেনারেল হতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি তাকে। যেন সামরিক অফিসার হবার জন্যেই জন্ম হয়েছিল তার। কমব্যাট অভিজ্ঞতা প্রায় অনা-য়াসে আয়ত্ত করেছে সে। এই পেশা তার ভারি পছন্দ, কারণ রো-মাঞ্চের ভক্ত সে। মার্কিন এয়ার স্পেস ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর জেনা-রেল হতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়, রীতিমতো গর্ববোধ করা উচিত

তার।

দরজায় নক হলো। ভেতরে ঢুকলো পুরনো লোক, তার অ্যাড-জুট্যান্ট, মেজর হেনরি ডুপ্রে। বরাবরের মতো কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে জেনারেলকে স্যালুট করলো সে।

'গুড মর্নিং, জেনারেল। দিনটা আজ কেমন, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইলো মেজর ডুপ্রে।

'ভয়ঙ্কর, হেনরি, ভয়ঙ্কর! এমন লাগছে যেন নর্দমায় চুবানো হয়েছে আমাকে, পচা পানি আটকে আছে গলায়, কিংবা যেন ল্যাট্রিনের নোংরা পদার্থ গেলানো হয়েছে।'

হেসে ফেললো ডুপ্রে। 'শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, জেনারেল, কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তো সে আপনাকেই। কালকের পার্টিতে আপনি কোনো সীমা মানেননি।'

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। 'জানি, জানি, আর বলতে হবে না —অ্যাণ্ড ফর গডস সেক, আমার ওয়াইফকে কিছু জানিও না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, বুঝলে, এখন থেকে মাপমতো খাবো। অনেক কমিয়ে ফেলবো, দেখো।'

'আপনার ব্রেকফাস্ট দেবো, স্যার? ইচ্ছে করলে আমরা···।'

'বাদ দাও, হেনরি, বাদ দাও। আরেক কাপ গরম কফি হলেই চলবে।'

'এখুনি দিচ্ছি, স্যার। এখানে?'

'নয় কেন। তারপর আমরা রওনা হয়ে যাবো, কি বলো? তার আগে অবশ্য আজকের অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে আলাপটা সেরে নেবো। আমার যা অবস্থা, সব আবার তোমার কাছ থেকে নতুন করে জেনে নিতে হবে।'

'কি যে বলেন, স্যার।' সশ্রদ্ধ হাসি দেখা গেল মেজর ডুপ্রের মুখে। 'যতো যাই খান আপনি, কিছুই আপনি ভোলেন না। সার্ভিসে আপনার মতো আর কেউ আছে নাকি!'

'ওই আবার শুরু হলো। এই অভ্যাসটা ছাড়ো এবার, বুঝলে। আমার প্রশংসা না করলেও আমি জানবো তুমি আমার ভক্ত এবং লোক হিসেবেও কারো চেয়ে খারাপ নও।'

'অনেক আগে আরো কয়েকজন জেনারেলের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলাম আমি, স্যার,' একটু গম্ভীর হয়ে বললো হেনরি ডুপ্রে। 'কেউ বলতে পারবে না তাঁদের আমি প্রশংসা করেছি। তবে সবাই জানে আপনার প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ। যার প্রাপ্য তার প্রশংসা করতে না পারাটা এক ধরনের নীচতা…।'

'এবার কিন্তু তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছো, হেনরি!'

'বেয়াদপি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন, স্যার,' বলে, হাসতে হাসতে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো হেনরি ডুপ্রে।

কামরার বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে পিয়েরে ল্যাচাসি। 'কেমন দেখলে?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইলো সে।

'তুলনাহীন, অবিশ্বাস্য!' ঘন ঘন মাথা নাড়লো হেনরি ডুপ্রে। 'এমন সাফল্য আশা করা যায় না। কিন্তু স্থায়ী হবে তো?'

'হবে, মেজর ডুপ্রে, হবে—প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে। ভালো কথা, সও মঙের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছো তুমি?'

'কাজটা আমি নিজে করবো, আনন্দের সাথে। আপনি চিন্তা করবেন না।' ফিক্ করে হাসলো সে। 'জেনারেল আরেক কাপ কফি চাইছে…।'

*

প্রায় ঘণ্টা দুই আগের ঘটনা। একজন ক্যাপটেন, বয়সে তরুণ, পেন্টাগনের স্পেস ইন্টেলিজেন্সে কাজ করে—নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ডিউটিতে এলো। রাতে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ কেউ এখনো রয়েছে চারপাশে, তবে ক্যাপটেনকে তারা কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলো না। কাজ পাগল বলে খ্যাতি আছে তার।

সকালের এই সময়টায় মেইন কমিউনিকেশন্স টেলিটাইপ মেশিনটা ব্যবহার করা হচ্ছে না। ওটা তার বসের, তিনি একজন জেনারেল, এয়ার অ্যাণ্ড স্পেস ডিফেন্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর দায়িত্বে আছেন। দুই গোছা অতিরিক্ত চাবি রয়েছে ক্যাপটেনের সাথে, জেনারেলের অফিস আর টেলিটাইপ মেশিনের।

ভেতরে ঢুকে ক্যাপটেন দেখলো ছোটো অফিস স্যুইট-টা খালি। আস্তে করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো সে, টেলিটাইপের তালা খুলে ট্রান্সমিট শুরু করলো।

প্রথম মেসেজটা গেল অফিসার কমাণ্ডিং মুভমেন্টস, ইউ. এস. এয়ার ফোর্স বেস, পিটারসন ফিল্ড, কলোরাডো-য়। মেসেজটা হলো:

Be prepared one small armed contingent
consiting approx two officers four sergeants
and thirty enlisted men at Air Space Admin staff
arrive by road this morning Stop The General
Bill H Pillar Inspector Air Space Defence arrive
by helicopter flight clearance four-one-two to
rv with this group and proceed NORRAD Hq Stop
Request you afford all courtesice and assistance

ammumon@yahoo.com
www.murchona.com

Stop Acknowledge and destroy Stop

মেসেজটার নিচে সই থাকলো ক্যাপটেনের রসের, নাম এবং পদ সহ। প্রাপ্তিস্বীকার করে পাল্টা একটা মেসেজ এলো দশ মিনিটের মধ্যেই। দ্বিতীয় মেসেজটা পাঠানো হলো নোরাড হেডকোয়ার্টারের কমান্ডিং অফিসারের কাছে, ঠিকানা—চেইন মাউন্টেইন, কলোরাডো। মেসেজটা এরকম :

As favor I advise you my Inspector-General—General Bill H Pillar--will visit you today for non-scheduled inspection Stop Please give him every courtesy Stop Do not Repeat not inform him of this previous warning Stop Acknowledge and destroy Stop

এটাতেও সই থাকলো ক্যাপটেনের রসের, নাম এবং পদ সহ। খানিক পর জবাবও এসে পৌঁছুলো:

Regret Officer Commanding on leave for one day this day Stop I shall personally see all is in order Stop

মেসেজটার নিচে সই করেছে একজন কর্নেল, অ্যাকটিং কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। আপনমনে মুচকি হাসলো ক্যাপটেন, সমস্ত কপি ছিঁড়ে ফেললো সে, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো টেক্সাসের একটা নম্বরে। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাবার পর জানালো এদিক থেকে ক্যাপটেন জিম কথা বলছে।

অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'আমি দুঃখিত, স্যার—আমার বিশ্বাস আপনি রং নাম্বারে ডায়াল করেছেন।' একটু মেয়েলি কণ্ঠস্বর,

কিন্তু কর্কশ।

'দুঃখিত আমিও, স্যার, তবে আশা করি কোনো ক্ষতি হয়নি, স্যার—ডায়াল করতে ভুল করে ফেলেছি। আশা করি আপনাকে বিরক্ত করলাম না।'

'না-না, মোটেও না,' জবাব দিলো পিয়েরে ল্যাচাসি। 'গুডবাই, স্যার।'

জেনারেল পিলার এবং তাঁর অ্যাডজুট্যান্ট মেজর হেনরি ডুপ্রে অফিসার্স মেস থেকে বেরিয়ে এলো, পাহারায় দাঁড়ানো দু'জন প্রাইভেট সোলজার চৌকশভঙ্গিতে স্যালুট করলো তাদের। মেস থেকে বেরুবার সময় বেশ কয়েকজন অফিসার জেনারেলকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে অন্তত দু'জন কথাচ্ছলে জেনারেলকে বলেছে, 'জেনারেল, কাল রাতের পার্টিটা কিন্তু দারুণ জমেছিল।'

'এবং চারদিকে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে,' চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে মন্তব্য করলো জেনারেল। 'আজ রাতে এক ফোঁটাও গিলছি না, হেনরি—সেদিকে লক্ষ রাখবে তুমি।'

'আপনি যা বলেন, স্যার।'

অফিসার্স মেসের সামনের প্যাডে কিওয়া (KIOWA) হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে, দেখে প্রায় গুঙিয়ে উঠলো জেনারেল। 'ওহ্ নো! ওটায় চড়ে রওনা হবো আমরা! সেরেছে! হেনরি?'

'ইয়েস, স্যার, হেলিকপ্টার ছাড়া তো...।'

'বেশ, বুঝলাম। এখন আবহাওয়া ভালো হলেই বাঁচি। বুঝতেই তো পারছো খুব বেশি ঝাঁকি আজ আমার সইবে না।'

arifsumon@yahoo.com www.murchona.com©

'ওয়েদার রিপোর্ট চমৎকার, স্যার।'

হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটছে ওরা, আজকের কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছে অ্যাডজুট্যান্ট মেজর হেনরি ডুপ্রে। 'হেলিকপ্টারে করে এখান থেকে সরাসরি পিটারসন এয়ার বেসে পৌঁছুবো আমরা, স্যার। ওখানে একটা ট্রাক থাকবে, ট্রাকে থাকবে ত্রিশজন এনলিস্টেড সৈনিক, কিছু নন্-কমিশনড্ অফিসার, দু'জন অফিসার—তাদের মধ্যে একজন ক্যাপটেন পিয়েরে ল্যাচাসি। ওরা আসলে শো হিসেবে থাকবে, স্যার—আপনি যদি মনে করেন যে নোরাড কমব্যাট অপারেশনস সেন্টারের সিকিউরিটি পরীক্ষা করা দরকার শুধু তাহলেই ওদের কাজে লাগানো হবে। আপনার গাড়ি এবং ড্রাইভারও অপেক্ষা করছে ওখানে, স্যার।'

'গুড। তারপর আমরা সরাসরি চেইন পাহাড়ে চলে যাবো?'

'নাম্বার টু এন্ট্রান্সে পৌঁছুবো আমরা, স্যার। সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে, ওখান থেকে সরাসরি মেইন কমাণ্ড পোস্ট লেভেলে চলে যাওয়া যায়। আপনি আপনার মেমো-তে বলেছেন কমাণ্ড পোস্ট স্ট্রাকচারের সতর্কাবস্থা পরীক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য—প্রায়োরিটি নাম্বার ওয়ান।'

'হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে যেন…।'

হাসলো মেজর ডুপ্রে। 'আপনার মনে পড়বে না তো কার মনে পড়বে, স্যার। আমি তো জানি, কিছুই আপনি বেশিক্ষণ ভুলে থাকেন না। প্রমাণও করা যায়। দেখুন, আমি শুধু আভাস দেবো, অমনি বাকিটুকু আপনার মনে পড়ে যাবে। 'ফ্লাইং…।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলো জেনারেল। 'না হে, হেনরি, স্মরণ শক্তির বারোটা বেজে গেছে। ব্যাপারটা কি এরকম—ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্যে কমপিউটর টেপগুলো সরাসরি চাইবো আমি, তাই কি?'

হেসে উঠলো ডুপ্রে। 'ঠিক তাই, স্যার। ফ্লাইং ডাগন টেপ সম্পর্কে কিছু বিধি-নিষেধ আছে। "মোস্ট সিক্রেট" তালিকার একটা আইটেম। কড়া পাহারায় রাখা হয়। ওখানে যারা আছে তাদের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই হস্তান্তর করার। এমনকি দেখতে দেয়ার ক্ষমতাও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, অত্যন্ত সিনিয়র একজন অফিসারের প্রতিক্রিয়া টেস্ট করা।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কাজ হয় কিনা।' কথা বলতে বলতে হেলিকপ্টারে উঠে বসলো জেনারেল। পাইলটের কুশল জানতে চেয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকালো নিজেকে। জেনারেলের পিছু পিছু ডুপ্রেও উঠলো, বসলো পাশের সিটে।

একটু পরই আকাশে উঠে গেল হেলিকপ্টার। উত্তর-পশ্চিম দিকে রওনা হলো। ওদিকেই কলোরাডোর চেইন পাহাড়।

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com

আট

যাত্রার প্রথম দিকে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ঝিমালো জেনারেল। তারপর যখন চোখ মেললো, তাকে বেশ প্রফুল্ল এবং সতেজ লাগলো। এক সময় নিজের সিটে ঘুরে বসলো পাইলট, ইঙ্গিতে নিচের দিকটা দেখালো। কলোরাডোর উঁচু, নির্মল আকাশে রয়েছে ওরা। দূরে পাহাড়শ্রেণীর চূড়া দেখা গেল, এবড়োখেবড়ো পাথুরে কিনারা।

কয়েক মিনিট পর পিটারসন ফিল্ড আর জেনারেলের জন্যে অপেক্ষারত কনভয়ের দিকে নামতে শুরু করলো হেলিকপ্টার। ড্রেকের চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, জেনারেল গম্ভীর। তাকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে সাহায্য করলো অ্যাডজুট্যান্ট, জানতে চাইলো যান-বাহনের সামনে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে তিনি খুঁটিয়ে দেখতে চান কিনা। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলোকে দেখলো জেনারেল, মাথা ঝাঁকালো, তারপর হাড়সর্বস্ব ক্যাপটেনের দিকে এগোলো।

ক্যাপটেন স্যালুট করলো জেনারেলকে। 'ক্যাপটেন ল্যাচাসি, স্যার।' ল্যাচাসিই পথ দেখিয়ে লাইনের দিকে নিয়ে চললো জেনা-

রেলকে।

'তোমার সাথে আগে কখনো দেখা হয়েছে আমার, ক্যাপটেন?' কঠিন দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে তাকালো জেনারেল।

'না, স্যার।'

স্টাফ কারের দিকে এগোবার সময়, ল্যাচাসি তখন একটু পিছিয়ে পড়েছে, ফিসফিস করে ড্রেককে বললো জেনারেল, 'ক্যাপটেন লোকটা। আমার বিশ্বাস আগেও আমি ওকে দেখেছি, হেনরি।'

'আপনি ওর ফটো দেখেছেন, জেনারেল,' মেজরও নিচু গলায় জবাব দিলো। 'এমন কোনো কাগজ নেই যাতে ওর ছবি ছাপা হয়নি। দুনিয়ার সেরা একজন প্লাস্টিক সার্জেন সাধ্যমতো চেষ্টা করে চেহারার ওইটুকুই বাঁচাতে পেরেছে। ভিয়েতনামীরা বেচারার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল।'

'বেজন্মা!' ঘৃণার সাথে বিড়বিড় করলো জেনারেল।

কনভয়ের আয়োজন দেখার মতো। প্রথমে দু'জন মটরসাইকেল আউটরাইডার, তারপর একটা এম/ওয়ান-ওয়ান-থ্রি আর্মারড পারসোনেল ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ারে রয়েছে ভারি টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন এম. এম., সাথে দু'জন ক্রু সহ কমব্যাট ট্রুপসের একটা সেকশন। ব্রাউনিঙের বাঁকা সুইভেল মাউন্টিং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রুরা।

ক্যারিয়ারের পিছনে রয়েছে জেনারেল পিলারের স্টাফ কার, স্টাফ কারের পর আরেকটা এ. পি. সি.।

স্টাফ কারের ড্রাইভারকে আগে কখনো দেখেনি জেনারেল, দ-এর মতো তেড়া-বাঁকা দেহ-কাঠামো। সার্জেন্টের ইউনিফর্ম তার গায়ে জোর করে ঢোকানো হয়েছে। তবে ভালোই গাড়ি চালায়

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

লোকটা, যখন যেমন প্রয়োজন ভদ্রতাসূচক আচরণ করতেও জানে।
নিজের নিয়মিত ড্রাইভার থাকলে খুশি হতো জেনারেল, যদিও এই
মুহূর্তে তার নাম ঠিক মনে করতে পারলো না সে।

পিছনের সিটে জেনারেলের সাথেই বসেছে মেজর ডুপ্রে, কন্ডা-
ক্টরের মুখ নিয়ে সামনে বসেছে ক্যাপটেন ল্যাচাসি, ড্রাইভারের পাশে।
হেলিপ্যাড থেকে ধীরগতিতে রওনা হলো ছোটো কনভয়-টা পিটার-
সন ফিল্ডের মেইন গেটের দিকে। স্টাফ কারের একদিকে জেনারেলের
সরু উজ্জ্বল পতাকা পত পত করে উড়ছে। জেনারেলের ইউনিফর্মেও
তারকা আর ফিতের ছড়াছড়ি।

কোনো প্রশ্ন না করে ব্যারিয়ার তোলা হলো। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে
সম্মান প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে উঠলো গার্ড, স্যাং করে তাকে পাশ
কাটালো স্টাফ কার। অন্যান্য অফিসার আর সৈনিকরাও অ্যাটেন-
শন ভঙ্গিতে অটল হলো, তারপর একজন ফোর-স্টার জেনারেল
যাচ্ছেন বুঝতে পেরে স্যালুট করলো তারা সবাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পর দেখা গেল পাহাড়ের পাদদেশ ধরে এগিয়ে
যাওয়া মিলিটারী রোড ধরে ছুটছে কনভয়। রাস্তা এবং আশপাশের
এলাকায় কড়া পাহারায় রয়েছে এয়ার ফোর্স আর আর্মি, কিন্তু কেউ
ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করলো না বা কাগজ-পত্র দেখতে চাইলো
না। ছোটো ছোটো মিলিটারী পুলিশ ডিটাচমেন্টগুলো শুধু অ্যাটেন-
শন হলো, নির্বাধায় এগিয়ে যেতে দিলো কনভয়টাকে।

কনভয়ের আয়োজন সম্পর্কে আরেকবার চিন্তা করলো জেনারেল
পিলার। দু'জন মটরসাইকেল আরোহী, দুটো ক্যারিয়ারে দু'জন
করে চারজন ক্রু, প্রতিটি ক্যারিয়ারে আরো রয়েছে বারো কি তেরো
জন করে কমব্যাট ট্রুপসের সদস্য, অফিসার রয়েছে একজন করে।

পঁয়ত্রিশ জন লোক, বেশিও হতে পারে। তার ড্রাইভার, হেনরি আর
ক্যাপটেন ল্যাচাসিকে ধরলে পঁয়ত্রিশ জন। বাহ চমৎকার! সবার
সাথে একটা করে এম সিক্সটিন আর হ্যান্ডগান রয়েছে। মেজর
হেনরি ডুপ্রে, ক্যাপটেন পিয়েরে ল্যাচাসি আর ড্রাইভারের কাছেও
সাইড আর্মস রয়েছে। এরচেয়ে ভালো প্রোটেকশন আর কি আশা
করতে পারে জেনারেল?

'গোটা ব্যাপারটা নিখুঁত হয়েছে, হেনরি—চমৎকার আয়োজন,'
বললো জেনারেল, উজ্জ্বল হাসি তার মুখে। 'ওয়েল অর্গানাইজড।
ওয়েল ডান।'

'আমি শুধু টেলিফোনের রিসিভার তুলেছি, জেনারেল। সবই
তো জানেন আপনি, স্যার।'

দু'মিনিট হলো পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছে ওরা, পাশ কাটিয়ে
এলো একটা সাইড রোডকে, একধারে ছোটো একটা সাইনবোর্ডে
তীরচিহ্ন সহ লেখা রয়েছে, নোরাড হেডকোয়ার্টার।

'ওটা, স্যার,' জেনারেলকে জানালো মেজর ডুপ্রে, 'মেইন এন্ট্রা-
ন্সের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে মাইল পাঁচেক উঠবো আমরা,
তারপর বাঁক নিয়ে পৌঁছুবো সাইড এনট্রান্সে। আমার বিশ্বাস,
পিটারসনের কেউ ইতিমধ্যে খবরটা ওদের কাছে নিশ্চয়ই ফাঁস করে
দিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, মেইন এনট্রান্স বিল্ডিঙের সামনে
জড়ো হয়েছে সবাই।'

'এই রাস্তার শেষ মাথাতেও থাকবে ওরা,' বললো জেনারেল।
'ওদেরকে বোকা মনে করার কোনো কারণ নেই। সবাই ওরা
জানবে। যেখানেই আমরা পৌঁছুই না কেন, দেখা যাবে সেখানেই
আমাদেরকে আশা করছে ওরা।'

aimsuman@yahoo.com
www.murchona.com

হলো জেনারেল। লোকগুলো নিজেদের কাজ খুব ভালো বোঝে।

মেজর ডুপ্রের দিকে ফিরে বললো সে, 'পরিচয় ইত্যাদি সব তোমারি দায়িত্ব, হেনরি, কেমন ? বরাবরের মতো আর কি। কোনো ঝামেলা চাই না। আমাকে তোমরা কিছুটা নির্লিপ্ত দেখতে পাবে।'

'জী, স্যার!' মেজরকে ভারি তৃপ্ত দেখালো। স্টাফ কারের ইলেক-ট্রিক জানালা নেমে যাবার সাথে সাথে স্টাফ কারের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এলো একজন নোরাড ক্যাপটেন। বয়সে তরুণ, সত্যি সত্যি মৃদু হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

'হ্যাঁ, ভাবলো জেনারেল, এখানেও ওরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে তাকিয়ে দেখলো এরইমধ্যে একটা অনার গার্ড বেরিয়ে এসেছে, গেটের একেবারে সামনের সমতল জায়গাটায় ঝাঁক বাঁধছে তারা।

যুবক অফিসার চৌকশ ভঙ্গিতে স্যালুট করলো।

নীরস, কড়া সুরে কথা বললো মেজর ডুপ্রে, 'জেনারেল পিলার —ইন্সপেক্টর-জেনারেল ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ডিফেন্স—অফি-শিয়ালি তোমার বেস ইন্সপেকশন করতে এসেছেন, ক্যাপটেন।' মসৃণ এবং কড়কড়ে একটা ডকুমেন্ট হস্তান্তর করলো সে, ক্যাপটেন সেটার দিকে ভালো করে একবার তাকালোও না। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হয় তার জানা আছে।

'ভেরি গুড, স্যার।' মৃদু হেসে ঘাড় ফেরালো ক্যাপটেন, গেট খোলার আদেশ জানালো। 'আপনাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা যার পর নাই আনন্দিত, জেনারেল, স্যার। বেস আপনার জন্যে খোলা। আপনার আনন্দের জন্যে যদি কিছু করার থাকে আমা-দের…।'

'আমরা এখানে আনন্দ-ফূর্তি করতে আসিনি, ক্যাপটেন,' ধমকে উঠলো জেনারেল। 'এসেছি তোমাদের অপারেশনস্ রুম দেখতে আর কিছু প্রশ্ন করতে। মাথায় ঢুকেছে, ক্যাপটেন ?'

তারপরও যুবক ক্যাপটেনের ঠোঁটে হাসির রেশটুকু অম্লান থাক-লো। 'জী, স্যার। আপনি যা বলেন, স্যার। আমরা আপনার যে-কোনো আদেশের জন্যে একপায়ে খাড়া। দয়া করে ভেতরে চলুন, স্যার।'

'জেনারেল চান যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পাহাড়ের ভেতর ঢুক-বেন,' মাঝখান থেকে কথা বললো মেজর ডুপ্রে।

'রাইট, স্যার। আমাদের অ্যাকটিং কমান্ডিং অফিসার আপনাদের জন্যে অপারেশনস্ রুমে অপেক্ষা করছেন। ওখানে আপনাদের পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

গেট খুলে গেল, একটা এ. পি. সি.-র পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো ওরা। বাকি সবাই পেরিমিটারের বাইরে থেকে গেল, গাড়ি থেকে নেমে গেটের বাইরে এবং ভেতরে বিভিন্ন পয়েন্টে পজিশন নিলো তারা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেলের টিম নোরাড হেডকো-য়ার্টারের ছ'নম্বর প্রবেশপথ সম্পূর্ণ সীল করে দিলো।

স্টাফ কার গেটের ভেতর ঢুকে থামতেই অ্যাটেনশন হলো অনার গার্ড, তারপর প্রেজেন্ট আর্মস পজিশনে স্থির হলো।

'হেনরি,' মেজরের মনোযোগ আকৃষ্ট করলো জেনারেল পিলার। 'যুবক অফিসারের হাবভাব লক্ষ্য করেছো? কেমন যেন হালকা-ভাবে নিলো আমাদেরকে।' স্টাফ কার থেকে নামছে সে।

'হ্যাঁ। কার সাধ্যি আপনার চোখকে ফাঁকি দেয়। সম্ভবত এর আগে ইন্সপেক্টর-জেনারেলদের সংস্পর্শে খুব বেশি আসেনি

ছোকরা, স্যার ; ভেবেছে হাসিখুশি ভাব দেখালে সুবিধে হবে। ওর নামটা আমি জেনে নেবো, স্যার।'

'হ্যাঁ, যেন ভুল না হয়।' ডুপ্রের মনে হলো ছোকরা ক্যাপটেনের ওপর খুব চটেছেন জেনারেল।

'আপনি বোধহয় অনার গার্ড ইন্সপেকশন করতে চান না, তাই না, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো ডুপ্রে। কিন্তু জেনারেল মাথা নাড়লো, অস্বস্তিবোধ করা সত্ত্বেও নিয়ম ধরে সব কাজ সারতে চায় সে। লাইনের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে এগোলো, দু'জন অন্তর একজনের সামনে থেমে প্রশ্ন করলো দু'একটা।

শেষ লাইনের মাথায় পৌঁছে গার্ড কমাণ্ডারকে বিদায় দিলো জেনারেল, তার তীক্ষ্ণ স্যালুটের জবাব দিলো, তারপর ফিরলো যুবক ক্যাপটেনের দিকে। 'রাইট,' ধমকের সুরে বললো সে, 'আমি চাই, ক্যাপটেন, আমাকে, আমার অ্যাডজুট্যান্ট আর সঙ্গী ক্যাপটেন সহ, ভেতরে নিয়ে যাবে তুমি।' ঝট্ করে ডুপ্রের দিকে ফিরলো সে। 'সঙ্গী ক্যাপটেনের কি যেন নাম বলেছিলে··· ।'

'ল্যাচাসি,' কঙ্কালসার ক্যাপটেন নিজেই জবাব দিলো। 'ক্যাপ-টেন ল্যাচাসি।'

'হ্যাঁ।' ল্যাচাসির দিকে রাগের সাথে তাকালো জেনারেল, যেন লোকটাকে তার পছন্দ হয়নি। 'হ্যাঁ। তুমি, মেজর হেনরি ডুপ্রে, আর ক্যাপটেন ল্যাচাসি। আর কেউ নয়, শুধু এই আমরা চারজন ভেতরে ঢুকবো।' যুবক ক্যাপটেনের দিকে আবার তাকালো সে। 'এবং আমি তোমার কমাণ্ডিং অফিসারের সাথে দেখা করতে চাই।'

জেনারেলের কনুইয়ের কাছ থেকে দ্রুত কথা বললো ডুপ্রে। 'স্যার, আপনার কি মনে হয় না অন্তত আর ছয়েক লোক সাথে থাকলে

ভালো হয়···?'

'না, মেজর।' নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলো জেনারেল। 'আমরা যা দেখবো সবার তা দেখা উচিত হবে না। ক্লাসিফায়েড, টপ সি-ক্রেট, এ-সব শব্দের অর্থ বদলে দেয়, একদম পছন্দ করি না আমি। এই আকারের একটা এসকর্ট কেন আমরা সাথে রাখলাম তা-ও আমার জানা নেই। উঁহুঁ, আমরা ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢুকবে না। এসো, রওনা হওয়া যাক। সারাটা দিন এখানে ঘুর ঘুর করতে আসিনি।···শুধু চারজন···।' কথা শেষ হয়নি, তার আগেই পা বাড়ালো জেনারেল, পাঁচিলের মতো শক্ত আর সোজা হয়ে আছে পিঠ।

ডুপ্রে আর ল্যাচাসিকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে জেনারেল, নোয়াড ক্যাপটেন তার পিছু নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছে। 'আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার, স্যার···।'

'ইয়েস?'

'মানে, স্যার···আপনাকে তো আগেই বলেছি, ডিউটিতে রয়েছেন একজন ফুল কর্নেল, অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার আজ ছুটিতে আছেন, স্যার। ভাবলাম আপনাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার...।'

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। 'তাতে কিছু আসে যায় না। কেউ একজন থাকলেই হলো।'

পাথুরে প্রাচীরে ঢেকে রয়েছে বিল্ডিংগুলো, আসলে প্রবেশপথটাকে আড়াল করার জন্যে ডিফেন্সিভ ক্যামোফ্লেজ হিসেবে কাজ করছে ওগুলো। কংক্রিট আর ইস্পাতের সাহায্যে যতোটা সম্ভব মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের

aamisumon@yahoo.com www.murchona.com

কাজ চলে, পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢোকার টানেলটা সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে।

নোয়াড ক্যাপটেন বক বক করে চলেছে, 'মেইন-এন্ট্রান্সে, অর্থাৎ অপরদিকে, স্যার, একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্ক আছে—গাড়ি রাখা ছাড়াও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এটাকে খিড়কি দরজা বলতে পারেন…।'

একজোড়া স্টীল ডোর পেরিয়ে এলো ওরা। নোয়াড ক্যাপটেন ছোটো একটা পর্দার ভেতর হাত গলাতেই কবাট খুলে গেল। দরজার ওপারে বদলে গেল পরিবেশ, আরেক জগতে চলে এলো ওরা। প্যাসেজটা সরু হয়ে গিয়ে চৌকো ধাতব টানেলে পরিণত হয়েছে, প্রতিবার শুধু একজন মানুষ যেতে বা আসতে পারবে। টানেলটা শেষ হয়েছে ছোটো একটা কমাণ্ড পোস্টে, চারজন গম্ভীর মেরিনের দখলে রয়েছে সেটা, স্লাইডিং স্টীল প্যানেলসহ পরবর্তী প্রবেশপথটা পাহারা দিচ্ছে তারা।

গম্ভীর এবং সতর্ক হলেও, ইউনিফর্ম পরা মেরিনরা ওদের সাথে সহযোগিতা করলো, কোনো প্রশ্ন না তুলেই। নোয়াড ক্যাপটেনের কথা শেষ হতে তাদের একজন ইন্টারকমে আলাপ করলো, তারপর চারজনেই সরে দাঁড়ালো একপাশে—নিঃশব্দে খুলে গেল বিস্ফোরণ-প্রতিরোধক প্যানেল।

পাহাড়ের ভেতর কি আছে জেনারেল বা তার সঙ্গীদের সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। জেনারেলের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ-ধরনের অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় যা সে দেখেছে এখানেও সেরকম কিছু দেখতে পাবে, যদিও সেগুলো তার চোখে অনেকটা যেন মুভি সেট-এর মতো লাগে। বড় বড় এলিভেটর থাকে, স্টাফদের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার হয়। কিংবা থাকে খোলা রেল-কার, যেমনটা আধুনিক কয়লা খনিতে দেখা যায় আজকাল।

কিন্তু দরজা পেরিয়ে এসে সে-সব কিছুই ওরা দেখ লা না। ওদের সামনে বিশাল একটা গোলাকার চেম্বার রয়েছে, রিসেপশন এরিয়া বলা যেতে পারে, দেয়ালগুলো নগ্ন পাথর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ফলে ভেতরে গা জুড়ানো ঠাণ্ডা একটা ভাব। মেঝেতে কার্পেটও আছে, যদিও এটাকে পরিচ্ছন্ন একটা গুহা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

চারটে বড় আকারের ডেস্কে চারজন লোক, চেহারা দেখে মনে হয় দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই তাদের যেন কোনো আগ্রহ নেই। আড়িপাতা যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক অনুসন্ধানী ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর দায়িত্বে রয়েছে ওরা। দীর্ঘদেহী, তাম্রবর্ণ কর্নেলের দিকে ভালো করে না তাকিয়ে জেনারেল জানালো, আগে সে ডেস্কগুলো চেক করতে চায়। কর্নেলের বুকে অনেকগুলো রক্তবর্ণ মেডেল আর রিবন, তার পিছনে চারজনের ছোটো একটা টিম। টিমের একজন ক্যাপটেন, বাকি তিনজন মেজর। সবার বয়সই ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

স্যালুট করলো কর্নেল, নিজের এবং অফিসারদের পরিচয় জানালো, কমাণ্ডিং অফিসারের অনুপস্থিতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো সবিনয়ে, সবশেষে সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা এবং সুবিধে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলো সে।

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল পিলার, লক্ষ্য করলো কর্নেল আর তার অফিসাররা প্রত্যেকে সাইড আর্মস্ বহন করছে। কর্নেলকে নিজের স্টাফ মেম্বারদের পরিচয় জানালো সে। অপরদিকে কর্নেলও লক্ষ্য করলো, জেনারেল পিলার ড্রেস ইউনিফর্ম পরে থাকলেও তার স্টাফ

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

অফিসাররা পরে আছে কমব্যাট ড্রেস, এবং দু'জনেই সাইড আর্মস
বহন করছে। ব্যাপারটা তার কাছে অশুভ ধরনের কিছু মনে না
হলেও, অস্বাভাবিক লাগলো। কন্ট্রোল রুম থেকে এখানে আসার
আগে কর্নেল একটা অস্বাভাবিক ঘটনার রিপোর্টও পেয়েছে মেইন
গেট থেকে—জেনারেল পিলারের ডিটাচমেন্ট ট্রুপস দু'নম্বর মাউন্টে-
ইন এন্ট্রান্স সীল করে দিয়েছে, গেটের বাইরে ও ভেতরে পজিশন
নিয়েছে তারা।

কর্নেল আরো লক্ষ্য করলো, জেনারেল তেমন কোনো প্রশ্ন করছে
না। ব্যাপারটা বেশ একটু উদ্ভট। কাজেই সাথের চারজন অফি-
সারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিজেই একটা ব্যাখ্যা দিলো সে—ডিউ-
টিতে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় নিয়েছে ওরা।

'নিয়ম অনুসারে আর একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওদের শিফট,'
বললো কর্নেল, সারা মুখে সগর্ব হাসি। 'কিন্তু ওরা থেকে যাবার
প্রস্তাব দিয়েছে ইন্সপেকশানের সময় আপনাকে সাহায্য করবে বলে,
জেনারেল।' সে আরো ব্যাখ্যা করলো, ডিউটির সময় এই অফি-
সাররা বিভিন্ন কমাণ্ড পোস্ট, মেইন কন্ট্রোল রুম আর মনিটর-গুলো
সুপারভাইজ করে। 'এখানে ডিউটি দেয়া মানে ছয় ঘণ্টার প্রতিটি
সেকেণ্ড গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করা।' কাজ প্রসঙ্গে কথা
বলার সময় অস্বাভাবিক সিরিয়াস দেখা গেল তাকে। 'এই মুহূর্তে
যারা ডিউটিতে রয়েছে, নিজেদের কাজ নিয়ে তারা এতোই ব্যস্ত,
আপনার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর তারা ঠিকমতো দিতে পারবে বলে
মনে হয় না, স্যার।'

অফিসাররা থেকে যাওয়ায় কর্নেলকে ধন্যবাদ জানালো জেনারেল,
জিজ্ঞেস করলো প্রথমে কোন্ জিনিসটা তার দেখা দরকার।

'যেটা আপনার খুশি, জেনারেল। আমরা এখানে আপনার নির্দে-
শের অপেক্ষায় আছি। যে-কোনো দিকে যান, যেটা খুশি পরীক্ষা
করুন। কেউ কিছু মনে করবে না। আমরা সবাই এখানে সিরিয়াস
লোক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছি, তবু আপনার সন্তুষ্টির
জন্যে সবকিছুই দেখতে দেবো আপনাকে, প্রয়োজনীয় যে-কোনো
তথ্য চাইলেই আপনি পাবেন।'

সিরিয়াস লোক? মনে মনে চিন্তা করলো জেনারেল। সিরিয়াস
লোকের বোধবুদ্ধি এতো কম হয় কি করে? তবে, যারা দায়িত্বে
থাকে তাদের কাছ থেকে এ-ধরনের সহযোগিতা প্রায়ক্ষেত্রেই পাওয়া
যায়।

এবার মেজর ডুপ্রে ওদের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়লো।
'আমার ধারণা, জেনারেল বিশেষভাবে জানতে চাইবেন কিভাবে
আপনারা ফ্লাইং ড্রাগন কন্ট্রোল করেন, স্যার।'

ট্রাফিক পুলিশের মতো একটা হাত তুললো জেনারেল। 'তাড়া-
হুড়ো করে একটা কিছু গিলিয়ো না তো, হেনরি। এই আউটফিট
কিভাবে কাজ করে কর্নেল জানেন। আফটার অল, গোটা দেশের
মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘাঁটি...।'

'ওয়েল,' কর্নেলের কণ্ঠস্বর মার্জিত এবং শ্রুতিমধুর। 'কোথাও
যদি কোনো গোলযোগ দেখা দেয়, আমরাই প্রথম সেটা জানবো,
স্যার। আমার মনে হয়, এ-প্রসঙ্গেই জানতে চাইছেন আপনি।
আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, প্রথমে আপনি আমাদের মেইন
অপারেশনস্ কন্ট্রোল দেখুন...।'

'আপনি যা বলেন,' রাজি হলো জেনারেল।

আরো এক জোড়া বিস্ফোরক-প্রতিরোধক দরজার দিকে ইঙ্গিত

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

করলো কর্নেল, সিকিউরিটি ডেস্কগুলোর পিছনে অর্ধবৃত্ত আকৃতির দেয়ালের ঠিক মাঝখানে। 'আসুন, স্যার।'

কর্নেলকে অনুসরণ করলো জেনারেল, তাদের সাথে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ডুপ্রে আর ল্যাচাসি সহ অন্যান্য অফিসাররা। দরজার পর চওড়া একটা প্যাসেজ, শেষ হয়েছে টি-জাংশন করিডরে। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে খানিক পরপর দু'পাশে সুইং ডোর দেখতে পেলো জেনারেল। নাক বরাবর সামনেও আরেকটা দরজা, বড় বড় সাদা হরফে লেখা রয়েছে, মেইন অপারেশনস্।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলো কর্নেল, বাকি সবাই ওদেরকে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে অনুসরণ করলো।

প্রশস্ত একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁচেছে ওরা, অনেকগুলো চেয়ার আর উঁচু মোটা কাচের পর্দা রয়েছে। এই গ্যালারি থেকে সামনের দৃশ্য যে-কোনো মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভিভূত করবে।

ওদের নিচে বিশাল এক আমফিথিয়েটার, প্রায় একশো নারী-পুরুষ প্রত্যেকে সামনে থরে থরে সাজানো কমপিউটর ও ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে বসে আছে। কীবোর্ড, স্ক্যানার ইত্যাদি নিয়ে সবাই এতো ব্যস্ত, যে-যার কাজে তারা এতোই মগ্ন, তুলেও কেউ কারো দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

ওদের ওপরদিকে, দূরবর্তী বাঁকা দেয়ালে, প্রকাণ্ড আকারের তিনটে ইলেকট্রনিক মারকেটর প্রোজেকশন, প্রতিটিতে পৃথিবীর মানচিত্র। তিনটে প্রোজেকশনের মাথায় শোভা পাচ্ছে সার সার ডিজিটাল ক্লক, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে ওগুলোতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি প্রোজেকশনে অসংখ্য মন্থর-গতি রঙিন রেখা রয়েছে—নীল আর সবুজ, চোখ ধাঁধানো সাদা,

ঘন কালো, কমলা, আবার কিছু কিছু রেখা বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত, টেকনিকালার।

আটকে রাখা দম ধীরে ধীরে ছাড়লেও, জেনারেলের নাক দিয়ে বাঁশির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো। তার মনে পড়লো এই জিনিসেরই ছোটো সংস্করণ আগেও দেখেছে সে, তবে এটার সাথে সেগুলোর তুলনা চলে না। 'কর্নেল,' মৃদু কণ্ঠে বললো সে, 'খুব খুশি হতাম আপনি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। এই অদ্ভুত প্রদর্শনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমরা।'

আনন্দের সাথে মেইন কন্ট্রোলের ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলো কর্নেল। ইতিমধ্যে কক্ষপথে স্থাপিত স্যাটেলাইট এবং অন্যান্য স্পেস হার্ডওয়্যারের সঠিক সংখ্যা জানিয়ে দিচ্ছে প্রোজেকশনগুলো, বাঁ দিকের প্রোজেকশন শুধু বিদেশী স্যাটেলাইটের হিসেব দেবে, ডান দিকেরটা দেবে আমেরিকান স্যাটেলাইটের, আর মাঝেরটা মনিটর করবে যে-কোনো নতুন স্পেস-ক্রাফটের উপস্থিতি।

মাঝের প্রোজেকশনের আরেকটা গুণ আছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রোগ্রাম করা যায়, ফলে মার্কিন অ মার্কিন যে-কোনো স্যাটেলাইটের পারস্পরিক দূরত্ব, অবস্থান, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ জানা সম্ভব।

'এটাকে আর্লি ওয়ার্নিং প্রোজেকশন-ও বলা হয়,' ওদেরকে জানালো কর্নেল। 'বিদেশী শক্তি আকাশে নতুন কিছু পাঠালেই এই সেন্ট্রাল স্ক্রীনে ধরা পড়ে যাবে।'

বিশাল ইলেকট্রনিক ম্যাপগুলো অপারেট এবং মনিটর করছে অ্যামফিথিয়েটারে বসা টেকনিশিয়ানরা, বিভিন্ন উৎস থেকে ইনফর্মেশন সংগ্রহ করে নিয়মিত যোগান দিচ্ছে তারা। 'নতুন যে-কোনো তৎপরতার খবর আমাদের ট্র্যাকিং স্টেশনগুলোর একটা থেকে

amsuman@yahoo.com
www.murchona.com

আসবে, সেটা হয় গ্রাউণ্ড-বেস নয়তো স্যাটেলাইট স্টেশন হবে। আমাদের নিজেদের স্যাটেলাইট ইনফরমেশন যোগান দেবে যার যার কমাণ্ড পোস্টকে, কমাণ্ড পোস্টগুলো এই কমপ্লেক্সের ভেতরেই আছে,' এমনভাবে ব্যাখ্যা করছে কর্নেল, সব যেন পানির মতো সহজ। কিন্তু যার বোঝার ক্ষমতা আছে তার পক্ষে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই।

কর্নেল বলে চলেছে, 'একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বিগ বার্ড আর কীহোল টু রিকনিসনস্ স্যাটেলাইটের কথা ধরুন, ডান দিকের প্রোজেকশনে। এই গ্যালারির বাইরের প্যাসেজে রয়েছে ওগুলোর কমাণ্ড পোস্ট, ওগুলোর কাজ মনিটর করা হবে ওই পোস্ট থেকে। তবে, বলাই বাহুল্য, স্যাটেলাইট থেকে যে তথ্য আসে তার সবই অন্যান্য স্টেশনেও পাঠানো হয়।

'এখন, যদি আমরা কিছু পাই, ধরুন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, ট্রেস সাথে সাথে পিক করবে সেটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের এস. ডি. এস.—স্যাটেলাইট ডাটা সিস্টেম—ডিটেলস রিলে করতে শুরু করবে। নতুন জিনিসটা কি তা জানার আগেই অ্যাকশন নেবো আমরা। তবে এ-ধরনের ঘটনা বিদ্যুৎবেগেই ঘটে, এবং প্রায়ই।'

বলে চলেছে কর্নেল। প্রতিটি স্যাটেলাইট সিস্টেমের নিজস্ব হেড-কোয়ার্টার রয়েছে, কাজ করছে স্বাধীনভাবে। ওয়েদার স্যাটেলাইট-গুলো তথ্য সরবরাহ করছে সরাসরি আবহাওয়া কেন্দ্রগুলোয়, রিকনিসনস্ স্যাটেলাইটগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা।

'এক অর্থে আমরা যেন অনেকটা পুলিশ প্যাট্রল,' সরাসরি জেনারেলের সাথে কথা বলছে কর্নেল। 'ওপরে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি,

চেক করছি ব্যাপারটা, প্রাপ্ত তথ্য জায়গামতো পাঠাচ্ছি, এবং অ্যাকশন নিচ্ছি।'

'ফ্লাইং ড্রাগন সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন, কর্নেল, স্যার?' জেনারেলের ডান দিক থেকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলো ডুপ্রে।

গম্ভীর হলো কর্নেল, ওপর-নিচে মাথা দোলালো বারকয়েক। 'দ্যাট'স আ ভেরি স্পেশাল প্রজেক্ট,' বললো সে। 'জেনারেল কি ওগুলোর কমাণ্ড পোস্ট দেখতে ইচ্ছে করেন? এখানে সম্ভবত সবচেয়ে বড়টাই রয়েছে।'

জেনারেল পিলারের হয়ে মেজর ডুপ্রে আর ক্যাপটেন শ্যাচাসি জবাব দিলো। হ্যাঁ, ফ্লাইং ড্রাগনের কমাণ্ড পোস্ট দেখার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছেন জেনারেল।

'আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, স্যার।' পথ দেখিয়ে ওদেরকে মেইন অপারেশনস্ গ্যালারি থেকে বের করে আনলো কর্নেল। বাঁ দিকের প্যাসেজ ধরে খানিকদূর এগোবার পর একজোড়া স্লুইং ডোরের সামনে দাঁড়ালো সে, কবাটে লেখা রয়েছে, কে. এস. কণ্ট্রোল। 'কিলারস্যাট, স্যার,' ব্যাখ্যা করলো কর্নেল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বড় একটা চেম্বারে।

ভেতরে আধো অন্ধকার। উল্টোদিকের দেয়ালে আলোয় ঝলমল করছে ইলেকট্রনিক মারকেটর প্রোজেকশনের ছোটো একটা সংস্করণ—রক্তবর্ণ রেখাগুলো দুনিয়ার ওপরটা অনবরত ঝাড়ু দিচ্ছে। কমপিউটর আর ইলেকট্রনিক সেট নিয়ন্ত্রণ করছে তিনজন টেকনিশিয়ান, একজন অফিসার, দু'জন মাস্টার-সার্জেন্ট।

'ওই দেখুন,' হাত তুললো কর্নেল, এরপর কথা বললো গলা চড়িয়ে, যাতে ফ্লাইং ড্রাগন কমাণ্ড পোস্ট নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত লোক তিনজন

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

তার কথা শুনতে পায়, 'জেন্টেলমেন, জেনারেল পিলার, দা ইন্সপেক্টর-জেনারেল এয়ার স্পেস ডিফেন্স। স্রেফ একটু দেখতে এসেছেন।'

সরে এসে জেনারেলের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো মেজর ডুপ্রে। 'ঠিক বোধহয় তা নয়,' বেশ উঁচু গলায় বললো সে। 'আমার ধারণা, শুধু দেখতেই আসেননি জেনারেল, আরো কিছু ব্যাপার আছে।'

ডুপ্রের দিকে ফিরলো জেনারেল, ঠোঁট জোড়া একটা প্রশ্নের আকৃতি পেতে যাচ্ছে।

'আপনার মনে আছে, স্যার,' উৎসাহ দিলো ডুপ্রে, জেনারেলের যাতে মনে পড়ে। 'আপনিই তো এখন এখানকার সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো জেনারেলের, চারপাশে তাকালো সে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল, বাকি স্টাফরা ভিড় করে রয়েছে দোরগোড়ার কাছে। ক্যাপটেন ল্যাচাসি রয়েছে স্টাফদের পিছনে, বাইরের করিডোরে।

'স্যার, কমপিউটর টেপ আর প্রিন্টআউট,' বললো ডুপ্রে, জেনারেলের ডান কনুইয়ের কাছ থেকে।

'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই। ধন্যবাদ, হেনরি।' হাসলো জেনারেল, তারপর গলা চড়ালো, 'আপনাদেরকে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই, জেন্টেলমেন, তবু আমাকে জানতে হবে এই কমাণ্ড পোস্টের চার্জে কে রয়েছেন।'

মাঝখানের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসা অফিসার একটা হাত তুললো। 'স্যার।'

'র‍্যাক থেকে কমপিউটর টেপগুলো নামাবেন, প্লিজ! প্রিন্টআউটগুলো একটা বাক্সে ভরবেন, প্লিজ! পরীক্ষা করার জন্যে ওগুলো আমি সাথে করে নিয়ে যেতে চাই,' শান্তকণ্ঠে বললো জেনারেল।

ধীরে ধীরে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অফিসার। 'ভেরি ওয়েল, স্যার,' বিড়বিড় করে বললো সে, বড়সড় কনসোল-এর পিছনে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে টেপগুলো কয়েকটা বাক্সে ভরলো সে। কমপিউটর প্রিন্টআউট-গুলো ভরা হলো চ্যাপ্টা আকৃতির কয়েকটা মেটাল বক্সে। 'জেনারেল আরো কিছু চান?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, ওগুলো হলেই চলবে,' জেনারেলের হয়ে জবাব দিলো ডুপ্রে। 'এদিকে নিয়ে আসুন।'

সাইড ড্রাগন কমাণ্ড পোস্ট অফিসার আধো অন্ধকারে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ, ক্ষিপ্রবেগে, অপ্রত্যাশিতভাবে, সবাইকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলো জেনারেল পিলার। গোড়ালিতে ভর দিয়ে চক্রকির মতো আধপাক ঘুরলো সে, ফিরলো কর্নেলের দিকে, একটা হাত লম্বা করে দ্রুত উঠিয়ে নিলো হোলস্টার থেকে কর্নেলের পিস্তলটা।

খেলা শেষ হয়নি তখনো, জেনারেলের গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে এলো, 'স্টপ! বাক্সগুলো দেবেন না! আমার সাথে এই লোক দু'জন, ধরুন ওদেরকে! ওরা ভুয়া, নকল, ছদ্মবেশী! জলদি! ধরুন! ধরুন!'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নয়

ব্যাপারটা ঘটেছে সেদিন সকালেই, হেলিকপ্টারে চড়ে পিটারসন ফিল্ডে আসার সময়।

আগের রাতে পার্টিতে বেশি মদ্যপান করায় অস্বস্তিবোধ করছিল জেনারেল, চোখ বুজে ছিলো সে, ইচ্ছে ছিলো একটু ঝিমিয়ে বা ঘুমিয়ে তাজা করে নেবে শরীরটা। কিন্তু পেশীতে ঢিল পড়তেই জেনারেলের মাথার ভেতরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেল, তারপরই শুরু হলো মানসিক কিছু পরিবর্তন।

প্রথমে তার মনে হলো ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু হবে, সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক। মনে হলো ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে, অতীতের কিছু ছবি চলে এলো মানসপটে।

ছবিগুলো যেন পিছন দিকে ছুটলো, বিপুলবেগে, মাঝে মধ্যে স্লো-মোশনে বিস্তারিত উদ্ভাসিত হলো, কিন্তু সেগুলোর অর্থ ঠিক-মতো ধরতে পারলো না সে। কিছু কিছু স্মৃতি অক্ষতই থাকলো, যেমন সাম্প্রতিক প্রমোশনের খবর, ভিয়েতনাম যুদ্ধের আংশিক অভিজ্ঞতা, তার আগের কিছু দশা—ছবির রীল-টা যেন তাকে শিশু-

কালে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যবর্তী দৃশ্যগুলো ভারি উদ্ভট। একটা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, তার চুলের গন্ধ ওর খুব চেনা, কাছে এলো কয়েকটা শিল নিয়ে। অন্তত তার মনে হলো মেয়েটাকে চেনে সে, চিনলো চুলের গন্ধ থেকে। বানুনা। টারা। রিটা। রানা। মাসুদ রানা। এম. আর. মাইন।

তারপর জেনারেল চোখ মেলে উপলব্ধি করলো সে মোটেও জেনারেল পিলার নয়। তখনও তার মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে, আসল সত্তা এবং বাস্তবতা ধীরে ধীরে আসন গাড়তে শুরু করলো তার মধ্যে, যেন খোলা দরজা দিয়ে পরম স্বস্তিদায়ক সুবাতাস বয়ে গেল মনের আঙিনায়।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ওর কাছে এসে পিলগুলো দিয়ে গেছে সে। নিজেকে ফিরে পাবার সময় কিভাবে তাকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে, কি-ভাবে সম্মোহিত করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি রানা। নতুন একটা ব্যক্তিত্ব দান করা হয়েছিল তাকে, সেটা প্রত্যা-খ্যান করে নিজের পরিচয় ফিরে পেয়েছে সে, শুধু সতর্ক থাকলো কিভাবে দান করা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সুবর্ণ সুযোগ না আসা পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।

এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ!

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গিয়ে রানা যখন কর্নেলের পিস্তল ধরছে, দেখলো ডুপ্রেও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নিজের অস্ত্রের দিকে, চিৎকার করে বলছে, 'জেনারেলের কথা শুনবেন না! পাগল হয়ে গেছে! ওর কথা শুনবেন না!'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলো ডুপ্রে, ইতিমধ্যে কর্নেলের বড়সড় কোল্ট পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ সহ হাতটা লম্বা করে দিয়েছে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রানা, চেম্বারের ভেতর পরপর দুটো বিস্ফোরণ চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুললো।

মেঝে থেকে ওপরে উঠে গেল ডুপ্রের পা। এক সেকেণ্ডের জন্যে শূন্যে ঝুলে থাকলো তার শরীর, বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো লাল রক্ত, দড়াম করে ধাক্কা খেলো দেয়ালের সাথে। পর-মুহূর্তে ঘুরলো রানা, ল্যাচাসিকে খুঁজছে।

কঙ্কালটাকে কোথাও দেখা গেল না।

ভাবে এবং ভঙ্গিতে যতোটা পারা যায় কর্তৃত্ব ফুটিয়ে রানা নির্দেশ দিলো কমপিউটর টেপ আর প্রিন্টআউট-গুলো এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে দেয়া হোক। 'কর্নেল, আপনার লোকদের অ্যাক-শনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলুন। জলদি! জলদি! আমার সাথে যে ট্রুপস এসেছে তারা সহজে হার মানার লোক নয়। প্রতিরক্ষার জন্যে তৈরি হোন।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো কর্নেল। কমাণ্ড পোস্টে মৃত্যু আর বারুদের গন্ধ। কর্নেলের দু'জন অফিসার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেছে বটে, কিন্তু কি করবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এখানে পা রাখার সাথে সাথে মলিয়ের ঝানের বিপজ্জনক আইস ক্রীমের ক্রিয়া টের পেয়ে গেছে রানা। ঝানের লোকেরা আর একটু হলে ঠিকই টেপগুলো হাতিয়ে নিচ্ছিলো। এখন শুধু দেখতে হবে দ্বিতীয় চেষ্টায় তারা যেন ওগুলো জোর করে নিয়ে যেতে না পারে।

আবার কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দিলো রানা, এবার জানতে চাইলো ল্যাচাসি সম্পর্কে।

'সে চলে···আপনাকে গুলি করতে দেখে···ছুটে পালালো···,' মোরাডের একজন অফিসার তোতলাতে শুরু করলো।

'কর্নেল, আপনার প্রতিরক্ষা। সবচেয়ে কাছের বেসকে জানান। আপনার সাহায্য দরকার হবে,' চাবুকের বাড়ির মতো তীক্ষ্ণ শব্দ করলো রানার কণ্ঠস্বর।

যেন ওর কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যেই, ভোঁতা বিস্ফো-রণের আওয়াজের সাথে কেঁপে উঠলো গোটা চেম্বার। আওয়াজটা এলো মেইন এন্ট্রান্সের দিক থেকে।

দোর-গোড়ায় একজন মেরিন এসে দাঁড়ালো। 'এন্ট্রান্স ব্লকে অ্যান্টি-ট্যাংক রকেট ছোঁড়া হয়েছে, স্যার,' চিৎকার করে কর্নেলকে জানালো সে, এরইমধ্যে লাফ দিয়ে টেলিফোনের সামনে পৌঁছেছে কর্নেল।

আবার বিস্ফোরণ। পাহাড়ের ভেতর গোটা কমপ্লেক্স কেঁপে উঠলো এবার।

দৃষ্টি প্রসারিত করে মেরিনের দিকে তাকালো রানা। 'আমার সাথে যে অফিসার এসেছিল, কোথায় সে?'

'স্যার?'

'হাড্ডিসার লোকটা, কঙ্কালের মতো দেখতে···।'

'এখানে গুলির আওয়াজ হলো, লোকটা আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো, স্যার। বললো সাহায্য আনার জন্যে যাচ্ছে···।'

আরেকটা রকেট বিস্ফোরণের সাথে আবার কেঁপে উঠলো চেম্বার।

'বুঝতেই পারছো কি ধরনের সাহায্য পাঠাচ্ছে সে,' বললো রানা। 'সেখানে যতো লোক পাও সবাইকে জড়ো করো। কর্নেল বাইরে থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করছেন। তোমাদের এই বেস আক্রান্ত হয়েছে। এটা কোনো মহড়া নয়। ইট'স দা রিয়েল থিং। দিস বেস ইজ আণ্ডার অ্যাটাক।'

একটু দেরিতে হলেও, এতোক্ষণে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলো
সবাই। কর্নেলের দিকে ফিরলো রানা। 'ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে
ওরা,' বললো ও। 'অ্যান্টি-ট্যাংক রকেটের সাহায্যে ভেঙেচুরে পথ
করে নেবে...।'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এম/সেভেনটি-টু।' ফ্যাকাশে হয়ে গেছে
কর্নেলের চেহারা। 'বুঝলাম না কি ঘটলো। আমরা তো প্রায়
আরেকটু হলে নিয়েই ফেলেছিলাম...।'

'চিন্তা করবেন না, কর্নেল, ওতে আপনার কোনো দোষ হয়নি।
এখনকার সমস্যা হলো যে-কোনো উপায়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা
করবে ওরা, দরকার হলে নখ দিয়ে খুঁড়ে। কঙ্কালটা সত্যি যদি
বাইরে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে দলটা।
ডিফেন্সের কি ব্যবস্থা নেয়া যায় আমাকে জানাবেন?'

অফিসারদের দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলো কর্নেল। কিন্তু রানার
কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইতস্তত করলো তারা। রানার
অযথা সমস্যা সৃষ্টি করছে বুঝতে পেরে কর্নেলের নির্দেশ রানাকে
পুনরাবৃত্তি করতে হলো।

'বাইরে আমাদের যে গার্ড ছিলো তারা ওদের সাথে লড়ছে,'
বললো কর্নেল, ঢোক গিললো। 'বেশ ভালোই করছে ওরা, আমার
ধারণা। রিইনফোর্সমেন্টও আসছে, কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়েছি
এখানে—পাহাড়ের ভেতর। প্রথম দরজাগুলো উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে
ঢুকে পড়েছে ওরা, সম্ভবত রিসেপশন এরিয়ায় চলে আসছে। আমার
ধারণা দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা...।'

'দরজাগুলো পড়ে গেলে, সবাই এদিকে ছুটে আসবে। ঠেকা-
বার উপায় কি?'

'কিছু জেনেড, সাইড আর্মস আর একজোড়া এ-আর এইটিন।'

'অ্যামান গুগুলো, জলদি!' এ-আর এইটিন, যতোটুকু জানা আছে
রানার, কমার্শিয়াল অ্যামালিট উইপন-এর সর্বশেষ সংস্করণ। পুরো-
পুরি অটোমেটিক, প্রতি মিনিটে ফায়ার রেট আটশো রাউন্ড, প্রতিটি
ম্যাগাজিনে থাকে বিশটা করে। কর্নেলের পিছু নিয়ে আর্মস লকারের
সামনে চলে এলো ও, মেইন অপারেশনস গ্যালারির দরজা থেকে
কাছাকাছি দেয়ালে।

অস্ত্রটা হাতে চলে আসতে স্বস্তি বোধ করলো রানা। কর্নেলের হাত
থেকে ম্যাগাজিনগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিলো ও। একটা বাদে সব-
গুলো চালান করে দিলো ইউনিফর্ম জ্যাকেটের পকেটে, তারপর
লোড করলো অস্ত্র।

লকারের দিকে পিছন ফিরলো ওরা, আগের চেয়েও জোরালো
শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো রিসেপশন এরিয়ায়, হোঁচট খেতে খেতে
প্রবেশ পথ থেকে মেইন কমপ্লেক্সে পিছিয়ে এলো কয়েকজন সৈনিক।
তাদের মধ্যে রানা যার সাথে কথা বলেছিল সেই মেরিন লোকটাও
রয়েছে।

'দরজা ভেঙে রিসেপশনে ঢুকে পড়েছে ওরা।' লোকটা হাঁপাচ্ছে,
রানা দেখলো কাঁধ খামচে ধরা আঙুলগুলোর ফাঁক গলে তাজা রক্ত
গড়াচ্ছে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। বৃত্তাকার রিসেপ-
শন এরিয়ায় একবার চোখ বুলিয়েই বমি পেলো ওর। সুসজ্জিত
প্রতিটি ডেস্ক চুরমার হয়ে গেছে, আর কোথায় না পড়ে আছে লাশ।
কেউ কেউ এখনো মারা যায়নি, তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তারা। ওর
নাক বরাবর সামনে মেইন এন্ট্রান্স, সেখান থেকে রিসেপশনের

ভেতর ধোঁয়া ঢুকছে।
শত্রুরা সশরীরে এখনো রিসেপশনে এসে পৌঁছোয়নি, ভাবলো
রানা। তবে আসবে, সরু প্যাসেজ ধরে একজন একজন করে আস-
তে হবে তাদের। দেয়ালের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো
ও, অস্ত্রটা ধরে আছে কোমরের কাছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখলো,
কর্নেলও ওর ভঙ্গিটা অনুকরণ করছে। একজন অফিসার, ওদের
সাথে ফ্লাইং ড্রাগন কমাণ্ড পোস্টে ছিলো সে, এই মুহূর্তে ওদের
পায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, গলা
আর মুখের অর্ধেকটাই নেই।
খান! দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করলো রানা।
হঠাৎ ধোঁয়ার ভেতর সচল মূর্তি দেখা গেল। হামিদের লোকেরা
ঢুকছে রিসেপশন এরিয়ায়।
রানা আর কর্নেল, দু'জন একসাথে ফায়ার ওপেন করলো,
ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্ট গর্তের দিকে ছুটে গেল বুলেটের তৈরি এক-
জোড়া রেখা। গর্তটা হাঁ করে আছে, খানিক আগে ওটাই ছিলো
একজোড়া স্লাইডিং স্টিল ডোর।
'এ যেন পাতিলের ভেতর মাছ মারছি, জেনারেল!' উল্লাসে
চেঁচিয়ে উঠলো কর্নেল। অনেকটা সেরকমই, ভাবলো রানা। হামি-
দের শয়তানগুলো ডাকাতের মতো হুংকার ছাড়তে ছাড়তে সরু
প্যাসেজ ধরে ছুটে এলো, গর্তের মুখ থেকে রিসেপশনে ঢুকতে না
ঢুকতে ধরাশায়ী হলো অনেকে মারাত্মক বুলেট বর্ষণে। ধোঁয়ার
জন্যে সামনে কি আছে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, ভেতরে ঢুকছে প্রতি-
বারে একজন। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের ধাক্কায় কেউ সবেগে পিছিয়ে
যাচ্ছে, কেউ বিখণ্ডিত হচ্ছে। তারপর হঠাৎ করে নেমে এলো আধি-

ভৌতিক নিস্তব্ধতা।
অবশেষে ধোঁয়ার মেঘ হালকা হতে শুরু করলো, এবং সেই সাথে
সামনে কি ভয়াবহ রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে উপলব্ধি করে ভুরু কুঁচকে
উঠলো রানার।
অস্ত্রটা রিলোড করলো ও, আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।
বাইরে থেকে আবার একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো।
তারপর একটা ব্যাকুল চিৎকার।
'কর্নেল? কর্নেল? স্যার? এখানে নোরাডের কোনো অফিসার
আছেন, ফর গডস্ সেক?'
'হ্যাঁ,' পাল্টা চিৎকার করলো কর্নেল। 'নাম আর র‍্যাঙ্ক বলো।
কি ব্যাপার?'
'বাইরে ওরা খতম হয়ে গেছে, স্যার। মেইন এন্ট্রান্সে আমাদের
ফোর্স দ্বিতীয় এ. পি. সি.-টাকে অচল করে দিয়েছে। রাস্তার ধারে
আমি কথা বলছি সার্জেন্ট কাটলার, স্যার।'
রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো কর্নেল। 'ঠিক আছে, জেনা-
রেল। কাটলারকে আমি চিনি।'
রানা সিদ্ধান্ত নিলো আপাতত ওর ফোর-স্টার জেনারেল থাকাই
সব দিক থেকে ভালো। তাতে অন্তত বেয়াড়া প্রশ্নের হাত থেকে
বাঁচা যাবে। ওর প্রধান উদ্বেগ, এখন যেহেতু অপারেশন বুলডগ ব্যর্থ
হয়েছে, রিটা হ্যামিলটনকে নিয়ে। তার অবস্থা কি জানার পর
মলিয়েরের খানকে খুঁজে বের করবে ও।
বাইরের অবস্থা ভেতরের চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়।
নিহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেডিকেল টিমের লোকজন, আহত-
দের চিকিৎসা চলছে। প্রথম এ. পি. সি.-র আগুন এখনো নেভেনি।

কাঁটাতারের বেড়ার এক জায়গায় বিরাট একটা ফাঁক দেখা গেল।

নিচের রাস্তা থেকে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, মাঝে মধ্যে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'ওদিকের খবর কি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল, তাকিয়ে আছে তিনজনের একটা দলের দিকে, ফিল্ড কমিউনিকেশন রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে তারা।

জবাব দিলো একজন সার্জেন্ট। গার্ডদের সাহায্য করার জন্যে আরো লোক রওনা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় এ. পি. সি.-টাকে উল্টে দেয়া হয়েছে রাস্তার ধারে, শত্রুদের দু'একজন যারা বেঁচে আছে তাদের পালানোর পথ বন্ধ।

'এখনো আমাদের মাথায় ঢুকছে না কেন আমরা টেপগুলো ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিলাম,' নিজের মনেই বিড়বিড় করছে কর্নেল। 'এমন হবার তো কথা নয়। গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে আমার কাছে...।'

'সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—একটু সময় দিন। আপনার কোনো দোষ হয়নি, কর্নেল। ওরা এমনকি আমাকেও ফাঁদে ফেলেছিল...'

রেডিও থেকে মুখ তুলে কর্নেলকে ডাকলো সার্জেন্ট, জানালো এক মাইল দূরে একটা প্রাইভেট হেলিকপ্টার রয়েছে। 'এক ভদ্রমহিলা, স্যার। ল্যাণ্ড করার অনুমতি চাইছেন। জিজ্ঞেস করছেন আমাদের সাথে মিঃ রানা নামে কেউ আছেন কিনা।'

'নামতে দাও ওকে,' নির্দেশ দিলো রানা। এখনো জেনারেলের ভূমিকায়। 'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে আমি জানি। এখানে নিয়ে এসো ওকে।'

বলা যায় না, হেলিকপ্টারে করে হয়তো স্বয়ং মলিয়ের খানই

আসছে, পিস্তল ধরে রেখেছে রিটা বা বেলাডোনার মাথায়। তবু কপ্টারটাকে নামতে দেয়াই ভালো। যদি খান এসে থাকে, তাকে আর খুঁজে বের করতে হবে না। ঝুঁকি থাকলেও, খানের সাথে এই মুহূর্তে দেখা করার ঝোঁক দমন করতে পারলো না রানা। মনে পড়লো, আসার পথে কনভয়টাকে অনুসরণ করছিল একটা হেলিকপ্টার।

'তাই করবো, স্যার?' রেডিও অপারেটর জিজ্ঞেস করলো কর্নেলকে।

'জেনারেল যদি বলেন তো করো। হ্যাঁ।'

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সার্জেন্টের সামনে দাঁড়ালো রানা। 'তুমি আইস ক্রীম পছন্দ করো না, ঠিক, সার্জেন্ট?' জিজ্ঞেস না করে পারলো না ও, কারণ এইমাত্র অচেনা ফোর-স্টার জেনারেলের নির্দেশ বৈধ কিনা জানার জন্যে ইমিডিয়েট বস, পরিচিত কর্নেলের শরণাপন্ন হতে দেখেছে একজন সার্জেন্টকে।

হ্যাণ্ড মাইকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা নাড়লো কমিউনিকেশন কর্মী। 'ঘৃণা করি, স্যার, বমি পায়। জিনিসটা এমনকি দেখতেও ইচ্ছে করে না।' হেলিকপ্টারের সাথে যোগাযোগ করার সময় অবাক চোখে জেনারেলকে একবার দেখলো সে।

তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে কর্নেলকে বোঝালো রানা, এখুনি তাকে বিদায় নিতে হবে। 'কোনো সমস্যা হলে হোয়াইট হাউসের সাথে যোগাযোগ করবেন। বলবেন মাসুদ রানা নামে একজনের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার। ওরা একটা ব্যাখ্যা দেবে, আশা করি।'

অনেকটা যেন ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে থেকে সাদা ধাতব ফড়িংটাকে কমপাউণ্ডে নামতে দেখলো কর্নেল। ল্যাণ্ড করার আগের মুহূর্তে নিখুঁতভাবে একপাশে সরে গেল, জ্বলন্ত এ. পি. সি.-কে এড়া-

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বার জন্যে। চেইন মাউন্টেইনের সিকিউরিটি ভেদ করে ভেতরে ঢোকার যে ব্যর্থ চেষ্টা মলিয়ের ঝান করেছিল ওটা তার শেষ স্মৃতি।

হেলিকপ্টারটা পুরনো বেল ফরটি-সেভেনের আধুনিক সংস্করণ, টুইন-সিটার। বেলুন আকৃতির কক্‌পিটে মাত্র একজনকেই বসে থাকতে দেখলো রানা। সে যে ঝান নয় তা পরিষ্কার বোঝা গেল। একহারা গড়ন পাইলটের, গায়ে সাদা ওভারঅল আর মাথায় হেলমেট, ছেলে নাকি মেয়ে বোঝার উপায় নেই।

'কপ্টারের দরজা খুলে ফেলেছে, ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, এই সময় পৌঁছুলো রানা।

'ওহ্, রানা। থ্যাঙ্ক গড। ওহ্ থ্যাঙ্ক গড, ইউ আর সেফ!'

রানার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়লো বান্না বেলাডোনা, ঘন ঘন গাল ঘষলো ওর বুকে, যেন সাত রাজার ধন ফিরে পেয়েছে। লাল চোখ জোড়া ভিজে উঠলো, কেঁপাচ্ছে।

রানা ক্লান্ত, রিটার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, ল্যাচাসি পালিয়েছে কিনা জানার জন্যে ব্যাকুল, আরেক চিন্তা : না জানি কোথায় লুকিয়েছে মলিয়ের ঝান, কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও ওর মনে হলো বান্না বেলাডোনাকে আর কখনো কাছছাড়া করা চলবে না।

দশ

নিচে দেখা যাচ্ছে লুসিয়ানা-র জলাভূমি, ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। গলা বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ঝুঁকলো বেলাডোনা, তারপর উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে নিচে তাকালো—ল্যাণ্ডমার্কটা খুঁজছে, জানে কাছেপিঠেই আছে কোথাও।

মাত্র অল্প কয়েক মিনিট ছিলো ওরা নোরাড বেস কমপাউণ্ডে, একের পর এক বেলাডোনাকে শুধু প্রশ্নই করে গেছে রানা। কি ঘটেছে? কিভাবে পৌঁছুলো সে? রিটার কোনো খবর তার জানা আছে কিনা।

শুধু যে উত্তেজিত ছিলো বেলাডোনা তাই নয়, আড়ষ্টবোধ করছিল সে, লালচে হয়ে উঠেছিল চেহারা। তবে রানা যতো দ্রুতই প্রশ্ন করে থাকুক, সাথে সাথে উত্তর দিয়ে গেছে সে। সাথে একজন লোক থাকলে, হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠতে তাকে কখনো বাধা দেয়নি মলিয়ের ঝান। বেশিরভাগ সময় সে নিজেই থাকতো বেলাডোনার পাশে। তার কাছ থেকে, এবং তার পেশাদার পাইলটের কাছ থেকে হেলিকপ্টার চালাতে শিখেছে সে। লাইসেন্স

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পেয়েছে মাস কয়েক আগে। মনে মনে একটা আশা ছিলো তার, হয়তো এই হেলিকপ্টার নিয়েই একদিন পালাতে পারবে সে, যদি পালানোর ইচ্ছে এবং উপায় হয়।

রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগের ঘটনা। কার যেন গলা শুনতে পেলো সে। মনে হলো ঝানের গলা। ওপরতলায় কোথাও ঝানকে দেখতে না পেয়ে পা টিপে টিপে নিচে নেমে আসে সে। কয়েকজন লোকের সাথে পিয়েরে ল্যাচাসিকে দেখতে পায়। ওদের সাথে রিটাও ছিলো।

তারপর হাজির হলো ঝান, চিন্তা-ভাবনা করে নির্দেশ দিলো সে। কি যে ঘটতে চলেছে কিছুই বুঝলো না বেলাডোনা, তবে শুনলো অপর হেলিকপ্টারে করে রানাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরো শুনলো, ঝান বলছে, সব কাজ শেষ হলে কোথায় তারা আবার সবাই মিলিত হবে। 'এখনো আমি জানি না সব কাজ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে সে। চেইন পাহাড়ের নাম বলতে শুনেছি ওদের-কে, ব্যস ওইটুকু। লর্ড, ইউনিকর্মে তোমাকে যা লাগছে না রানা! এবার তুমি বলো। আসলে ঘটনাটা কি?'

সব কথা পরে বলবে রানা। তার আগে জরুরী তথ্যগুলো পেতে হবে ওকে। ঝান কোথায়? রিটার ভাগ্যে কি ঘটেছে?

'ঝান রিটাকে লুসিয়ানায় নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কোথায় আমি জানি —ল্যাচাসিও ওখানে পৌঁছুবে, দেখো।' আনন্দে উদ্ভাসিত চেহারা হঠাৎ কালো হয়ে গেল বেলাডোনার। 'সে যে কি ভয়ঙ্কর, তোমা-কে আমি বোঝাতে পারবো না, রানা। আমি জানি রিটাকে নিয়ে কি করবে ওরা। ঝান একবার ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। মাই গড!' শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে।

বেলাডোনার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিলো রানা। 'এখন ভয় পাবার বা মুষড়ে পড়ার সময় নয়। যা জানো সব বলো আমা-কে। জলদি!' তাগাদা দিলো রানা, কিন্তু চেহারা ওর সম্পূর্ণ শান্ত। 'তুমি ঠিক জানো রিটাকে ওরা লুসিয়ানায় নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, নিজের কানে শুনেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি ওখানে আবার যাবার কথা ভাবতে হবে আমাকে। কিন্তু রিটাকে বাঁচাতে হলে··· আমাদের দেরি করা উচিত হচ্ছে না, রানা! ওখানকার লোকেরা চেনে আমাকে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি করি, রিটাকে নিয়ে ঝান পৌঁছুনোর আগেই আমরা হয়তো···।' মুখ থেকে হাত সরালো বেলাডোনা।

'কেন? কিভাবে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কিসে যাচ্ছে ওরা?'

'গাড়িতে করে, রানা। প্রথম থেকেই ওরা রিটার লাশ দেখতে চেয়েছে। আমি জানতাম। ঝান শুধু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু রিটাকে নয়। এখন শুধু বাকি আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা—যেন সময়মতো পৌঁছুতে পারি আমরা। তুমি জানো না, রানা—কিন্তু আমি জানি রিটাকে নিয়ে কি করবে ওরা···।'

ক'মিনিট পর হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে আসে ওরা। আর এখন, দীর্ঘ যাত্রার শেষ দিকে, পৌঁছে গেছে লুসিয়ানার জলাভূমির ওপর। চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার কালিমা।

পাইলট হিসেবে বেলাডোনার দক্ষতা লক্ষ্য করে একাধারে খুশি এবং বিস্মিত হলো রানা। হেলিকপ্টারটাকে খেলনার মতো অনা-য়াসে সামলাচ্ছে সে, যেন প্রতিদিনই এটাকে নিয়ে আকাশে ওঠে।

হেসে উঠে বললো সে, 'অল্প সময়ের জন্যে হলেও এটার সাহা-

amarboi@yahoo.com www.murchona.com

যোই খানের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে আসার সুযোগ হাতে আমার। মজার ব্যাপার কি জানো, চালাতে শেখার সময় থেকেই আমি জানতাম, এটাই আমাকে পালাতে সাহায্য করবে। করছেও ঠিক তাই।'

মেইন ল্যান্ডিং লাইটের সুইচ অন করলো সে। গতি কমিয়ে এনে শূন্যে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেললো হেলিকপ্টারকে। উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো। 'ওই!' হঠাৎ বলে উঠলো বেলাডোনা। 'ওটাই। চিনতে পেরেছি আমি। উঁচু জমিটা—একজোড়া জলাভূমির মাঝখানে।'

বাড়িটার অবস্থা খুব কাহিল, অল্প আলোয় আরো বিধ্বস্ত লাগলো দেখতে। সি. আই. এ. চীফ কলিন ফর্বসের কথা মনে পড়লো রানার। খান র‍্যাংকে তদন্ত কাজে যাকেই পাঠানো হয়েছে তারই লাশ পাওয়া গেছে লুসিয়ানার জলাভূমিতে।

'চোখকে বিশ্বাস করো না, রানা!' আবার হেসে উঠলো বান্না বেলাডোনা, যেন রানার মনের কথা ধরে ফেলেছে সে। 'বাড়িটার দেখাশোনা করার জন্যে খানের দু'জন লোক আছে ওখানে। বাইরেটা স্রেফ খোলস, বুঝলে! ভেতরটা দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে! রাজপ্রাসাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

ছোট্ট বেলটাকে কাত করলো বেলাডোনা, প্রতি মুহূর্তে নিচে নামছে ওরা। বক বক করে চলেছে সে। জলাভূমির দূর প্রান্তে সমতল জায়গা থাকার কথা, সেখানে ল্যান্ড করবে সে। 'চারদিকে অনেকগুলো মারশ হপার রাখা আছে খানের। তবে ভুলেও মারশ হপার নিয়ে রাস্তার কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা এখানে পৌঁচেছি সেটা তাকে জানতে দেয়া চলবে না।'

বেলাডোনার কথায় যুক্তি দেখলো রানা। খান ওরফে নতুন সও

মন্ত্রের সাথে জিততে হলে নিভেজাল, পরিপূর্ণ বিস্ময় একটা অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ন্ত্রণ করার চাবি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবার পর হামিদের কি অবস্থা দাঁড়াবে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো ও। ওদের এই অপারেশনের পিছনে বহু টাকা ব্যয় হয়েছে। নতুন কাজে হাত দেয়ার জন্যে নতুন ফাণ্ড দরকার হবে। নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু হওয়াও খুব স্বাভাবিক। লোকবলও অনেক কমে গেছে। সদস্যদের আস্থা হারাবে নেতারা। 'এখনো তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি।' ঘাড় ফিরিয়ে বান্না বেলাডোনার দিকে তাকালো রানা, নিচের জলাভূমির কিনারায় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'চেইন পাহাড় থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে?' সমতল জমির দিকে নেমে যাচ্ছে ওরা। নিচে ধুলো উড়তে শুরু করলো। ধীরে ধীরে মাটি স্পর্শ করলো হেলিকপ্টার। আলো নিভিয়ে দিলো বেলাডোনা। স্তব্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মাথার ওপর রোটর ঘুরছে, নিজেদের সিটে বসে থাকলো ওরা।

'না, বান্না। তোমার ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে অন্য কারণে। ওরা আমার ওপর ড্রাগ ব্যবহার করলো, আমাকে সম্মোহিত করলো, তারপরও আমি ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে পারলাম—কেন? সবটাই তোমার কৃতিত্ব, বান্না। আমার ঘুমের মধ্যে তুমি যা করেছো সেজন্যে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, আমার যে প্রতিষেধক লাগবে তুমি জানলে কিভাবে?'

বিরতি নিলো বেলাডোনা। 'ও, ওই ব্যাপারটা? ভেবে দেখো, ডিয়ার, তোমার জন্যে কিছু করতে পারছি না বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে ছিলাম আমি। আসলে যা করেছি সবই বোকার মতো।

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com

তোমাকে দেখে ধরে নিই, ওরা তোমাকে ড্রাগস দিয়েছে। প্রতিষেধক খুঁজে বের করি ঠিকই, কিন্তু ওখানে অনেক রকম ওষুধ ছিলো। তোমাকে যেটা দিয়েছি সেটায় কাজ হয়েছে ভাগ্যগুণে। তুমি মারাও যেতে পারতে, রানা।'

'যাক, তুমি বোকামিটা করায় এ-যাত্রায় বেঁচে গেছি আমি—ধন্যবাদ, বান্না। ঝান আর ল্যাচাসির প্ল্যান তোমার দ্বারাই ব্যর্থ হয়ে গেল।'

নিরেট দেয়ালের মতো রাত নামলো ওদের চারপাশে। বোতাম টিপে আবার আলো জ্বালতে হলো বেলাডোনাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো ওরা, তারপর বেলাডোনা বললো, 'তুমি আমাকে সব কথা বলবে না, রানা? সব আমি জানতে চাই। কিছু কিছু জানি বটে, তাতে আরো বেশি জটিল লাগছে···জটিল আর ভীতিকর। কি করতে যাচ্ছিলো ওরা—কেন? এ থেকে কি প্রচুর টাকা কামাতো?'

'কয়েক শো কোটি বা কয়েক হাজার কোটি ডলার,' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিলো রানা। 'চলো, মারশ্ হপারটা খুঁজে বের করা যাক। নোংরা লাগছে নিজেকে, শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতে চাই। বিষধর ঝানের সামনে দাঁড়াবার আগে খানিকটা বিশ্রামও দরকার আমার।'

'হ্যাঁ,' স্ট্র্যাপ খুলতে খুলতে বললো বেলাডোনা। 'হ্যাঁ, সে যে বিষধর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

ঠিক যেখানটায় থাকার কথা বলেছিল বেলাডোনা সেখানেই পাওয়া গেল মারশ্ হপার, সামনে ছোটো একটা স্পটলাইট ফিট করা রয়েছে। এঞ্জিন চালু করার পর আলো জ্বাললো সে।

প্রাচীন বাড়িটাকে ঘিরে থাকা বিলের কাছাকাছি চলে এলো মারশ্ হপার, এই সময় একটা আলো জ্বলে উঠলো, সম্ভবত বারান্দা থেকে। অস্ত্রের জন্যে হাত বাড়ালো রানা, কিন্তু বেলাডোনা ওর কব্জি চেপে ধরলো।

'ব্যস্ত হয়ো না, রানা। বাড়িটায় ঝান পুরুষ বলতে শুধু এক বোবা কালাকে রেখেছে। তার নাম ডেলাভাইল।'

'শুনে খুশি হলাম,' বিড়বিড় করলো রানা।

'ডেলাভাইল আর একটা মেয়েলোক, সিলভিয়া—রান্নাবান্নায় সাংঘাতিক ভালো হাত।' হেসে উঠলো বেলাডোনা। 'অন্তত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না, রানা। ওই যে, ওকে দেখতে পাচ্ছি আমি। ডেলাভাইল, আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে আমাদের।'

ছোটো একটা জেটির পাশে থামলো মারশ্ হপার। নরম ভঙ্গুর ধাপ বেয়ে প্রধান দরজার সামনে চলে এলো ওরা। রানা পিছনে থাকলো, ভেতরে ঢুকলো বেলাডোনার পিছু পিছু।

বেলাডোনার কথা মিথ্যে নয়। ভেতরটা সত্যি প্রাসাদতুল্যই বটে।

ডেলাভাইলের সাথে কথা বললো বেলাডোনা, সরাসরি তার দিকে মুখ করে থাকলো সে, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে প্রকাশ করলো মনের ভাব। ওদেরকে একবার দেখে নিয়ে নিজের চারদিকে চোখ ফেরালো রানা। প্রতিটি দেয়ালে ভারি সিল্কের পর্দা ঝুলছে। চারদিকে অ্যান্টিকস ফার্নিচারের ছড়াছড়ি, ফুলদানিতে তাজা ফুল।

'মিঃ ঝান এসেছেন এখানে?' জিজ্ঞেস করলো বেলাডোনা।

মাথা নাড়লো ডেলাভাইল।

'কি বলছি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, ডেলাভাইল,' বললো

বেলাডোনা। 'মারশ্‌ হুপারটা নিয়ে এমন কোথাও রেখে এসো যেন কেউ দেখতে না পায় ! ঠিক আছে ?'

মাথা ঝাঁকালো ডেলাভাইল।

'তারপর সিলভিয়াকে বলো, খাবার আর পানীয় দরকার আমাদের। মেইন বেডরুমে। কেমন ?'

ওপর-নিচে ঘন ঘন মাথা দোলালো ডেলাভাইল, ঠোঁটের কোণ দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত করে খিক্‌খিক্‌ শব্দে হাসলো সে।

'এবার, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি তোমাকে। বুঝতে পারছো তো ? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মিঃ খান এখানে আসছেন। পাহারায় থাকবে, যাতে সে দূরে থাকতেই তুমি তাকে দেখতে পাও। সে মারশ্‌ হুপার নিয়ে আসবে, তাই না ? তাকে আসতে দেখলে কি করবে তুমি ? ছুটে এসে আমাদের ঘুম ভাঙাবে। তাকে দেখামাত্র সাথে সাথে, কেমন ? তারমানে তোমাকে হয়তো সারারাত জেগে পাহারা দিতে হবে। বিনিময়ে কি পাবে তুমি, ডেলাভাইল ? কি তোমার শখ ?'

আনন্দে এবং শ্রদ্ধায় চোখ বুজে হাসতে লাগলো বোবা লোকটা, মাথা নাড়ছে।

'ঠিক আছে, উপহারটা কি হবে আমি নিজেই ঠিক করবো। কিন্তু কাজটা তুমি পারবে তো, ডেলাভাইল ?'

আবার মাথা ঝাঁকালো ডেলাভাইল, এতো জোরে যে মনে হলো ঘাড় থেকে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

'ডেলাভাইল খুব ভালো লোক, যা বলা হয় তাই করে।' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো বেলাডোনা। 'আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, রানা। নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারি। খান আসছে

দেখলেই ডেলাভাইল আমাদেরকে জাগিয়ে দেবে। খবর পেলে আর চিন্তা কি, তার জন্যে তৈরি থাকবো আমরা।

'ঠিক জানো… ?'

'ঠিক জানি।' রানার হাত চেপে ধরলো বেলাডোনা, মৃদু টান দিলো, সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার বেডরুমটা বিশাল, কার্পেটটা এতো পুরু যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। এমনকি বিছানাতেও খান বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে—এতো বড় যে গোটা একটা পরিবার ঘুমাতে পারবে। চারকোণের স্ট্যাণ্ড চারটে রুপোর তৈরি, খাটের মাথা থেকে বিছানার দিকে নেমে এসেছে সোনালি পাতাবাহার, খাটের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ, বহুরঙে রাঙানো।

বাথরুমটাও বিশাল, বাথটাব সহ অন্যান্য আধুনিক ফিটিংস দিয়ে সাজানো। বাথটাবে নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত ছিলো ওরা, সিলভিয়ার প্রথম এবং দ্বিতীয় ডাক ওদের কানেই ঢুকলো না। মেয়েটা জানিয়ে গেল, বেডরুমে ওদের খাবার দেয়া হয়েছে।

তারপর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বিছানায় বসলো ওরা খাবার সামনে নিয়ে। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে, সেটাই কারণ, নাকি সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য পেয়ে ব্যাপারটা ঘটলো ঠিক বলতে পারবে না রানা, তবে রাক্ষসের মতো খেলো ও।

শুধু যে খেলো তাই নয়, প্রেমও করলো ওরা। প্রথমবার অস্থিরতার সাথে, ব্যাকুলভাবে। পরের বার আস্তে-ধীরে, পরস্পরের ভালো লাগার প্রতি লক্ষ্য রেখে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলো একে অপরকে। তারপর আলো নেভালো বেলাডোনা, রানাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো নিশ্চিন্তে।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

*　　　　　　　　　　*

প্রথমে রানার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। গুলির শব্দ। ধোৎ, অতীতের কোনো দুঃস্বপ্ন হবে। তারপরই ঝট্ করে খুলে গেল চোখের পাতা। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো ও, অন্ধকারে কান পাতলো।

বুঝতে পারলো, স্বপ্ন নয়। আরো দু'বার আওয়াজ হলো গুলির। বেলাডোনার দিকে হাত বাড়ালো রানা। কিন্তু বিছানায় নেই সে।

আলো জ্বাললো ও, মেঝেতে পা পড়ার আগেই তোয়ালে আর পয়েন্ট ফরটি-ফাইভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তোয়ালেটা আছে, কিন্তু অটোমেটিকটা নেই। বিছানার পাশে নাইট টেবিলে রেখেছিল ওটা।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আবার আলো নেভালো রানা, অন্ধকারে হাতড়ে দরজার দিকে এগোলো। গুলির আওয়াজ এখনো যেন বাড়ির ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে। নিচতলায়, ভাবলো ও। সচল হাটু ভাঁজ হলো, খালি পা কার্পেটের ওপর কোনো শব্দ করছে না।

থামলো রানা, আবার কান পাতলো, ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির মাথায়। সিঁড়ির নিচে, একপাশে একটা দরজা। মনে হলো দরজার পিছন থেকে শব্দ আসছে। আলো যে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বান্না, ভাবলো রানা। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড। খান পৌঁচেছে, কিন্তু বোবা লোকটা ওদেরকে সাবধান করে দেয়নি। ঠিক তাই ঘটেছে, আর সম্ভবত বেলাডোনা একাই দাঁড়িয়েছে খানের সামনে।

নামতে শুরু করলো রানা, সাবধানে। দরজার ঠিক বাইরে থামলো ও। ভোঁতা শব্দ বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। ধীরে ধীরে শব্দগুলো চেনা গেল, কোঁপানোর আওয়াজ, দুর্বোধ্য শব্দ করে কে যেন করুণা ভিক্ষা চাইছে। আর দেরি না করে আস্তে ঠেলা দিল রানা। খুলে গেল কবাট।

দেখলো খান নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

কামরাটা লম্বা। বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে পালিশ করা ওক কাঠের একটা টেবিল, সেটার চারদিকে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো রয়েছে। দূরের দেয়ালটা মনে হলো কাচের তৈরি। এই বিশাল জানালার কাছে এমন একটা দৃশ্য দেখলো রানা, স্থির পাথর হয়ে গেল ও, যেন দোর-গোড়ায় পৌঁছে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে।

দৃশ্যটা ভীতিকর। দেয়াল ঘেঁষে পড়ে রয়েছে মলিয়ের খানের বিশাল শরীর, একটা কাঁধ আর দুটো পা ঢাকা পড়ে আছে তাজা রক্তে। একটা বুলেট কাঁধের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে, বাকি দুটো চুরমার করেছে দু'পায়ের হাঁটু। খানের শিশুর মতো সরল, লালচে মুখ আমূল বদলে গেছে, এখন সেটা ব্যথা আর আতঙ্কে বিকৃত একটা মুখোশ।

তার সামনে উঁচু টাওয়ারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, সম্পূর্ণ নগ্ন, বান্না বেলাডোনা।

anmsuman@yahoo.com www.murchona.com©

এগারো

বান্না বেলাডোনার হাতে রানার অটোমেটিক, সরাসরি ঝানের মাথার দিকে তাক করে ধরে আছে সে। দুর্বোধ্য আওয়াজ করছে ঝান, কাতর অনুনয়ের সাথে থামতে বলছে বেলাডোনাকে। অবশেষে কাবু হয়ে পড়েছে ভাল্লুক, অসহায়।

মনে হলো রানার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয় বেলাডোনা। আর রানাও সামনের দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেছে।

'প্রথম থেকেই আমি জানতাম, ঝান—এ-সবে তোমার মন নেই,' ভঙ্গুর হাসি এইমুহূর্তে অবশ্যই মধুকণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে না, চাপা থাকছে না ফরাসী উচ্চারণ।

'না, ঝান। বুঝতে না পারলে তোমাকে হয়তো মারতাম না। কিন্তু পেছনে ভুল করে এসেছো, ছাপগুলো মুছে আসোনি। বাংলাদেশী যুবক, রানা, সব ফাঁস করে দিয়েছে। আমরা তাকে ভাগ দিলাম, তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম নতুন কাজির, সব ঠিকঠাকেই শুরু হলো। কিন্তু সব তুমি ভেস্তে দিলে। আমার বিছানায় ছিলে তুমি, তাই না? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চুপিসারে নেমে যাও তুমি। হ্যাঁ, সরাসরি

আমার বিছানা থেকে রানার কাছে যাও তুমি। তা না হলে আমার চুলের গন্ধ রানা পাবে কিভাবে?

'রানার কাছে গিয়ে তার মুখে পিল ভরে দাও তুমি —প্রতিষেধক। কি চেয়েছিলে, ঝান? ভেবেছিলে তোমার নোংরা ভালোবাসার শিকার বানাবে রানাকে? ল্যাচাসির সাথে তোমার যে সম্পর্ক, ভেবেছিলে রানার সাথেও তুমি···নাকি দলবদলের ষড়যন্ত্র, ঝান? কিংবা, এটাই হয়তো আসল কারণ, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে তুমি। আচ্ছা, আমি যে তোমাকে বিয়ে করবো না, টের পেয়ে গিয়েছিলে, তাই না?' খিল খিল করে হেসে উঠলো বান্না বেলাডোনা, আবার হঠাৎ হাসি থামলো। 'বিয়ে আমি কাউকেই করতে পারি না, ঝান। তোমাকে নয়, ল্যাচাসিকে নয়, কাউকে নয়। অথচ তোমরা আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছো। এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হতো। অপরাধ করে সিদ্ধান্ত নিতে তুমি আমাকে সাহায্য করেছো, তা ঠিক।'

বেলাডোনা ট্রিগারে টান দিতেই লাফ দিলো রানা, কিন্তু ঝানের মাথাটা রক্তভরা বেলুনের মতো বিস্ফারিত হলো। হলুদ মগজ ছড়িয়ে পড়লো বেলাডোনার নগ্ন শরীরে।

'মাইগড! ইউ বীচ!' মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, কথাগুলো উচ্চারণ করেনি ও। তবে ঝট্ করে ঘুরে গেছে বেলাডোনা, তার হাতের কোল্ট রানার বুকের দিকে তাক করা।

এই বেলাডোনাকে রানা চেনে না। উজ্জ্বল আলোয় তার চেহারায় বয়সের ভাপ দেখতে পেলো ও। মাথার চুল এলোমেলো, কালো আগুনের মতো চোখ জোড়া থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘৃণা। তার এই চোখ দুটোই এক লহমায় সমস্ত রহস্য উপলব্ধি করতে সাহায্য

amarsumon@yahoo.com www.murchona.com

করলো রানাকে। গাঢ় সবুজ রঙের চশমা পরে থাকতো আদি সও মং অর্থাৎ উ সেন, কারণ প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে তার দুটো চোখই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তার চোখ দেখার সুযোগ রানার হয়নি। কিন্তু চোখ নষ্ট হবার আগের ফটো দেখেছে ও। এ সেই চোখ। দু'টুকরো কালো আগুন।

হাসলো বান্না বেলাডোনা। বাঁকা হলো শুধু একদিকের ঠোঁটের কোণ। অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গি। চোখ বুজলে পরম শত্রু উ সেনের ঠোঁটে এখনো এই হাসি দেখতে পাবে রানা। একই হাসি।

'হ্যালো, মাসুদ রানা। অবশেষে। এই জঘন্য দৃশ্যটা তোমাকে দেখতে হলো বলে আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করো, ওকে ক্ষমা করার কথা সিরিয়াসলি ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তুমি প্রতিষেধক পিলের কথা বলার পর আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম, বেঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে থামিয়ে দিলো সে। 'সত্যি দুঃখজনক। ওর নিজের ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিভা ছিলো, মানতেই হবে। অন্তত ওর মতো গড-গিফটেড কেমিস্ট আমার অর্গানাইজেশনে অবশ্যই ঠাঁই করে নিতে পারে। কিন্তু স্নানের বেলায় সমস্যা ছিলো, ওর অ্যামবিশন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। আসল কাজে মন ছিলো না ওর। আমাকে বিয়ে করবে, ভাবো একবার!'

রানার দিকে এক পা এগোলো বেলাডোনা, তারপর কি মনে করে আবার পিছিয়ে গেল।

'যা ঘটেছে সব মনে রেখো, এবং স্বীকার করি তোমার দুঃসাহস আর বীর্য মুগ্ধ করার মতো, তবু বলতে হয় আমাদের পরিচয় হয়নি। আমার নাম বান্না উ সেন।' অপূর্ব আনন্দে হেসে উঠলো সে।

'বলতে পারি, তোমার নাম মাসুদ রানা। এবং এখন আমি আমার পুরস্কার দাবি করতে পারি।'

'তার মেয়ে?' রানার গলা কোনো রকমে শোনা গেল।

'আমার পুরস্কার,' বলে চলেছে বান্না সও মং। 'তোমার মাথার জন্যে আমি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলাম। কেউ পারলো না, আমি নিজে পারলাম। অবাক হচ্ছো? অবাক হচ্ছো এ-কথা ভেবে যে তোমাকে আর আমেরিকানদের কিভাবে আমি বোকা বানালাম? আমি জানতাম, রানা—জানতাম সি. আই. এ. তোমার সাহায্য চাইবে। জানতাম তাদের ডাকে তুমি সাড়াও দেবে। মেজর মাসুদ রানা, এম. আর. নাইন, বি. সি. আই. এজেন্ট, হামিসের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। হ্যাঁ, রানা, দূর থেকে নাকে দড়ি দিয়ে তোমাকে আমি ঘুরিয়েছি। ফাঁদ পাতলাম, তুমি ধরা দিলে।

'সেই ঘোষিত পুরস্কার এখন দাবি করি আমি। তুমি আমার বাবাকে মেরেছো। এমনকি তখনো আমি ছোট্টটি, বাবা আমাকে তোমার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল।'

'আর তোমার মা?' সময় পাবার চাল দিলো রানা।

বান্না সও মঙের গলার পিছন থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, আহত পশুর মতো, যেন বমি করতে যাচ্ছে। 'আমি অবৈধ সন্তান, যদিও জানি কে সে। ফরাসী দেহপসারিণী, বাবার সাথে তার তিন কি চারবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমার সাথে তার দেখা হয়েছে, তবে জ্ঞাতসারে নয়। ভালো আমি আমার বাপকে বাসতাম, মিঃ মাসুদ রানা। আজ আমি যা জানি, সব আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। উইল করে বাবা তার হামিসের সম্পদ আর দায়িত্বও আমাকে দিয়ে গেছেন। ব্যস, এইটুকুই তোমাকে জানাবার

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ছিলো আমার। ঋান বিদায় নিয়েছে। এবার তোমার পালা।'

'ভুল তোমারও হয়, সও মং,' তাড়াতাড়ি বললো রানা। 'মারাত্মক একটা ভুলের কথা এখুনি তোমাকে আমি জানাতে পারি।'

'ভুল আমার?' সকৌতুকে রানাকে লক্ষ্য করছে নতুন সও মং। 'কি ভুল? নাকি অযথা সময় নষ্ট করাতে চাইছো?'

'ঋান নয়, বান্না, তুমি। প্রতিষেধক পিল তুমিই আমাকে দিয়েছো। ক্ষতিটা অবশ্যই আমার।'

'আমি?' হেসে উঠলো বান্না উ সেন। 'তোমার ক্ষতি?'

'মনে আছে, সম্মোহন সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'বিদ্যাটা আমি জানি বলাতে তুমি জেদ ধরলে তোমাকেও শেখাতে হবে?'

'হ্যাঁ, তো কি?'

'তোমাকে আমি শেখালাম, মনে পড়ে? মাত্র পনের মিনিটের চেষ্টাতেই সম্মোহিত হয়ে পড়লে তুমি। তারপর কি হলো শুনবে? তুমি যে সও মং হতে পারো, এ-সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিলো আমার মনে। সাবধানের মার নেই, তাই তোমাকে কিছু সাজেশন দিয়ে রাখি আমি—আমাকে ডাগ দেয়া হলে তুমি আমাকে প্রতিষেধক দেবে। আর প্রয়োজনের সময় ঠিক তাই দিয়েছো, নিজের অজান্তে। আমাকে ডাগ দেয়া হয়েছে, এই খবর পাবার পর আবার তুমি সম্মোহিত হয়ে পড়ো, বুঝলে?'

কয়েক মুহূর্ত নড়লো না বান্না উ সেন। ম্লান দেখালো তাকে। তারপর নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো ঠোঁটের কোণে। 'বেশ, মানলাম, তুমিও আমাকে খেলাতে পেরেছো। কিন্তু এখন? এখন, মাসুদ রানা? কে কাকে খেলাবে? এই যে, তোমাকে আমি গুলি

করছি। পারবে ঠেকাতে? পারবে তুমি আমার হাত থেকে বাঁচতে?

'তিনটে গুলি করবে, রানা। শেষ গুলিটা তোমার মাথার খুলি কাটিয়ে দেবে, বের করে নিয়ে যাবে খানিকটা মগজ। ওটাই আসল, বাকি দুটোর কথা বাদ দাও, ওগুলো শুধু হাড় গুঁড়ো করবে।'

হাতের কোল্টটা রানার দিকে তুললো বান্না। আগেই লাফ দিয়েছে রানা, ঠিক যখন মাজল থেকে বেরুতে যাচ্ছে বুলেটটা। প্ল্যান করা ছিলো, টেবিলের কোণ লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে ও। একটা আড়াল পেতে যাচ্ছে টেবিলের তলায়, এই সময় ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলো পিয়েরে ল্যাচাসির ধুলো-মাখা ভঙ্গুর কাঠামো, গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সে।

'আমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, সও মং! পালাবার পথ নেই, চারদিকে পুলিশ—চারদিকে!'

গুলি করলো বান্না, রানা দেখলো ওর মাথার এক ফুট ওপরে টেবিলের কোণ উড়ে গেল। শরীরটা মোচড় দিয়ে খপ্ করে একটা চেয়ারের পায়া ধরে ফেললো ও। ওকে লক্ষ্য করে এরইমধ্যে লাফ দিয়েছে ল্যাচাসি, চেয়ারটা টেবিলের নিচ থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলো রানা। বান্নার পরবর্তী গুলি আর রানার মাঝখানে পৌঁছুলো ল্যাচাসি।

বুলেটটা গর্ত করলো ল্যাচাসির বাম বুকে, লাটিমের মতো কয়েক পাক ঘুরিয়ে দেয়ালে নিয়ে ফেললো তাকে। মনে হলো পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে শরীরটা, তারপরই খসে পড়লো মেঝেতে, দেয়ালে রেখে এলো লাল লাল ছোপ।

হাঁপানোর আওয়াজ পেলো রানা, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছে সও মং। ঠিক সেই মুহূর্তে, সে যখন ভারসাম্য ফিরে পেতে চেষ্টা

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

করছে, গায়ের সবটুকু শক্তি এক করে চেয়ারটা ছুঁড়ে মারলো রানা।

সময় যেন স্থির হয়ে গেল, শূন্যে ঝুলে থাকলো চেয়ার, আত্মরক্ষার তাগিদে সেটাকে এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বান্না সও স্তও যেন স্থির হয়ে আছে। বাঁচার তাগিদ, সও মং পরিবারের প্রতি তীব্র ঘৃণা, আর রানার নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসুরিক পেশী, এই তিনটে শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে চেয়ারটা।

চেয়ারের নিরেট তলাটা সরাসরি বুকে আঘাত করলো। চারটে পায়া নিখুঁতভাবে তার দুই হাতে ডেবে গেল, সংঘর্ষের জোরালো ধাক্কা ছিটকে নিয়ে ফেললো তাকে জানালার গায়ে।

কাঁচ ভাঙার শব্দে রী রী করে উঠলো গা। তারপরই শোনা গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। জানালা ভেঙে শক্ত মাটিতে গিয়ে পড়েছে বান্না সও মং, ঠিক যেখান থেকে জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঝোপ-ঝাড় আর জলাভূমির দিকে।

বান্না থামছে না, দীর্ঘ হচ্ছে আর্তনাদ, বিরতিহীন। আর দাঁড়িয়ে আছে রানা, যেন একটা পাথুরে মূর্তি, ভয়াবহ না জানি কি দেখতে হয় ভেবে হতবিহ্বল।

যে-ই মাটিতে পড়েছে বান্না অমনি একটা ধাতব খাঁচা ঝপ করে নেমে এসেছে অন্ধকার ওপর থেকে। তার দিয়ে ঘন করে বোনা হয়েছে খাঁচার পাশগুলো। প্রায় সাথে সাথেই, আশপাশের এলাকা জ্যান্ত হয়ে উঠলো। খাঁচাটার একটা ছাদ দেখলো রানা, তিন দিকে তারের জাল। বাকি একটা দিক ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ জলাভূমির দিকে খোলা।

খাঁচাটা নেমে এলো, সেই সাথে কামরার ভেতর ম্লান হয়ে এলো আলো। কিন্তু তবু বুকে হেঁটে এগিয়ে আসা সরীসৃপগুলোকে দেখতে

পাবার মতো যথেষ্ট আলো রয়েছে। একটা, তারপর আরেকটা, দুটোকে দেখতে পেলো রানা। কিন্তু জোরালো আভাস পেলো, আরো আছে। দুটোই বিশাল, মোটা, ভয়ঙ্কর পাইথন; লম্বায় একেকটা ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের কম নয়।

সাপ দুটো দেহ বেয়ে উঠতে শুরু করলো, পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা পাটখড়ির মতো মট মট শব্দ করে চেয়ারটা ভাঙছে। পা ছুঁড়ছে বান্না, চিৎকার করছে। কিন্তু ওগুলো সাপ, শুনবে কেন। একটু পরই তার চিৎকার থেমে গেল। এক সেকেণ্ড আগেই টের পেয়েছে রানা, কামরার ভেতর লোকজন ঢুকছে [illegible] প্রতিক্রিয়ার চিনতে পেরেছে ও। সুমা-র ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

হন হন করে এগিয়ে জানালার সামনে পৌঁছুলেন অ্যাডমিরাল। একটা হাত তুলে লক্ষ্যস্থির করলেন। তৃতীয় বিস্ফোরণের পর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'হ্যালো, মাই বয়!'

দুটো গুলি করে পাইথন জোড়াকে মেরেছেন জর্জ হ্যামিলটন। শেষ গুলিটা করেছেন বান্নাকে, তখনো যদি বেঁচে থাকে, এই ভেবে।

'এসো, রানা।' রিটার গলা, রানার পাশ থেকে। সে-ই ওর হাত ধরে কামরা থেকে বের করে নিয়ে এলো। এক মিনিটের ছুটি নিয়ে রানা চলে গেল পোশাক পরে আসতে।

কয়েক মিনিট পর, বাড়িটার হলঘরে, রানার পাশে বসে শান্তভাবে গল্পটা শোনালো রিটা হ্যামিলটন। ঠিক কি ঘটেছিল মনো রেলে।

'সাথে পিস্তল ছিলো সত্যি, তুমি বলেও গিয়েছিলে ট্রেনে কেউ উঠতে চেষ্টা করলে গুলি করে মারলো আমি, কিন্তু বারো-তেরোজন লোক-

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

কে মারা কি সম্ভব ? সম্ভবত আমরা র‍্যাঞ্চ ছাড়ার আগে থেকেই ট্রেনে অপেক্ষা করছিল ওরা। দেখলাম এতো লোকের সাথে লড়তে যাওয়া স্রেফ পাগলামি, তাই লেজ তুলে পালালাম।' হেসে ফেললো রিটা। 'কি, আমাকে তুমি ভীতু বলবে ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা। 'ঠিক কাজটি করেছো।'

'দুঃখিত, রানা—তোমাকে কোনো সংকেত দিতে পারিনি। একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে যাই, কিন্তু চারদিকে ওদেরকে দেখে সাহস পেলাম না। শুনে ফেলার ভয়ে চিৎকারও দিতে পারলাম না। অন্ধকার, কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। সম্ভবত ফেরার সময় কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে আমাকে তুমি পাশ কাটিয়েছো। শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে নয়, ধাক্কা খেলাম একটা লাশের সাথে।'

'কিভাবে···?' শুরু করলো রানা।

'হেঁটে। গেট পেরিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে এলাম। তবে অ্যামারিলোতে পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলি, লুকিয়ে থাকা ছাড়া তখন আর করার কিছু ছিলো না। সারাটা রাত গরু-খোঁজা করে খুঁজলো ওরা আমাকে। অনেক কষ্টে, অতি সাবধানে পৌঁছলাম শহরে, ফোনের কাছে।

'তারপর খবর আসতে লাগলো চেইন পাহাড় থেকে। ইতিমধ্যে বাবা পৌঁছে গেছেন, সাথে আরো লোকজন। অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পর বান্না বেলাডোনার হেলিকপ্টার সম্পর্কে জানা গেল, কোন্ দিকে গেছে ওটা। এভাবেই তোমার খোঁজ বের করা হলো। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম, ও মেয়ে ভালো নয়।'

চুপ করে থাকলো রানা। নিজেও আন্দাজ করেছিল, বান্না ভালো মেয়ে নয়। কিন্তু তবু সব রহস্য উন্মোচিত হবার পরও, গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে।

হলঘরে এলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'অনেক দিন পর আবার দেখা হলো, মাই বয়,' বলে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, নিঃশব্দে একটু হাসলেন। 'তুমি জানো না, একটা মিরাকল ঘটে গেছে।'

'মিরাকল ?' অবাক হলো রানা।

'তুমি আমার স্নেহের পাত্র, স্বভাবতই আমি আশা করবো আমার পরিবারের সবাই তোমাকে বন্ধু হিসেবে নেবে,' বলে চলেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে একদিন আবিষ্কার করলাম, আমার পরিবারে তোমার এক শত্রু আছে।'

'ড্যাডি, তুমি বাড়িয়ে বলছো···,' তীব্রপ্রতিবাদ জানালো রিটা। 'ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিলো না। মাসুদ রানা বলতে তুমি অজ্ঞান, এমন ভাব দেখাতে যেন ওর কোনো খুঁত নেই, যেন সব দিক থেকে সেরা···আর আমি শুধু শান্তভাবে বলতে চেষ্টা করতাম, এ-ধরনের নিখুঁত চরিত্র শুধু উপন্যাসের পাতায় পাওয়া যায়, বাস্তবে দেখা মেলা ভার···।'

'কিন্তু মিরাকলের কথা কি যেন বলছিলেন ?' বিব্রত বোধ করছে রানা।

'তোমার ব্যাপারে ওকে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি, কোনো শত্রুর জন্যে সাধারণত কাউকে এরকম হতে দেখা যায় না, তখনই বুঝলাম, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। শত্রু বন্ধু হয়ে গেল, মিরাকল নয় ?'

রানার পাশ থেকে উঠে এসে বাবার কাঁধে থুতনি রেখে দাঁড়ালো রিটা হ্যামিলটন, বললো, 'কিছুই উল্টে যায়নি। আমার বাবার আদরের ভাগ শুধু আমি পাবো, আর কাউকে দেবো না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মেয়ের আবদারের কাছে হার মানলেন অ্যাডমিরাল। 'তাই হবে, কাউকে দেবো না। কিন্তু সম্ভব হলে তুই

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

নিজের কাছ থেকে সামান্য এক-আধটু দিস, কেমন?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন যা, দেখ্, দু'কাপ কফি খাওয়ানো যায় কিনা। এই ফাঁকে রানার সাথে জরুরী কয়েকটা কথা সেরে নিই।'

রিটা হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অ্যাডমিরাল বললেন, 'সও মং আর হ্যামিস সম্পর্কে খবর নিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, রানা।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো রানা।

'হ্যামিসের ভিত খুব শক্ত,' বলে চলেছেন অ্যাডমিরাল। 'আমেরিকার সবখানে ওদের সংগঠন ছড়িয়ে আছে। গোপনে অনেক আমলা, পুলিশ অফিসার, এমনকি সামরিক অফিসারও হ্যামিসের সদস্য। আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আভাস পেয়েছি, কিছু কিছু মহল থেকে বলা হচ্ছে সও মঙের কোনো ক্ষতি হলে চরম প্রতিশোধ নেবে তারা। কাজেই তোমার সাবধান হওয়া দরকার বলে মনে করছি, রানা।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বললো রানা। 'সাবধানেই থাকবো আমি।'

হ্যামিস সম্পর্কে জানা আছে ওর। প্রথম সারির নেতা বলতে শুধু প্যাচাসি আর ঝানই ছিলো না, আরো অনেক থাকার কথা। সও মঙের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ তাদের পক্ষে নিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সাবধানেই থাকতে হবে তাকে। খুব সাবধান!

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

Sumon

A lonely man in the crowded planet